সহজ

২

কাসাসুন নাবিয়্যীন

قصص النبيين

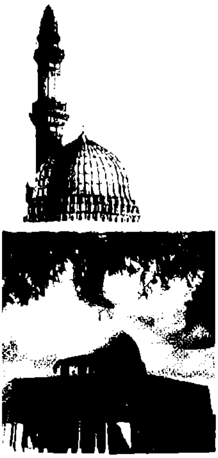

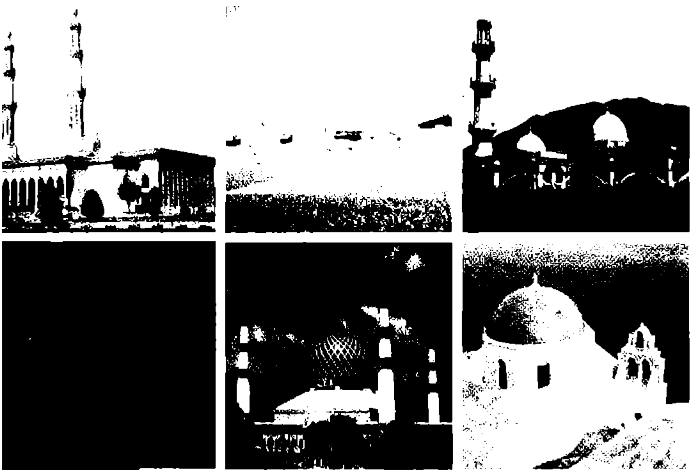

আল্লামা সাইয়েদ আবুল হাসান আলী নদভী (রহঃ)

মুসলিম বিশ্বের উলামা-মাশায়েখ সমর্থিত কওমী মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড
(বেফাকুল মাদারিস বাংলাদেশ) এর পাঠ্য কিতাব হিসেবে নির্ধারিত

সহজ
কাছাছুন নাবিয়্যীন
দ্বিতীয় খণ্ড

মূল
হযরত মাওলানা
সাইয়েদ আবুল হাসান আলী নদভী (রহঃ)

ভাষান্তর ও বিশ্লেষণ
মাওলানা আশ্‌রাফ হালীমী
শিক্ষক, মাদ্‌রাসাতুল মাদীনা, ঢাকা

আল কাউসার প্রকাশনী

পাঠক বন্ধু মার্কেট . ইসলামী টাওয়ার
৫০,বাংলাবাজার, ঢাকা। ১১,বাংলাবাজার, ঢাকা।
ফোনঃ ৭১৬৫৪৭৭ মোবাঃ ০১৭১৬-৮৫৭৭২৮

প্রকাশক
মুহাম্মদ হাবীবুর রহমান
বাসা নং ২১৭, ব্লক ত
মীরপুর - ১২, পল্লবী, ঢাকা

সংশোধিত সংস্করণ
রমযান ১৪২৭ হিজরী

সর্বস্বত্ব
প্রকাশক কর্তৃক সংরক্ষিত

মুল্য-৬৫.০০ টাকা

কম্পোজ
আলকাউসার কম্পিউটারস

প্রিন্টিং ঃ
বনফুল প্রেস.
বাংলা বাজার-ঢাকা

بسم الله الرحمن الرحيم

অনুবাদকের 'আরজ

বহু বাধা ও প্রতিকূলতার প্রাচীর অতিক্রম করে অবশেষে কাছাছুল নাবিয়্যীন দ্বিতীয় খণ্ডের ব্যাখ্যা গ্রন্থটি শিশু-কিশোরদের হাতে তুলে দিতে পেরে আল্লাহ্‌র অশেষ শোকর আদায় করছি, "আলহামদু লিল্লাহ্"। দ্বিতীয় খণ্ডটি মূলত প্রথম খণ্ডের আগে লেখা হয়েছিল। কিন্তু মাওলার ইচ্ছায় ও বান্দার অনিচ্ছায় প্রথমখণ্ড আগে প্রকাশিত হয়ে অগ্রগামীতার বৈশিষ্ট্য অক্ষুন্ন রেখেছে। প্রথম খণ্ডের একটি কপি দুরু দুরু মনে তুলে দিয়েছিলাম আমার শ্রদ্ধেয় উস্তাদ শায়খুল হাদীছ 'আল্লামা 'আবদুল হাই (পাহারপুরী) দামাত বারাকাতুহুমের দস্ত মুবারকে। পরম আনন্দে কিতাবখানা বুকে জড়িয়ে হুজুর দীর্ঘক্ষণ যাবৎ মাশাআআল্লাহ্ বলে দু'আ ও উৎসাহবাণী দান করলেন। তাঁর সেই উৎসাহ বাণীতে শুকিয়ে চৌচির হয়ে যাওয়া হৃদয়ে সমুদ্রের বান ডাকলো, আর খড়কুটার ন্যায় ভাসিয়ে নিয়ে গেল অযোগ্যতার সকল আশংকা ও অনুভূতি। এক অলৌকিক শক্তিতে দেহমন ভরে গেল। চোখে মুখে হাসির ঝিলিক ফুটে উঠলো। বুঝলাম, মানুষকে উৎসাহ দানের এই বিরল গুণটিই তাঁকে সকলের অখণ্ড ভালবাসার অধিকারী করেছে।

যাই হোক, ভূমিকা সংশোধন করতে গিয়ে মাওলানা আবুল হাসান 'আলী নদভীর নামের শেষে দামাত বারাকাতুহুম দেখে থমকে দাঁড়ালাম। কিংকর্তব্য বিমূঢ় হয়ে পড়লাম। দামাত বারাকাতুহুম রাখবো, নাকি রাহমাতুল্লাহ 'আলাইহি লিখবো? উহ্, দামাত বারাকাতুহুম কেটে রাহমাতুল্লাহ 'আলাইহি লিখার সময় মনের গভীরে কি যে আঘাত অনুভব করলাম তা একামাত্র অন্তর্যামীই ভাল জানেন। দু'আ করি, আল্লাহ্‌পাক যেন তাঁর কবরকে নূরে রহমতে ভরপুর করেন এবং আমাদেরকে তাঁর মহান আদর্শ অনুসরণে সৌভাগ্যশালী করেন।

আলোচ্য কিতাবটিতে প্রথম খণ্ডের ধারা হুবহু অনুসরণ করা হয়েছে। অর্থাৎ শব্দ বিশ্লেষণ ও বাক্য বিশ্লেষণ এবং অনুবাদ ও অনুশীলনের মাধ্যমে প্রতিটি বিষয়কে আত্যস্থ করানোর চেষ্টা করা হয়েছে। তবে তারকীব সম্পর্কে প্রথম খণ্ডে মোটামুটি ধারণা

অর্জিত হওয়ার ভিত্তিতে এখানে সুসংক্ষিপ্ত রূপে তারকীব পেশ করা হয়েছে। আশাকরি দ্বিতীয় খণ্ডটিও প্রথম খণ্ডের ন্যায় প্রিয় পাঠকদের নিকট সুপ্রিয় হবে ইন্‌শাআল্লাহ্। এতে রয়েছে হযরত নূহ, (আঃ) হযরত হুদ, (আঃ) ও হযরত ছালিহ (আঃ)-এর কাহিনী। এ সকল কাহিনীর মাঝে বেশ কিছু তাফছীর সংক্রান্ত ও ঐতিহাসিক তথ্য এবং বেশ কিছু বিবেক উৎসারিত প্রচ্ছন্ন প্রশ্নমালার উত্তর বিদ্যমান রয়েছে।

পরিশেষে মাওলার দরবারে মুনাজাত করি, তিনি যেম মূল গ্রন্থের ন্যায় ব্যাখ্যা গ্রন্থগুলোকে কবুল করেন এবং লেখকের এখলাসের বদৌলতে অনুবাদক, পাঠক ও প্রকাশক সকলকে কবুল করেন। আমীন, ইয়া রাব্বাল 'আলামীন।

বিনীত

আশরাফ হালিমী

তারিখ-১০-০৬-২০০০ ঈ.

শিক্ষক মাদ্‌রাসাতুল মাদীনা

ঢাকা

সূচীপত্র

প্রথম ঘটনা ঃ নূহের (আঃ) কিশ্‌তী

বিষয়	পৃষ্ঠা
(১) আদম (আঃ)-এর পর	১০
(৩) শয়তানের পরিকল্পনা	১৪
(৪) শয়তানের কৌশল	১৬
(৫) পুণ্যবানদের প্রতিকৃতি	১৭
(৬) ছবি থেকে ভাস্কর্যে	১৯
(৭) ভাস্কর্য থেকে মূর্তিতে	২১
(৮) আল্লাহ্‌র অসন্তুষ্টি	২২
(৯) রসূল প্রেরণের উদ্দেশ্য	২৪
(১০) রসূল মানুষ হবেন না ফিরিশ্‌তা ?	২৭
(১১) আল্লাহ্‌র নবী নূহ (আঃ)	২৮
(১২) জাতি কী উত্তর দিল ?	৩১
(১৩) নূহ ও তাঁর কওমের মাঝে বাদানুবাদ	৩৩
(১৪) ইতররা তোমার অনুসরণ করেছে	৩৬
(১৫) ধনীদের যুক্তি	৩৮
(১৬) নূহ (আঃ)-এর দা'ওয়াত	৪০
(১৭) নূহ (আঃ)-এর বদ দু'য়া	৪৩
(১৮) নূহের কিশ্‌তি	৪৫
(১৯) জলোচ্ছ্বাস	৪৮
(২০) নূহ (আঃ)-এর পুত্র	৫০
(২১) সে তোমার পরিবারভুক্ত নয়	৫২
(২২) জলোচ্ছ্বাসের পর	৫৪

দ্বিতীয় ঘটনা ঃ ঝড়

বিষয়	পৃষ্ঠা
(১) নূহ (আঃ) এর পর	৫৬
(২) 'আদ জাতির অকৃতজ্ঞতা	৫৮
(৩) 'আদ জাতির সীমালংঘন	৬০

(৪) 'আদ জাতির দালান-কোঠা------------------------------ ৬৩
(৫) আল্লাহ্‌র রাসূল হূদ (আঃ)------------------------------ ৬৫
(৬) হূদ (আঃ)-এর দা'ওয়াত------------------------------ ৬৮
(৭) জাতির উত্তর------------------------------ ৭০
(৮) হূদ (আঃ) এর প্রজ্ঞা------------------------------ ৭২
(৯) হূদ (আঃ) এর ঈমান------------------------------ ৭৫
(১০) 'আদ জাতির হঠকারিতা------------------------------ ৭৭
(১১) আল্লাহ্‌র 'আযাব------------------------------ ৮০

তৃতীয় ঘটনা ঃ ছামূদ জাতির উটনী

(১) 'আদ সম্প্রদায়ের পর------------------------------ ৮৩
(২) ছামূদ জাতির অকৃতজ্ঞতা------------------------------ ৮৫
(৩) মূর্তি পূজা------------------------------ ৮৭
(৪) আল্লাহ্‌র নবী ছালিহ(আঃ)------------------------------ ৯০
(৫) ছালিহ (আঃ) -এর দা'ওয়াত------------------------------ ৯২
(৬) ধনীদের অপপ্রচার------------------------------ ৯৪
(৭) আমাদের ধারণা ভুল প্রমাণিতহয়েছে।------------------------------ ৯৬
(৮) ছালেহ (আঃ)-এর উপদেশ------------------------------ ৯৯
(৯) তোমাদের কাছে আমি প্রতিদান চাইনা------------------------------ ১০১
(১০) আল্লাহ্‌র কুদরতী উটনী------------------------------ ১০৩
(১১) পালাক্রমে পানি পান------------------------------ ১০৫
(১২) ছামূদ জাতির অবাধ্যতা------------------------------ ১০৭
(১৩) আল্লাহ্‌র 'আযাব------------------------------ ১১০

بسم الله الرحمن الرحيم

إهـــداء

أهدى هذه التحفة القيمة

إلى من أحبنى حب الولد العزيز وأشفق على شفقة الأب الرحيم إلى من أودع لسانى كلمات القرآن الكريم وغرس فى قلبى محبة الأنبياء والمرسلين .

إلى من لبى نداء ربه الرحيم وفاز بوسيع جنات النعيم إلى أستاذى المرحوم الحافظ البارع المتواضع

أبو الخير

نور الله مر قده وجعل الجنة مثواه،

تلميذه المعترف بمعروفه

أشرف الحليمى

بسم الله الرحمن الرحيم

লেখকের ভূমিকা

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর। আর শান্তি ও করুণা তাঁর মনোনীত বান্দাদের প্রতি। পর কথা হল, "শিশু তোষ নবী কাহিনী" সিরিজের প্রথম খণ্ডটি ইতিমধ্যে প্রকাশিত হয়েছে। তাতে হযরত ইব্রাহীম (আ.)ও হযরত ইউসুফ (আ.) এর কাহিনী বিদ্যমান রয়েছে। আর প্রথম খণ্ডটি পাঠক মহলে আশাতীত গ্রহণ যোগ্যতা ও সমাদর লাভ করেছে। শিক্ষক ও অভিভাবকগণ বিপুল উৎসাহে তাকে অভিনন্দন সিক্ত করেছেন। ইসলামী পত্র-পত্রিকা জোরালো ভাষায় কিতাবটির উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেছে। কচি কাচারা এবং মাদ্রাসার শিশু শিক্ষার্থীরা এমন আগ্রহ উদ্দীপনার সাথে তা অধ্যয়ণ করেছে যা ছিল লেখকের প্রত্যাশা তীত। আর এই কিতাব অধ্যয়ণ কালে আমরা তাদের প্রদীপ্ত ললাটে এবং দীপ্তিময় মুখাবয়বে আনন্দ ও উদ্যমের সুস্পষ্ট চিহ্ন প্রত্যক্ষ করেছি। আর আমরা অত্যন্ত পুলকিত বোধ করেছি এবং আল্লাহর শোকর আদায় করেছি যখন শুনেছি যে, ছোটরা তাদরে ছোট বুদ্ধি দ্বারা আত্মস্থ করে মৌখিকভাবে তা আয়ত্ত করার পর হযরত ইব্রাহীম (আ.) ও হযরত ইউসূফ (আ.) এর কাহিনী (অন্যদের কাছে) বর্ণনা করছে। এসবই আমাদেরকে এ পথে অগ্রসর হতে সাহস যুগিয়েছে এবং এই ("শিশুতোষ নবী কাহিনী") সিরিজ সমাপ্তে অনুপ্রাণিত করেছে। এখন আমরা অল্প বয়স্ক ছোটদেরকে এবং তাদের বয়স্ক অভিভাবকদেরকে" ছোটদের নবী কাহিনী" সিরিজের আরেকটি খণ্ড উপহার দিব। এতে রয়েছে হযরত নূহ (আ.), হযরত হুদ (আ.) ও হযরত সালিহ (আ.) এর কাহিনী। এ সকল কাহিনীর মাঝে বেশ কিছু তাফছীর সংক্রান্ত ও ঐতিহাসিক তথ্য এবং বেশ কিছু বিবেক উৎসারিত প্রচ্ছন্ন প্রশ্নমালার উত্তর বিদ্যমান রয়েছে। অতএব সম্মানিত শিক্ষক মণ্ডলীর খেদমতে আমাদের নিবেদন, তাঁরা শিক্ষার্থীদেরকে এই কাহিনী সমূহ বর্ণনা করতে বলবেন এবং তাদেরকে তা আবৃত্তি করা, মুখস্থ করা এবং পুনঃ পুনঃ পাঠ করার দায়িত্ব প্রদান করবেন। কেননা এ পদ্ধতি অনুসরণে বিরাট উপকারীতা লাভের ব্যাপারে আমাদের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা রয়েছে।

পরিশেষে আল্লাহ তা'আলার নিকট প্রার্থনা, তিনি যেন কিতাবটি দ্বারা আরবী ভাষার শিক্ষার্থী ও উঠতি মুসলিম প্রজন্মকে উপকৃত করেন এবং নবীদের ব্যক্তিত্ব তাদের জীবন চরিত ও তাদের অনুসরণ তাদের নিকট প্রিয় ও পছন্দনীয় করেন।

আল্লাহই তাওফীক দাতা।

(আবুল হাসান) আলী আল্হাছানী

بسم الله الرحمن الرحيم

اَلْقِصَّةُ الْأُوْلٰى : سَفِيْنَةُ نُوحٍ

شَرْحُ الْكَلِمَاتِ

(১) শব্দ বিশ্লেষণ

اِنْتِشَارًا - ছড়িয়ে যাওয়া, مُنْتَشِرٌ ছড়ানো, বিক্ষিপ্ত। اِنْتَشَرَالْإِسْلَامُ بِالْأَخْلَاقِ لَابِالسَّيْفِ ইসলাম চরিত্রের গুণে বিস্তার লাভ করেছে, তলোয়ারের জোরে নয়। (ن) نَشْرٌ - ছড়ানো। نَشَرْتُ الثَّوْبَ فِى الشَّمْسِ - কাপড় রৌদ্রে দিয়েছি। نَاشِرُ الْكُتُبِ - পুস্তক প্রকাশক। مِظَلَّةٌ مَنْشُوْرَةٌ - খোলা ছাতা। (ن) كَثْرَةٌ - বৃদ্ধি পাওয়া। إِكْثَارًا - বৃদ্ধি করা। ذُرِّيَّةٌ ব-ব ذَرَارِى - বংশধর। (ن) حَرْثًا চাষ করা, حَارِثٌ ব-ব حُرَّاثٌ - চাষী। مِحْرَاثٌ ব-ব مَحَارِثُ - লাঙ্গল। (ف) زَرْعًا -বপন করা। زَرَعَ الْبَذْرَ - বীজ বপন করেছে। مَزْرَعَةٌ ব-ব مَزَارِعُ - শস্যক্ষেত্র। مَخْزَنٌ শস্যভাণ্ডার। مُرَاوَدَةٌ - প্ররোচিত করা।

بَعْدَآدَمَ

بَارَكَ اللّٰهُ فِى ذُرِّيَّةِ آدَمَ فَكَانَ فِيهَا رِجَالٌ كَثِيْرٌ وَ نِسَاءٌ. وَانْتَشَرَتْ ذُرِّيَّةُ آدَمَ وَكَثُرَتْ.

فَلَوْ رَجَعَ آدَمُ وَرَأى أَوْلَادَهُ لَمَا عَرَفَ. وَلَوْقِيْلَ لَهُ : هٰذِهٖ ذُرِّيَّتُكَ يَا آدَمُ، لَتَعَجَّبَ كَثِيْرًا وَقَالَ : سُبْحَانَ اللّٰهِ ! هٰؤُلَاءِ كُلُّهُم أَوْلَادِى؟ هٰذِهٖ كُلُّهَا ذُرِّيَّتِى؟!.

وَكَانَتْ لِذُرِّيَّةِ آدَمَ قُرًى كَثِيْرَةٌ، وَبَنَوا بُيُوتًا كَثِيْرَةً. وَكَانُوا يَحْرِثُوْنَ الْأَرْضَ وَيَزْرَعُوْنَ وَيَعِيْشُوْنَ.

وَكَانَ النَّاسُ عَلٰى دِيْنِ أَبِيْهِمْ آدَمَ يَعْبُدُوْنَ اللّٰهَ وَلَايُشْرِكُوْنَ بِهٖ شَيْئًا!.وَكَانَ النَّاسُ أُمَّةٌ وَاحِدَةٌ. أَبُوْهُمْ آدَمُ، وَ رَبُّهُمُ اللّٰهُ.

প্রথম ঘটনা ঃ নূহের (আঃ) কিশ্‌তী

(আদম (আঃ) -এর পর)

আল্লাহ্ তা'আলা আদম (আঃ) এর পরিবারে বরকত দান করেছেন । ফলে তাঁর বংশে বহু নর নারী জন্মগ্রহণ করেছে এবং তারা বৃদ্ধি পেয়ে পৃথিবীতে বিস্তার লাভ করেছে। আজ যদি আদম (আঃ) ফিরে এসে তাঁর সন্তান-সন্ততিদের দেখতেন তাহলে কিছুই বুঝে উঠতে পারতেন না। আর যদি তাঁকে বলা হতো, হে আদম! এসব আপনার বংশধর, তাহলে তিনি অবাক হয়ে বলতেন, সুবহানাল্লাহ!

এরা সকলেই কি আমার সন্তান ? এরা সকলেই কি আমার পরিবার ? আদম (আঃ) এর সন্তানদের বহু জনপদ ছিল এবং তারা অনেক ঘর-বাড়ী তৈরী করেছিল। জমি চাষাবাদ করে তারা জীনব ধারণ করতো। লোকেরা পিতা আদমের দ্বীনের উপর থেকে আল্লাহ্‌র 'ইবাদত করতো, তাঁর সাথে কোন কিছু শরীক করতো না। সমস্ত মানুষ একই উম্মতভুক্ত ছিল। আদম (আঃ) তাঁদের পিতা এবং আল্লাহ্ তা'আলা তাদের প্রতিপালক।

إعراب الكلام
বাক্য বিশ্লেষণ

(كَانَ فِيْهَا رِجَالٌ كَثِيْرٌ) এই বাক্যে (كَانَ) - فعل ناقص - (فِيْهَا) জর-মাজরূর মিলে مَوْجُوْدٌ শিবহুল ফে'য়েলের সাথে متعلق হয়ে كَانَ এর خبر مقدم হয়েছে, আর (رِجَالٌ كَثِيْرٌ) - مركب توصيفى হয়ে كَانَ এর مبتدأ مؤخر হয়েছে। পরিশেষে كَانَ তার ইসম ও খবরকে নিয়ে جملة فعلية হয়েছে। উল্লেখ্য, উপরোক্ত বাক্যে كَانَ শব্দটি عاشএর অর্থে تام ও হতে পারে।

(فَلَوْ رَجَعَ آدَمُ وَرَأَى أَوْلَادَهُ لَمَا عَرَفَ) (لَوْ) - حرف الشرط - رَجَعَ آدَمُ - جملة فعلية হয়ে معطوف عليه - (وَرَأَى أَوْلَادَهُ) - جملة فعلية হয়ে معطوف মা'তুফ ও মা'তুফুন আলাইহি মিলে شرط এবং (لَمَا عَرَفَ) جزاء হয়েছে। অবশেষে শর্ত ও জাযা মিলে جملة شرطية হয়েছে।

(سُبْحَانَ اللّٰهِ) মূলত ছিল, أُسَبِّحُ سُبْحَانَ اللّٰهِ - (سُبْحَانَ اللّٰهِ) - শব্দ দুটি مركب اضافى হয়ে أُسَبِّحُ - ফে'য়েলে মাহযুফ থেকে مفعول مطلق হয়েছে। ফে'য়েল-ফা'য়েল ও মাফ'উলুন মুতলাক মিলে جملة فعلية হয়েছে।

أجب عن الأسئلة الآتية بالعربية

নীচের প্রশ্নগুলোর আরবীতে উত্তর দাও।

(١) مَنْ آدمُ و مَنْ حَواءُ؟

(٢) عَمَّ نَهَى اللّٰه آدمَ وَزَوْجَهُ؟

(٣) لِمَاذَا أَخْرَجَ اللّٰهُ آدمَ وَزَوْجَهُ مِنَ الْجَنَّةِ؟

(٤) مَنْ رَاوَدَهُمَا عَلَى أَنْ يَأْكُلاَ الثَّمَرَ؟

(٥) أَيْنَ انْتَشَرَتْ ذُرِّيَّةُ آدمَ وَمَاذَا فَعَلُوا؟

(٦) هَلْ عَرَفَ آدمُ أَولاَدَهُ لِوَرَجَعَ؟

(٧) مَاذَا فَعَلَ آدمُ لو قِيلَ لَهُ "هٰذه ذُرِّيَتُكَ يَا آدَمُ؟

(٨) لم يتَعَجَّبُ آدم من رؤية أَوْلاَده؟

(٩) أَلَيْسَ سَبَبُ تَعَجُّبِهِ أَنْ يَكْثُرَ أَوْلاَدُهُ ؟

(١٠) مَاذَا كَانَ النَّاسُ يَحْرُثُونَ وَمَا يَذْرَعُونَ؟

شرح الكلمات

(২) শব্দ বিশ্লেষণ

- شياطين ব-ব شيطان - শয়তানের নাম, শয়তান। - أباليس ব-ব إبليس শয়তান। رضوانا (عنه) (س) সন্তুষ্ট হওয়া। رضى الله عن الصحابة- আল্লাহ্ সাহাবাদের প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছেন। أمة ব-ব أمم জাতি, দল। اختلافا - মতভেদ করা, مختلف বিরোধপূণ । زوالا (ن) - দূর হওয়া, إزالة - দূর করা। جنة ব-ব جنان বাগান, বেহেশ্ত। طردا (ن) - তাড়িয়ে দেওয়া, مطرود - বিতাড়িত। لعنا (ف) অভিশাপ দেওয়া, ملعون অভিশপ্ত। لعنة ব-ব لعان - অভিশম্পাত। انتقاما - প্রতিশোধ নেওয়া, مانتقم رسول الله من عدوه - রাসূলুল্লাহ (সঃ) তাঁর শত্রু থেকে প্রতিশোধ নেননি। كونا (ن) হওয়া, থাকা। تكوينا - তৈরী করা। تكونا তৈরী হওয়া। بد- উপায়, আশ্রয়স্থল।

حسد الشيطان

ولكنْ كَيْفَ يَرضَى إِبْلِيسُ وَذُرِّيَّتَهُ بِهٰذَا؟

ألايزالُ النَّاسُ يعبدون اللّٰهَ؟. ألايزالُ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً لاَ يَخْتَلِفُونَ؟ إِنَّ ذٰلِكَ لاَيَكُوْنُ! إِنَّ ذٰلِكَ لاَيَكُوْنُ!.

هَلْ يَدْخُلُ ذُرِّيَّةُ آدمَ الجَنَّةَ، ويدخلُ إبليسُ وذريتُه النَّارَ؟! . إنَّ ذلكَ لايَكُونُ ! إنَّ ذلِكَ لايَكُونُ!. إنَّه لَم يَسْجُدْ لِآدَمَ فَطَرَدَهُ اللّٰهُ ولَعَنَهُ. ألايَنتَقِمُ مِنْ بَنِى آدمَ فَيَدْخُلُوا مَعَهُ النَّارَ؟ لَابُدَّ أَنْ يَكُونَ ذلِكَ. لَابُدَّ أَنْ يَكُونَ ذٰلِكَ.

শয়তানের হিংসা

কিন্তু এসব দেখে ইবলীস ও তার অনুসারীরা কিভাবে সন্তুষ্ট থাকতে পারে ? লোকেরা এক আল্লাহ্‌র ‘ইবাদত করে যাবে? তারা একই উম্মতভুক্ত থাকবে? তাদের মাঝে কখনও মতবিরোধ হবে না? কিছুতেই তাহতে পারে না । আদম ও তার অনুসারীরা জান্নাতে যাবে, আর ইবলীস তার অনুসারীদের নিয়ে জাহান্নামে যাবে? এটা কিছুতেই হতে পারেনা। আদমকে সিজদা না করায় আল্লাহ্ তাকে অভিশপ্ত করে তাড়িয়ে দিয়েছেন। তাহলে সে কি আদম সন্তানকে তার সঙ্গে জাহান্নামে নিয়ে এর প্রতিশোধ নিবে না? অবশ্যই তা হতে হবে । তা হওয়া ছাড়া কোন গত্যন্তর নেই।

إعراب الكلام (বাক্য বিশ্লেষণ)

(أَلَايَزَالُ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً لَايَخْتَلِفُونَ)

উপরোক্ত বাক্যে (أ) حرف الاستفهام (لايزا) فعل ناقص – (الناس) اسم الناقص (أمة) মওছূফ (واحدة) প্রথম ছিফাত, (لايختلفون) – দ্বিতীয় ছিফাত, মওছূফ ও তার উভয় ছিফাত মিলে خبر الناقص – অথবা (لايختلفون) বাক্যটি أمة واحدة থেকে حال হয়েছে। বলা বাহুল্য, এখানে حال হতে কোন বাধা নেই। কারণ نكرة موصوفة থেকে حال বানানো শুদ্ধ আছে। অবশ্য শুধু نكرة থেকে حال বানাতে হলে حال কে ذو الحال থেকে অগ্রবর্তী করতে হবে।

إن ذلك لايكون ... এ বাক্যে (إن) حرف مشبه بالفعل – (ذلك) اسم إن আর (لايكون) خبر إن হয়েছে উভয় মিলে جملة إسمية হয়েছে।

لَابُدَّ أَنْ يَكُونَ ذٰلِكَ ... বাক্যটি মূলত ছিল (لَابُدَّ مِنْ أَنْ يَكُونَ ذٰلِكَ) (لا) النافية للجنس – (بد) হলো اسم لا – من হরফুল জর উহ্য রয়েছে। أن يكون ذلك বাক্যটি أن দ্বারা মাছদার হয়ে من হরফুল জরের মাজরূর। অতঃপর ثابت এর সাথে মুতা'য়াল্লিক হয়ে خبر لا হয়েছে। অবশেষে উভয় মিলে جملة إسمية হয়েছে।

أَجِبْ عَنِ الْأَسْئِلَةِ الْآتِيَةِ بِالْعَرَبِيَّةِ

নীচের প্রশ্নগুলোর আরবীতে উত্তর দাও।

(١) أَيَرْضٰى إِبْلِيْسُ أَنْ يَعْبُدَ النَّاسُ رَبَّهُمْ؟

(٢) أَيَرْضٰى إِبْلِيْس أَنْ يَكُوْنَ النَّاسُ مُتَّفِقِيْنَ؟

(٣) أَيُّ فَائِدَةٍ لَهُ إِذَا اخْتَلَفَ النَّاسُ؟

(٤) أَيُّ ضَرَرٍ لَهُ إِذَا اتَّفَقَ النَّاسُ؟

(٥) لِأَيِّ شَيْءٍ طَرَدَ اللّٰهُ إِبْلِيْسَ وَلَعَنَهُ؟

(٦) أَكَانَ ذَنْبُهُ أَنَّهُ لَمْ يَسْجُدْ لِآدَمَ؟

(٧) بِمَ اِسْتَدَلَّ إِبْلِيْس أَنَّهُ خَيْرٌ مِنْ آدَمَ؟ أَجِبْ عَلٰى ضَوْءِ الْقُرْآنِ

(٨) أَبَعْضُ الْمَلَائِكَةِ سَجَدُوا لِآدَمَ أَمْ كُلُّهُمْ ؟

(٩) لِمَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنِ الْمَلَائِكَةِ وَسَخَطَ عَلٰى إِبْلِيْس؟

(١٠) هَلْ عَزَمَ إِبْلِيْسُ أَنْ يَنْتَقِمَ مِنْ بَنِيْ آدَمَ؟ وَلِمَ؟

شرح الكلمات

(৩) শব্দ বিশ্লেষণ

هٰذَالرَّجُلُ। (فِيْهِ)- تَفَكُّرًا / تَفْكِيْرًا চিন্তা করা ।। فِكَرٌ ব-ব فِكْرَةٌ চিন্তা, ভাবনা। ض) مَغْفِرَةً । এ লোকটি পরকালের চিন্তায় বিভোর। - يُفَكِّرُ دَائِمًا فِى الْآخِرَةِ (لَهُ - ক্ষমা করা। غَفَرَ اللّٰهُ لِآدَمَ - আল্লাহ্ আদম (আঃ) কে ক্ষমা করে দিয়েছেন। شَتْمًا (ض) - গালি দেওয়া। مَعَاذًا (ن - بِهِ) আশ্রয় নেওয়া, أَعُوْذُبِاللّٰهِ - আল্লাহ্র আশ্রয় চাই। رَجْمًا (ان) নিক্ষেপ করা। رَجِيْمٌ - বিতাড়িত, অভিশপ্ত। خَبَاثَةً (ك) - মন্দ হওয়া, خَبِيْثٌ ব-ব خُبُثٌ ঘৃণিত, দুষ্ট।

فِكْرَةُ الشَّيْطَانِ

وَرَأَى الشَّيْطَانُ أَنْ يَدْعُوَ النَّاسَ إِلٰى عِبَادَةِ الْأَصْنَامِ فَيَدْخُلُوا النَّارَ وَلَايَدْخُلُوا الْجَنَّةَ أَبَدًا. وَكَانَ الشَّيْطَانُ يَعْرِفُ أَنَّ اللّٰهَ لَايَغْفِرُ الشِّرْكَ، وَيَغْفِرُ كُلَّ شَيْئٍ إِذَا أَرَادَ. فَأَرَادَ الشَّيْطَانُ أَنْ يَدْعُوَهُمْ إِلَى الشِّرْكِ، فَلَايَدْخُلُوا الْجَنَّةَ أَبَدًا.

وَلٰكِنْ كَيْفَ الطَّرِيْقُ إِلٰى ذٰلِكَ وَالنَّاسُ يَعْبُدُوْنَ اللّٰهَ؟. إِنَّهُ

لَوْذَهَبَ إِلَى النَّاسِ وَقَالَ لَهُمْ : أُعْبُدُوا الأَصْنَامَ وَلَاتَعْبُدُوا اللّٰهَ لَشَتَمَهُ النَّاسُ وَضَرَبُوهُ. قَالُوا : مَعَاذَ اللّٰهِ! أَنُشْرِكُ بِرَبِّنَا ؟ أَنَعْبُدُ الأَصْنَامَ؟ . إِنَّكَ لَشَيْطَانٌ رَجِيمٌ! إِنَّكَ لَشَيْطَانٌ خَبِيثٌ! .

শয়তানের পরিকল্পনা

শয়তান মানুষকে মূর্তি পূজার আহ্বান করতে চাইল, যেন তারা কখনও জান্নাতে প্রবেশ করতে না পারে। শয়তান ভালো করে জানতো, আল্লাহ্ শির্ক গুনাহ্ ছাড়া সমস্ত গুনাহ্ ইচ্ছা হলে ক্ষমা করবেন। তাই শয়তান মানুষকে শিরকের দিকে ডাকার মনস্থ করলো । তাহলে আর কখনও তারা জান্নাতে যেতে পারবে না। কিন্তু তার উপায় কি? মানুষতো এক আল্লাহ্র 'ইবাদত করছে ? যদি সে মানুষের নিকট গিয়ে বলে, তোমরা আল্লাহ্র 'ইবাদত না করে মূর্তি পূজা কর তাহলে তারা তাকে তিরস্কার ও মারধর করে বলবে , আল্লাহ্ মা'ফ করুন! আমরা কি আমাদের প্রতিপালকের সঙ্গে শিরক করবো? আমরা কি মূর্তি পূজা করবো? নিশ্চয় তুমি বিতাড়িত ও ঘৃণিত শয়তান।

إعراب الكلام

বাক্য বিশ্লেষণ

وَيَغْفِرُ كُلَّ شَيْءٍ إِذَا أَرَادَ বাক্যটি মূলত ছিল, (وَيَغْفِرُ كُلَّ شَيْءٍ إِذَا أَرَادَ) غَفَرَ كُلَّ شَيْءٍ (وَيَغْفِرُ كُلَّ شَيْءٍ) বাক্যটি دَال عَلَي الْجَزَاءِ অর্থাৎ জাযা কী হবে তার দ্বারা তা জানা যাচ্ছে।(إِذَا أَرَادَ) বাক্যটি شرط - আর (غَفَرَ كُلَّ شَيْءٍ) বাক্যটি হলো জাযা, যা উহ্য রয়েছে। শর্ত ও জাযা মিলে الجملة الشرطية হয়েছে।

استئنافيه (واو) (وَلٰكِنْ كَيْفَ الطَّرِيقُ إِلَى ذٰلِكَ وَالنَّاسُ يَعْبُدُوْنَ اللّٰهَ) حرف (إِلَى) – نائب الفاعل ফে'য়েলের يُوجَدُ (الطَّرِيقُ) حرف الابتداء (لٰكِنْ) حال (وَالنَّاسُ يَعْبُدُوْنَ اللّٰهَ) জুমলায়ে ফে'লিয়া হয়ে – ذو الحال (ذٰلِكَ) – الجر হয়েছে। (مَعَاذَ اللّٰهِ)- أَعُوذُ مَعَاذَ اللّٰهِ মূলত ছিলো, (مَعَاذَ اللّٰهِ) শব্দদ্বয় مركب إضافى হয়ে أعوذ ফে'য়েল থেকে مفعول مطلق হয়েছে।

أجب عن الأسئلة الآتية بالعربية

নীচের প্রশ্নগুলোর আরবীতে উত্তর দাও।

(١) مَاذَا فَكَّرَ الشَّيْطَانُ؟

(٢) هَلْ فَكَّرَ الشَّيْطَانُ أَنْ يَدْعُوَ النَّاسَ إِلَى عِبَادَةِ الأَصْنَامِ؟

(٣) لِمَاذَا دَعَاهُمُ الشَّيْطَانُ إِلَى عِبَادَةِ الأَصْنَامِ؟

(٤) أَيُّ ذَنْبٍ لَايَغْفِرُ اللّٰهُ؟

(٥) أَيَغْفِرُ اللّٰهُ كُلَّ ذَنْبٍ سِوَى الشِّرْكِ؟

(٦) هَلْ كَانَ الشَّيْطَانُ يَعْرِفُ أَنَّ اللّٰهَ لَا يَغْفِرُ الشِّرْكَ؟

(٧) أَيَّةُ آيَةٍ تَدُلُّ عَلٰى أَنَّ اللّٰهَ لَايَغْفِرُ الشِّرْكَ؟

(٨) مَاذَا يَقُولُ النَّاسُ لَوْ دَعَاهُمُ الشَّيْطَانُ إِلَى الشِّرْكِ؟

(٩) هَلْ فَهِمْتَ أَنَّ الشَّيْطَانَ يُرِيدُ أَنْ يَذْهَبَ بِنَا إِلَى النَّارِ؟

(١٠) أَتَعْزِمُ مِنَ الْيَوْمِ عَلٰى أَنَّكَ تُخَالِفُ الشَّيْطَانَ؟

شرح الكلمات

(৪) শব্দ বিশ্লেষণ

(ج) حِيلَةٌ ব-ব حِيَلٌ - ফন্দি, কৌশল। اِحْتِيَالًا - কৌশল অবলম্বন করা। وَلِيٌّ ব-ব أَوْلِيَاءُ বন্ধু, অভিভাবক। اِسْتِجَابَةً - لَهُ সাড়া দেওয়া, لَاتَسْتَجِبْ لِنِدَاءِ الشَّيْطَانِ শয়তানের ডাকে সাড়া দিওনা। فُلَانٌ - অমুক (مذكر) فُلَانَةٌ অমুক (مؤنث) تَعْظِيمًا - সম্মান করা। اِنْتِقَالًا - স্থানান্তরিত হওয়া।

حِيلَةُ الشَّيْطَانِ

وَلٰكِنَّ الشَّيْطَانَ وَجَدَ بَابًا يَدْخُلُ مِنْهُ إِلٰى رُؤُوسِ النَّاسِ.

كَانَ رِجَالٌ يَخَافُونَ اللّٰهَ، وَيَعْبُدُونَهُ لَيْلًا وَنَهَارًا، وَيَذْكُرُونَهُ ذِكْرًا كَثِيرًا. وَكَانُوا يُحِبُّونَ اللّٰهَ، وَكَانَ اللّٰهُ يُحِبُّهُمْ وَيَسْتَجِيبُ لَهُمْ.

وَكَانَ النَّاسُ يُحِبُّونَهُمْ وَيُعَظِّمُونَهُمْ.وَكَانَ الشَّيْطَانُ يَعْرِفُ ذٰلِكَ جَيِّدًا.وَقَدْ مَاتَ هٰؤُلَاءِ وَانْتَقَلُوا إِلٰى رَحْمَةِ اللّٰهِ!.

ذَهَبَ الشَّيْطَانُ إِلَى النَّاسِ وَذَكَرَ هٰؤُلَاءِ الرِّجَالَ.

وَقَالَ : كَيْفَ كَانَ فِيكُمْ فُلَانٌ، وَفُلَانٌ، وَفُلَانٌ؟.

قَالُوا : سُبْحَانَ اللّٰهِ! رِجَالُ اللّٰهِ وَأَوْلِيَاؤُهُ! أُولٰئِكَ إِذَا دَعَوْا أَجَابَهُمْ، وَإِذَا سَأَلُوا أَعْطَاهُمْ.

শয়তানের কৌশল

অবশেষে শয়তান মানুষের মস্তিষ্কে প্রবেশ করার একটি পথ খুঁজে পেল। কিছু লোক ছিল, যারা আল্লাহ্‌কে ভয় করতো এবং দিবা নীশি তাঁর যিকির ও 'ইবাদতে কাটাতো। তারা আল্লাহ্‌কে ভালোবাসতো এবং আল্লাহ্‌ও তাদেরকে ভালো বাসতেন ও তাদের ডাকে সাড়া দিতেন। লোকেরা তাদেরকে ভালোবাসতো ও সম্মান করতো। এসব কিছু শয়তান ভালো করে জানতো। কিন্তু তারা মৃত্যুবরণ করে আল্লাহ্‌র সান্নিধ্যে চলে গিয়েছেন। ফলে শয়তান মানুষের নিকট গিয়ে তাদের কথা আলোচনা করে বললো, তোমাদের মাঝে অমুক অমুক লোক কেমন ছিল? তারা বললো, সুবহানাল্লাহ! বলেন কি! তারা আল্লাহ্‌র আপনজন ও প্রিয়ভাজন ছিলেন। আল্লাহ্ তাদের দু'য়া কবুল করতেন এবং তাদের প্রার্থনা মঞ্জুর করতেন

إعراب الكلام
বাক্য বিশ্লেষণ

(وَلٰكِنَّ الشَّيْطَانَ وَجَدَ بَابًا يَدْخُلُ مِنْهُ إِلٰى رُءُوسِ النَّاسِ)

(لٰكِنَّ) الحرف المشبه بالفعل - (الشَّيْطَانَ) اسم لكن (وَجَدَ) ফে'য়েল (بَابًا) মওছূফ (يَدْخُلُ مِنْهُ إِلٰى رُءُوسِ النَّاسِ) জুমলা হয়ে ছিফাত, তারপর মওছূফ-ছিফাত মিলে مفعول به হয়েছে। পরিশেষে জুমলা হয়ে لكن এর خبر হয়েছে। (كَانَ الشَّيْطَانُ يَعْرِفُ ذٰلِكَ جَيِّدًا) (الشيطان) اسم كان (يَعْرِفُ ذٰلِكَ) خبر كان (جَيِّدًا) শব্দটি মওছূফ মাহযূফের ছিফাত। মূলত ছিল معرفة جيدة (أُولٰئِكَ إِذَا دَعَوا أَجَابَهُمْ) (أُولٰئِكَ) মুবতাদা (إِذَا) اسم الشرط (دَعَوا) শর্ত। (أَجَابَهُمْ) জাযা। শর্ত-জাযা মিলে الجملة الشرطية হয়ে খবর। মুবতাদা ও খবর মিলে জুমলা।

أَجِبْ عَنِ الْأَسْئِلَةِ الْآتِيَةِ بِالْعَرَبِيَّةِ
নীচের প্রশ্নগুলোর আরবীতে উত্তর দাও।

(١) هَلْ وَجَدَ الشَّيْطَانُ بَابًا لِيَدْخُلَ مِنْهُ إِلٰى رُءُوسِ النَّاسِ؟

(٢) مَاهِيَ الْحِيْلَةُ الَّتِيْ اِخْتَارَهَا الشَّيْطَانُ لِيُضِلَّ النَّاسَ؟

(٣) كَيْفَ كَانَ الصَّالِحُوْنَ؟

(٤) أَكَانُوا يَعْبُدُوْنَ اللّٰهَ لَيْلًا وَنَهَارًا؟

(٥) أَكَانُوا يَذْكُرُوْنَ اللّٰهَ صَبَاحًا وَمَسَاءً؟

(٦) هَلْ كَانَ النَّاسُ يُحِبُّوْنَ الصَّالِحِيْنَ وَيُعَظِّمُوْنَهُمْ؟

(٧) مَاذَا سَأَلَ الشَّيْطَانُ النَّاسَ وَمَاذَا أَجَابُوْا ؟
(٨) أَيُجِيْبُ اللّٰهُ دَعْوَةَ الصَّالِحِيْنَ وَيُعْطِيْ مَسْأَلَةَ الْمُقَرَّبِيْنَ؟
(٩) مَنْ يُجِيْبُ اللّٰهُ إِذَا دَعَوْهُ وَمَنْ يُعْطِى اللّٰهُ إِذَا سَأَلُوْهُ؟
(١٠) أَتَدْرِى أَنَّ كَلِمَةَ "فُلَانَة" غَيْرُمُنْصَرِفٌ؟ فَاذْكُرِ السَّبَبَيْنِ إِذَا كُنْتَ عَالِمًا؟

شرح الكلمات
(৫) শব্দ বিশ্লেষণ

رَحِيْمٌ ব-ব رُحَمَاءُ - দয়ালু। شَدِيْدٌ ব-ব أَشِدَّاءُ - কঠিন, পাষান। اِشْتِدَادًا - কঠিন হওয়া। شِدَّةٌ - কঠিনতা, شِدَّةُ الْحُبِّ - প্রচণ্ড ভালবাসা।
عَمَلًا(س)- তৈরী করা, কাজ করা। أَعْجَبَنِىْ كَلَامُكَ - তোমার কথা আমাকে মুগ্ধ করেছে। أَعْجِبَ (مجهول) মুগ্ধ হওয়া। أُعْجِبْتُ بِجَمَالِ الْحَدِيْقَةِ - বাগানের সৌন্দর্যে মুগ্ধ হয়েছি। تَصَوُّرًا কল্পনা করা, تَصْوِيْرًا ছবি তৈরী করা।

صُوَرُ الصَّالِحِيْنَ

قَالَ الشَّيْطَانُ : فَكَيْفَ حُزْنُكُمْ عَلَيْهِمْ ؟
قَالُوا : شَدِيْدٌ. قَالَ : وَكَيْفَ اشْتِيَاقُكُمْ إِلَيْهِمْ؟
قَالُوْ : عَظِيْمٌ! قَالَ : وَلِمَاذَا لَاتَنْظُرُوْنَ إِلَيْهِمْ كُلَّ يَوْمٍ؟
قَالُوا : وَكَيْفَ السَّبِيْلُ إِلٰى ذٰلِكَ وَقَدْ مَاتُوا ؟
قَالَ : اِعْمَلُوا لَهُمْ صُوَرًا وَانْظُرُوا إِلَيْهَا كُلَّ صَبَاحٍ. وَأُعْجِبَ النَّاسُ بِرَأْيِ إِبْلِيْسَ وَصَوَّرُوا الصَّالِحِيْنَ، وَكَانُوا يَنْظُرُوْنَ إِلٰى هٰذِهِ الصُّوَرِ كُلَّ يَوْمٍ، وَإِذَا رَأَوْهَا ذَكَرُوا أُولٰئِكَ الصَّالِحِيْنَ.

পুণ্যবানদের প্রতিকৃতি

শয়তান বললো, তাদের জন্য তোমাদের দুঃখ কী পরিমাণ? তারা বললো, ভীষণ। শয়তান বললো, তাদের প্রতি তোমাদের আগ্রহ কতটুকু? তারা বললো, প্রচন্ড। শয়তান বললো, তাহলে প্রতিদিন তাদের প্রতি তাকাওনা কেন? তারা বললো ,তা কিকরে সম্ভব, তাঁরা যে মারা গিয়েছে। শয়তান বললো, তাদের প্রতিকৃতি তৈরী করে প্রতিদিন সেদিকে তাকাও। লোকেরা ইবলীসের পরামর্শে মুগ্ধ হয়ে পুণ্যবানদের প্রতিকৃতি তৈরী করতে শুরু করলো। তারা প্রতিদিন ছবিগুলো দেখতো। যখনই সেগুলো দেখতো সাথে সাথে পুণ্যবানদের কথা স্মরণ করত।

إعراب الكلام
বাক্য বিশ্লেষণ

(وَإِذَا رَأَوْهَا ذَكَرُوا أُولٰئِكَ الصَّالِحِيْنَ)

(إِذَا)- حرف الشرط - (رَأَوْهَا) জুমলা হয়ে শর্ত, (ذَكَرُوْا أُوْلٰئِكَ الصَّالِحِيْنَ) জাযা, শর্ত ও জাযা মিলে جملة شرطية হয়েছে।

-(شَدِيْدٌ) মুবতাদা মাহযুফ, (حُزْنُنَا) ছিলো حُزْنُنَا شَدِيْدٌ মূলতঃ (شَدِيْدٌ) খবর। মুবতাদা ও খবর মিলে জুমলা হয়েছে।

أَجِبْ عَنِ الْأَسْئِلَةِ الْآتِيَةِ بِالْعَرَبِيَّةِ
নীচের প্রশ্নগুলোর আরবীতে উত্তর দাও।

(١) كَيْفَ كَانَ حُزْنُ النَّاسِ عَلَى الصَّالِحِيْنَ؟

(٢) أَكَانَ حُزْنُهُمْ عَلَيْهِمْ خَفِيْفًا؟

(٣) كَيْفَ كَانَ اِشْتِيَاقُ النَّاسِ إِلَى الصَّالِحِيْنَ؟

(٤) أَكَانَ اِشْتِيَاقُهُمْ إِلَيْهِمْ عَظِيْمًا؟

(٥) بِمَ أَشَارَ إِبْلِيْسُ عَلَى النَّاسِ؟

(٦) أَلَبَّى النَّاسُ دَعْوَةَ إِبْلِيْسَ؟

(٧) أَ أُعْجِبَ النَّاسُ بِرَأْيِ إِبْلِيْس؟

(٨) أَ اِنْخَدَعَ النَّاسُ بِكَلَامِهِ الْمَعْسُوْلِ؟

(٩) مَاذَا فَعَلَ النَّاسُ بَعْدَ أَنْ أُعْجِبُوْا بِرَأْيِ إِبْلِيْس؟

(١٠) أَتْلُ الآيَةَ الَّتِيْ تَأْمُرُنَا أَنْ نَتَّخِذَ الشَّيْطَانَ عَدُوًّا؟

شرح الكلمات
(৬) শব্দ বিশ্লেষণ

فَنٌّ تِمْثَالٌ ব-ব تَمَاثِيْلُ - ভাস্কর্য, نَحَتَ تِمْثَالًا- ভাস্কর্য তৈরী করেছে। اَلنَّحْتِ ভাস্কর্য শিল্প। (بِهِ) تَبَرُّكًا - বরকত গ্রহণ করা। أَتَبَرَّكُ بِهَدِيَّتِكَ - আপনার হাদিয়া দ্বারা বরকত গ্রহণ করবো। اِعْتِقَادًا - বিশ্বাস করা। جَيْشُ الْخَلَاصِ - মুক্তিযোদ্ধা। (ن) رِزْقًا- রিযিক দান করা। رَازِقٌ - রিযিক দাতা। مَرْزُوْقٌ - রিযিক প্রাপ্ত। رِزْقٌ ব-ব أَرْزَاقٌ - জীবিকা। تَسْمِيَةٌ নাম করণ করা। (س) عَمَلًا তৈরী করা। مَعْسُوْلٌ মিষ্ট।

مِنَ الصُّوَرِ إِلَى التَّمَاثِيلِ

وَانْتَقَلُوا مِنَ الصُّوَرِ إِلَى التَّمَاثِيلِ.
وَعَمِلُوا لِلصَّالِحِينَ تَمَاثِيلَ كَثِيرَةً، وَ وَضَعُوهَا فِى بُيُوتِهِمْ وَفِى مَسَاجِدِهِمْ. وَكَانُوا يَعْبُدُونَ اللّٰهَ لَايُشْرِكُونَ بِهِ شَيْـئًا. وَكَانُوا يَعْرِفُونَ أَنَّ هٰذِهِ تَمَاثِيلُ لِلصَّالِحِينَ. وَأَنَّ هٰذِهِ حِجَارَةٌ لَاتَنْفَعُهُمْ وَلَاتَضُرُّهُمْ، وَلَاتَرْزُقُهُمْ. وَلٰكِنَّهُمْ كَانُوا يَتَبَرَّكُونَ بِهَا وَيُعَظِّمُونَهَا، لِأَنَّهَا تَمَاثِيلُ لِلصَّالِحِينَ. وَكَثُرَتْ هٰذِهِ التَّمَاثِيلُ فِيهِمْ، وَكَثُرَ تَعْظِيمُهَا. وَإِذَا مَاتَ فِيهِمْ رَجُلٌ صَالِحٌ عَمِلُوا لَهُ تِمْثَالًا، وَسَمَّوْهُ بِاسْمِهِ.

ছবি থেকে ভাস্কর্যে

তারা ছবি থেকে ভাস্কর্যে উন্নীত হলো এবং পুণ্যবান লোকদের বহু ভাস্কর্য তৈরী করে বাড়ী-ঘরে ও মন্দিরে স্থাপন করলো। তবে তারা আল্লাহ্র 'ইবাদত করতো এবং তার সাথে কোন কিছুকে শরীক করতো না। কেননা তারা জানতো, প্রাণহীন পাথরের তৈরী পুণ্যবান লোকদের ভাস্কর্য কারো কোন উপকার-অপকার কিংবা পানাহারের ব্যবস্থা করতে পারে না। তারা শুধুমাত্র বরকত লাভের উদ্দেশ্যে সেগুলোকে সম্মান করতো। কারণ তা সৎ লোকদের ভাস্কর্য । এভাবে তাদের মাঝে ভাস্কর্যের সংখ্যাও সম্মান বৃদ্ধি পেল। যখনই তাদের কোন নেককার লোক মারা যেত, সাথে সাথে ভাস্কর্য তৈরী করে মৃত ব্যক্তির নামে ভাস্কর্যের নামকরণ করতো।

إعراب الكلام

বাক্য বিশ্লেষণ

(وَكَانُوا يَعْرِفُونَ أَنَّ هٰذِهِ تَمَاثِيلُ لِلصَّالِحِينَ)

(أَنَّ) إعرابى (نون) ফে'য়েল (الواو) ফা'য়েল (يَعْرِفُ) زائدة (الواو) (لِلصَّالِحِينَ) মওছূফ (تَمَاثِيلُ) اسم أن (هٰذِه) حرف التوكيد والمصدر مَصْنُوعَةٌ শিবহুল ফেয়েলের সাথে মুতা'য়াল্লিক হয়ে ছিফাত। মওছূফ-ছিফাত মিলে خبر أن হয়েছে। অতঃপর اسم ان ও خبرأن মিলে জুমলা হয়ে أَنَّ দ্বারা মাছদার হয়ে مفعول به হয়েছে। তারপর সবগুলো মিলে جملة হয়ে كَانَ এর

খবর হয়েছে। পরেশেষে كَانَ ও إسم كَانَ মিলে خبر جملة فعلية হয়েছে।
يَتَبَرَّكُوْنَ – (لأَنَّهَا تَمَاثِيْلُ لِلصَّالِحِيْنَ) ... প্রথম হরফুল জরের মুতা'য়াল্লাক
কিংবা يُعَظِّمُوْنَ উভয় হতে পারে।

أَجِبْ عَنِ الْأَسْئِلَةِ الْآتِيَةِ

নীচের প্রশ্নগুলোর আরবীতে উত্তর দাও।

(١) كَيْفَ انْتَقَلَ النَّاسُ مِنَ الصُّوَرِ إِلَى التَّمَاثِيْلِ؟
(٢) مَاذَا صَنَعَ النَّاسُ لِلصَّالِحِيْنَ؟
(٣) أَيْنَ وَضَعَ النَّاسُ هٰذِهِ التَّمَاثِيْلَ؟
(٤) مَاذَا كَانُوْا يَعْتَقِدُوْنَ عَنِ التَّمَاثِيْلِ؟
(٥) أَكَانُوْا يَعْتَقِدُوْنَ أَنَّهَا تَرْزُقُهُمْ؟
(٦) مَاذَا كَانُوْا يَفْعَلُوْنَ بِهَا؟
(٧) مَاذَا كَانَ النَّاسُ يَعْمَلُوْنَ إِذَا مَاتَ فِيْهِمْ رَجُلٌ صَالِحٌ؟
(٨) أَفَرَأَيْتُمْ أَمَامَ جَامِعَةِ دَاكَا تَمَاثِيْلَ لِجَيْشِ الْخَلَاصِ؟
(٩) أَيَجُوْزُ تَصْوِيْرُ ذِي رُوْحٍ فِي الشَّرِيْعَةِ الْإِسْلَامِيَّةِ؟
(١٠) أَتَدْخُلُ الْمَلَائِكَةُ بَيْتًا فِيْهِ صُوْرَةُ الْحَيَوَانِ؟

شَرْحُ الْكَلِمَاتِ
(৭) শব্দ বিশ্লেষণ

(ض)مَضْيًا – অতিবাহিত হওয়া। اَلسَّنَةُ الْمَاضِيَةُ - গত বছর। لَنْ تَعُوْدَ الْأَيَّامُ الْمَاضِيَةُ - বিগত দিনগুলো আর ফিরে আসবে না। إمْضَاء - দস্তখত করা। تَقْبِيْلًا - চুমু খাওয়া। قَبَّلَ عَلٰى جَبِيْنِهِ - তার কপালে চুমু খেল। رُكُوْعًا (ف)- রুকু' করা, মাথানত করা। خَفْضًا (ض) - নত করা। زِيَادَةً (ض) - বৃদ্ধি করা ও বৃদ্ধি পাওয়া। زَائِد-অতিরিক্ত। اَلْحَرْفُ الزَّائِدُ - অতিরিক্ত অব্যয়।

مِنَ التَّمَاثِيْلِ إِلَى الْأَصْنَامِ

وَمَضٰى هٰؤُلَاءِ، وَرَأَى الْأَوْلَادُ آبَاءَهُمْ يَتَبَرَّكُوْنَ بِهَا، وَرَأَوْا آبَاءَهُمْ يُعَظِّمُوْنَهَا تَعْظِيْمًا شَدِيْدًا. وَكَانُوْا يَرَوْنَهُمْ يُقَبِّلُوْنَ هٰذِهِ التَّمَاثِيْلَ، وَيَلْمَسُوْنَهَا وَيَدْعُوْنَ عِنْدَهَا. وَكَانُوْا يَرَوْنَهُمْ يَخْفِضُوْنَ رُؤُسَهُمْ وَيَرْكَعُوْنَ عِنْدَهَا.

فَزَادَ الْأَبْنَاءُ عَلَى الْآبَاءِ، وَصَارُوْا يَسْجُدُوْنَ لَهَا. وَصَارُوْا يَسْأَلُوْنَهَا، وَيَذْبَحُوْنَ لَهَا. وَهٰكَذَا صَارَتْ هٰذِهِ الْأَصْنَامُ آلِهَةً، وَصَارَ النَّاسُ يَعْبُدُوْنَهَا كَمَا كَانُوْا يَعْبُدُوْنَ اللّٰهَ مِنْ قَبْلُ. وَكَثُرَتْ هٰذِهِ الْآلِهَةُ فِيْهِمْ : هٰذَا وَدٌّ، وَذٰلِكَ سُوَاعٌ، وَهٰذَا يَغُوْثُ، وَذٰلِكَ يَعُوْقُ وَهٰذَا نَسْرٌ.

ভাস্কর্য থেকে মূর্তিতে

এসব লোক বিগত হলো । সন্তানরা তাদের পূর্ব পুরুষদের দেখতো, ভাস্কর্যকে খুব সম্মান করে বরকত গ্রহণ করে। তারা আরও দেখতো , পূর্ব পুরুষগণ ভাস্কর্যকে চুমু খায় এবং স্পর্শ করে তাদের নিকট প্রার্থনা করে ও তাদের সামনে মাথা নত করে। পরবর্তীতে সন্তানরা তাদের পূর্ব পুরুষ থেকে আগে বেড়ে ভাস্কর্যকে প্রণাম করা শুরু করলো। এভাবে মূর্তি মা'বূদে পরিণত হলো। লোকেরা পূর্বে যেমন আল্লাহ্র 'ইবাদত করতো এখন মূর্তি পূজা শুরু করলো । ফলে তাদের মাঝে মূর্তির সংখ্যা বৃদ্ধি পেল। তারা বলে , এটা উদ, ওটা সু'য়া, এটা ইয়াগুস, ওটা ইয়া'য়ূক ও এটা নসর ইত্যাদি।

إِعْرَابُ الْكَلَامِ
বাক্য বিশ্লেষণ

(رَأَى الْأَوْلَادُ آبَاءَهُمْ يَتَبَرَّكُوْنَ بِهَا)

উপরোক্ত বাক্যে (يَتَبَرَّكُوْنَ بِهَا) জুমলাটি آبَاءَهُمْ এই মাফ'উলুন বিহী থেকে حال হয়েছে। اَلْأَوْلَادُ শব্দটি ফা'য়েল হয়েছে।

(يَدْعُوْنَ عِنْدَهَا) عِنْدَهَا - শব্দদ্বয় مركب إضافى হয়ে يَدْعُوَ ফে'য়েলের মাফ'উলুন ফীহি হয়েছে।

أَجِبْ عَنِ الْأَسْئِلَةِ الْآتِيَةِ بِالْعَرَبِيَّةِ
নীচের প্রশ্নগুলোর আরবীতে উত্তর দাও

(١) عَلَى أَيِّ حَالٍ رَأَى الْأَوْلَادُ آبَاءَهُمْ؟
(٢) هَلْ رَأَوْهُمْ يَتَبَرَّكُوْنَ بِالْأَصْنَامِ وَيُعَظِّمُوْنَهَا ؟
(٣) أَ رَأَوْهُمْ يَلْمَسُوْنَ الْأَصْنَامَ وَيَدْعُوْنَ عِنْدَهَا ؟
(٤) أَيُمْكِنُ لِلْأَصْنَامِ أَنْ تَدْفَعَ حَاجَاتِ النَّاسِ؟
(٥) رَأَى الْأَوْلَادُ آبَاءَهُمْ عَلَى الْحَالَةِ الْمَذْكُوْرَةِ فَمَاذَا فَعَلُوْا ؟

(٦) أَعَصَى الْأَوْلَادُ آبَاءَهُمْ وَامْتَنَعُوا مِنْهَا ؟
(٧) أَأَطَاعَ الأَوْلَادُ آبَاءَهُمْ وَسَجَدُوا لَهَا ؟
(٨) أَيَجُوزُ لِلنَّاسِ أَنْ يَسْجُدُوا لِغَيْرِ اللّٰهِ؟
(٩) اُذْكُرْ أَسْمَاءَ الآلِهَةِ الَّتِي سَمُّوهَا مِنْ أَنْفُسِهِمْ -
(١٠) أَوْضِحِ الْفَرْقَ بَيْنَ التِّمْثَالِ وَالصَّنَمِ

شَرْحُ الْكَلِمَاتِ

(৮) শব্দ বিশ্লেষণ

(ن بِه)كُفْرَانًا; অস্বীকার করা। كَافِرٌ - অস্বীকারকারী। (ض) قِلَّةٌ -কমে যাওয়া। تَقْلِيلًا - কমানো। (ض) ضَيْقًا - সংকীর্ণ হওয়া। تَضْيِيقًا - সংকীর্ণ করা। حَرْثٌ - ফসল, نَسْلٌ ব-ব - أَنْسَالٌ - বংশ। (ن) خَلْقًا সৃষ্টি করা। (ف) ذَبْحًا কুরবানি করা। (ن) تَوْبَةٌ তওবা করা। تَائِبٌ তওবা কারী।(ج) تَائِبُونَ - عَقْلًا (ض) বোঝা।

غَضَبُ اللّٰهِ

وَغَضِبَ اللّٰهُ عَلَى النَّاسِ غَضَبًا شَدِيدًا وَلَعَنَهُمْ. وَلِمَاذَا لَايَغْضَبُ اللّٰهُ عَلَى النَّاسِ وَلَايَلْعَنُهُمْ؟ أَلِهٰذَا خَلَقَهُمْ؟ أَلِهٰذَا يُرْزِقُهُمْ؟ يَمْشُونَ عَلَى أَرْضِ اللّٰهِ وَيَكْفُرُونَ بِاللّٰهِ؟ وَيَأْكُلُونَ رِزْقَ اللّٰهِ وَيُشْرِكُونَ بِاللّٰهِ؟

إِنَّ هٰذَا لَظُلْمٌ عَظِيمٌ، إِنَّ هٰذَا لَظُلْمٌ عَظِيمٌ! غَضِبَ اللّٰهُ عَلَى النَّاسِ وَحَبَسَ الْمَطَرَ وَضَيَّقَ عَلَيْهِمْ. وَقَلَّ الْحَرْثُ وَقَلَّ النَّسْلُ.وَلٰكِنَّ النَّاسَ مَاعَقَلُوا، وَلٰكِنَّ النَّاسَ مَاتَابُوا

আল্লাহ্‌র অসন্তুষ্টি .।

আল্লাহ্ মানুষের প্রতি ভীষণ নারাজ হয়ে তাদেরকে অভিসম্পাত করলেন। আল্লাহ্‌র নারাজ হওয়া ও অভিসম্পাত করাই স্বাভাবিক । এজন্য কি তিনি তাদের সৃষ্টি করেছেন ও তাদের জীবিকার ব্যবস্থা করছেন? আল্লাহ্‌র যমীনে বিচরণ করে আবার আল্লাহ্‌কে অস্বীকার করা। আল্লাহ্‌র নে'য়ামত খেয়ে আল্লাহ্‌কে অমান্য করা। এতো গুরুতর অন্যায় । এতো মহা অপরাধ । তখন

আল্লাহ্ মানুষের প্রতি নারাজ হয়ে বৃষ্টি বন্ধ করে দিলেন । ফলে কৃষি সম্পদ ও পশু সম্পদ হ্রাস পেল এবং মানুষের জীবন দুর্বিষহ হয়ে পড়লো । কিন্তু তবুও মানুষ বুঝল না । তবুও তারা তওবা করলো না।

إِعْرَابُ الْكَلَامِ

বাক্য বিশ্লেষণ

(إِنَّ هٰذَا لَظُلْمٌ عَظِيْمٌ)

উপরোক্ত বাক্যে (لام) তাগীদের জন্য এসেছে। (هٰذَا) اسم إِنَّ – (ظُلْمٌ عَظِيْمٌ) মওছূফ-ছিফাত মিলে المركب التوصيفى হয়ে خَبرإِنَّ হয়েছে। পরিশেষে إِنَّ তার ইসম ও খবরকে নিয়ে جملة اسمية হয়েছে।

(أَلِهٰذَا خَلَقَهُمْ) (أ) حرف الاستفهام (ل) حرف الجر - (ها) حرف التنبيه (ذا) اسم الإشارة মাজরূর, জর-মাজরূর মিলে خَلَقَ এর অগ্রবর্তী مُتَعَلِّق হয়েছে। (خَلَقَهُمْ) ফে'য়েল-ফা'য়েল এবং মাফ'উলুন বিহী ও মুতা'য়াল্লিক মিলে জুমলায়ে ফে'লিয়া হয়েছে।

أَجِبْ عَنِ الْأَسْئِلَةِ الْآتِيَةِ بِالْعَرَبِيَّةِ

নীচের প্রশ্নগুলোর আরবীতে উত্তর দাও

(١) أَغَضِبَ اللّٰهُ عَلَى النَّاسِ وَلَعَنَهُمْ؟

(٢) عَلٰى مَنْ غَضِبَ اللّٰهُ؟

(٣) مَنْ لَعَنَهُمُ اللّٰهُ؟

(٤) لِمَاذَا غَضِبَ اللّٰهُ عَلَى النَّاسِ وَلَعَنَهُمْ؟

(٥) أَكَانَ سَبَبُ غَضَبِهِ أَنَّهُمْ كَفَرُوا بِخَالِقِهِمْ؟

(٦) أَكَانَ سَبَبُ لَعْنِهِ أَنَّهُمْ أَشْرَكُوا بِرَبِّهِمْ؟

(٧) أَلَيْسَ مِنَ الظُّلْمِ أَنْ يَمْشِيَ النَّاسُ عَلٰى أَرْضِ اللّٰهِ وَيَكْفُرُوْنَ بِهِ؟

(٨) أَلَيْسَ مِنَ الْكُفْرِ أَنْ يَأْكُلَ النَّاسُ رِزْقَ اللّٰهِ وَيُشْرِكُوْنَ بِهِ؟

(٩) مَاذَا حَدَثَ لَمَّا حَبَسَ اللّٰهُ الْمَطَرَ؟

(١٠) هَلْ عَقَلَ النَّاسُ وَتَابُوا بَعْدَ أَنْ جَاءَهُمُ الْعَذَابُ؟

شَرْحُ الْكَلِمَاتِ

(৯) শব্দ বিশ্লেষণ

خِطَابًا সম্বোধন করা । مُخَاطِبٌ সম্বোধনকারী। مُخَاطَبٌ সম্বোধিত ব্যাক্তি। خِطَابٌ - চিঠি। أَرْسَلْتُ خِطَابًا بِالْبَرِيْدِ - ডাকে চিঠি দিয়েছি بَرْقِيَّةٌ ج بَرْقِيَّاتٌ টেলিগ্রাম। قُدْرَةٌ (ض) - সক্ষম হওয়া। قَدِيْرٌ - সর্বশক্তিমান। لَاأَقْدِرُ عَلَى النُّطْقِ - আমি কথা বলতে পারি না। بَشَرٌ - মানুষ। مَلِكٌ (ج) مُلُوْكٌ রাজা, বাদশা। تَكْلِيْمًا কথা বলা। رُؤْيَةٌ (ف) দেখা।

اَلرَّسُوْلُ

وَأَرَادَ اللّٰهُ أَنْ يُّرْسِلَ إِلَيْهِمْ رَجُلًامِنْهُمْ يُكَلِّمُهُمْ وَيَنْصَحُ لَهُمْ. إِنَّ اللّٰهَ لَايُكَلِّمُ وَاحِدًا وَاحِدًا وَاحِدًا، إِنَّ اللّٰهَ لَايُخَاطِبُ كُلَّ أَحَدٍ يَقُوْلُ لَهُ اِفْعَلْ كَذَا، اِفْعَلْ كَذَا. إِنَّ الْمُلُوْكَ لَايُكَلِّمُوْنَ وَاحِدًا وَاحِدًا. إِنَّ الْمُلُوْكَ لَايَذْهَبُوْنَ إِلَى كُلِّ أَحَدٍ، يَقُوْلُوْنَ لَهُ: اِفْعَلْ كَذَا، اِفْعَلْ كَذَا.

وَالْمُلُوْكُ بَشَرٌ كَالْبَشَرِ، يَقْدِرُ كُلُّ أَحَدٍ أَنْ يَّرَاهُمْ وَيَسْمَعَ كَلَامَهُمْ، وَلَايَقْدِرُ أَحَدٌ أَنْ يَّرَى اللّٰهَ وَيَسْمَعَ كَلَامَهُ وَيُكَلِّمَهُ، وَلَايَقْدِرُ عَلَى ذٰلِكَ إِلَّامَنْ أَرَادَ اللّٰهُ، إِذَا أَرَادَ اللّٰهُ.فَأَرَادَ اللّٰهُ أَنْ يُرْسِلَ إِلَى النَّاسِ رَسُوْلًا يُكَلِّمُهُمْ وَيَنْصَحُ لَهُمْ.

রাসূল প্রেরণের উদ্দেশ্য

মানুষের সাথে কথা বলার ও তাদেরকে উপদেশ দেয়ার জন্য আল্লাহ্ তাদের মধ্য থেকে একজনকে রাসূল রূপে পাঠাতে চাইলেন। কেননা আল্লাহ্ এক একজন করে কথা বলেন না এবং প্রত্যেককে সম্বোধন করে এটা ওটা করার আদেশ করেন না। রাজা-বাদশাগণও এক একজন করে কথা বলেন না এবং প্রত্যেকের নিকট গিয়ে কাজের আদেশ করেন না। অথচ রাজা-বাদশাগণ সাধারণ মানুষ। তাদেরকে দেখা ও তাদের কথা শোনা সবার পক্ষেই সম্ভব। কিন্তু আল্লাহ্কে দেখা, তার কথা শুনা ও তার সঙ্গে কথা বলা কারো পক্ষে সম্ভব নয়। আল্লাহ্ যখন যাকে চান সে ছাড়া অন্য কেউ তা পারে না। তাই আল্লাহ্ একজন রাসূল পাঠাতে চাইলেন, যিনি তাদের সাথে কথা বলবেন ও তাদেরকে উপদেশ দিবেন।

إِعْرَابُ الْكَلَامِ
বাক্য বিশ্লেষণ

(وَأَرَادَ اللّٰهُ أَنْ يُّرْسِلَ إِلَيْهِمْ رَجُلاً مِنْهُمْ يُكَلِّمُهُمْ)

উপরোক্ত বাক্যে (رَجُلاً) মওছূফ (مِنْهُمْ) - مَعْدُوْدًا শিবহুল ফে'য়েলের সাথে يُكَلِّمُهُمْ مُتَعلق হয়ে প্রথম ছিফাত, আর يُكَلِّمُهُمْ দ্বিতীয় ছিফাত, কিংবা বাক্যটি رَجُلاً থেকে حَال হয়েছে। উল্লেখ্য, نَكِرة মওছূফ থেকে حال হলে حال কে অগ্রবর্তী করা ছাড়াই ذو الحال ও حال হিসাবে তারকীব করা শুদ্ধ।

(إِنَّ اللّٰهَ لَايُكَلِّمُ وَاحِدًا وَاحِدًا)

এ বাক্যে (اللّٰهُ) হলো اسم إِنَّ আর (-وَاحِدًا- وَاحِدًا) শব্দ দুটি لَايُكَلِّمُ এর ফা'য়েল থেকে তামীয হয়েছে কিংবা উহ্য مفعول থেকে حال হয়েছে।

(إِنَّ اللّٰهَ لَايُخَاطِبُ كُلَّ أَحَدٍ يَقُوْلُ لَهُ إِفْعَلْ كَذَا إِفْعَلْ كَذَا)

উপরোক্ত বাক্যে (يَقُوْلُ لَهُ) জুমলাটি لَايُخَاطِبُ ফে'য়েলের যমীর هُوَ থেকে কিংবা তার মাফ'উল থেকে حال হয়েছে। দ্বিতীয় اِفْعَلْ كَذَا প্রথম اِفْعَلْ كَذَا থেকে تاكيد لفظى হয়ে يَقُوْلُ ফে'য়েলের مَقُوْلَة হয়েছে।

أَجِبْ عَنِ الْأَسْئِلَةِ الْآتِيَةِ بِالْعَرَبِيَّةِ
নীচের প্রশ্নগুলোর আরবীতে উত্তর দাও

(١) لِمَ أَرَادَ اللّٰهُ أَن يُرْسِلَ إِلَى النَّاسِ رَسُوْلًا ؟ أَجِبْ عَلٰى نَهْجِ الْكِتَابِ

(٢) أَيُكَلِّمُ اللّٰهُ النَّاسَ وَاحِدًا وَاحِدًا ؟

(٣) أَيُخَاطِبُ اللّٰهُ كُلَّ أَحَدٍ قَائِلًا لَهُ اِفْعَلْ هٰذَا وَلَا تَفْعَلْ ذٰلِكَ؟

(٤) أَيُكَلِّمُ الْمُلُوْكُ رَعَايَاهُمْ وَاحِدًا وَاحِدًا ؟

(٥) أَيَذْهَبُ الْمُلُوْكُ إِلٰى كُلِّ رَعِيَّتِهِ لِيَأْمُرَ وَيَنْهٰى؟

(٦) هَلْ يَقْدِرُ كُلُّ أَحَدٍ أَنْ يَّرَى الْمُلُوْكَ وَيَسْمَعَ كَلَامَهُمْ؟

(٧) هَلْ يَقْدِرُ أَحَدٌ أَن يَرَى اللّٰهُ وَيَسْمَعَ كَلَامَهُ؟

(٨) أَيُّ نَبِيٍّ كَلَّمَ رَبَّهُ؟

(٩) أَيُّ نَبِيٍّ أَرَادَ أَن يَنْظُرَ إِلٰى رَبِّهِ؟

(١٠) أَيَقْدِرُ أَحَدٌ أَن يَرَى اللّٰهَ فِى الدُّنْيَا ؟

(١١) أَيَقْدِرُ أَهْلُ الْجَنَّةِ أَنْ يَرَى اللّٰهَ فِيْهَا ؟

(١٢) أفَلَا تَشْتَاقُوْنَ أنْ تَرَو رَبَّكُم فِى الْجَنَّةِ؟
(١٣) أتَعْرِفُوْنَ أنَّكُمْ تَرَوْنَ رَبَّكُم فِى الْجَنَّةِ كَمَا تَرَوْنَ الشَّمْسَ فِى السَّمَاءِ ؟

شَرْحُ الْكَلِمَاتِ

(১০) শব্দ বিশ্লেষণ

قَطَعَ (ف) قَطْعًا – কাটা, مَقْطُوْعٌ - কর্তিত, قِطْعَةٌ ب-ব قِطَعٌ - টুকরা, قِطْعَةٌ مِّنَ اللَّحْمِ - গোস্তের টুকরা। اِنْقِطَاعًا - বন্ধ হওয়া, বিচ্ছিন্ন হওয়া, اِنْقَطَعَتِ الْمُوَاصَلَةُ - যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে। (ن) جُوْعًا - ক্ষুধার্ত হওয়া, جَائِعٌ ব-ব جِيَاعٌ ক্ষুধার্ত। (س) عَطَشًا পিপাসার্ত হওয়া, عَطْشَانٌ ব-ব عِطَاشٌ পিপাসার্ত। (س) مَرَضًا - অসুস্থ হওয়া। عُذْرٌ ব-ব أعْذَارٌ - আপত্তি, অসুবিধা। اِعْتِذَارًا - ওযর পেশ করা, مَعْذُوْرٌ - অপারক, أعْتَذِرُ إلَيْكَ عَنْ جَرِيْمَتِىْ - আমার অপরাধের জন্য আপনার নিকট ওযর পেশ করছি।

بَشَرٌ أمْ مَلَكٌ

وَأرَادَ اللّٰهُ أنْ يَكُوْنَ هٰذَا الرَّسُوْلُ بَشَرًا ، وَأنْ يَكُوْنَ وَاحِدًا مِّنَ النَّاسِ، يَعْرِفُهُ النَّاسُ وَيَفْهَمُوْنَ كَلَامَهُ، وَإذَا كَانَ الرَّسُوْلُ مَلَكًا قَالَ النَّاسُ : مَالَنَا وَلَهُ؟ هُوَمَلَكٌ وَنَحْنُ بَشَرٌ!

نَحْنُ نَأكُلُ وَنَشْرَبُ، وَلَنَا أهْلٌ وَذُرِّيَّةٌ فَكَيْفَ نَعْبُدُ اللّٰهَ؟ وَإذَا كَانَ الرَّسُوْلُ بَشَرًا قَالَ أنَا آكُلُ وَأشْرَبُ، وَلِيَ أهْلٌ وَذُرِّيَّةٌ، وَأنَا أعْبُدُ اللّٰهَ فَلِمَ لَاتَعْبُدُوْنَ اللّٰهَ؟ وَإذَا كَانَ الرَّسُوْلُ مَلَكًا قَالَ النَّاسُ : إنَّكَ لَاتَعْطِشُ وَلَاتَجُوْعُ، وَإنَّكَ لَاتَمْرَضُ وَلَاتَمُوْتُ، فَتَعْبُدُ اللّٰهَ، وَ تَذْكُرُهُ دَائِمًا!

وَنَحْنُ بَشَرٌ نَعْطَشُ وَنَجُوْعُ، وَنَمْرَضُ وَنَمُوْتُ، فَكَيْفَ نَعْبُدُ اللّٰهَ وَنَذْكُرُهُ دَائِمًا ؟ وَإذَا كَانَ الرَّسُوْلُ بَشَرًا قَالَ أنَا مِثْلُكُمْ أعْطَشُ وَأجُوْعُ، وَأمْرَضُ وَأمُوْتُ وَأعْبُدُ اللّٰهَ وَأذْكُرُهُ، فَلِمَاذَا لَاتَعْبُدُوْنَ اللّٰهَ وَلَاتَذْكُرُوْنَهُ؟ فَيَنْقَطِعُ كَلَامُ النَّاسِ وَلَايَجِدُوْنَ عُذْرًا.

রাসূল মানুষ হবেন না ফিরিশ্‌তা?

আল্লাহ্‌র ইচ্ছা সেই রাসূল একজন মানুষ হবেন, যেন লোকেরা তাকে চিনতে পারে ও তার কথা বুঝতে পারে। কেননা রাসূল যদি ফিরিশ্‌তা হন তাহলে লোকেরা বলবে, ফিরিশ্‌তার সাথে মানুষের তুলনা কি ? আমাদের পানাহারের ঝামেলা আছে, ঘর-সংসারের ঝামেলা আছে। তাহলে কিভাবে আমরা আল্লাহ্‌র 'ইবাদত করবো? কিন্তু রাসূল যদি মানুষ হন, তাহলে বলবেন, আমারও তো পানাহারের ঝামেলা আছে, ঘর- সংসারের মামেলা আছে। তবুওতো আমি আল্লাহ্‌র 'ইবাদত করি তাহলে তোমরা কেন করবে না? রাসূল ফিরিশ্‌তা হলে মানুষ আরও বলবে, তোমারতো ক্ষুৎ- পিপাসার অনুভূতি নেই, রোগ - ব্যাধি ও মৃত্যুর ভয় নেই। তাই তুমি সর্বদা আল্লাহ্‌র যিকির ও 'ইবাদতে মশগুল থাক। কিন্তু আমরাতো মানুষ, আমদের ক্ষুৎ-পিপাসার অনুভূতি আছে, রোগ - ব্যাধি ও মুত্যুর ভয় আছে । তাহলে আমরা কিভাবে আল্লাহ্‌র 'ইবাদত ও যিকিরে সর্বদা রত থাকবো? কিন্তু রাসূল মানুষ হলে বলবেন, আমারও তোমাদের মত ক্ষুৎ-পিপাসার অনুভূতি আছে, রোগ - ব্যাধি ও মৃত্যুর ভয় আছে। তবুও আমি আল্লাহ্‌র 'ইবাদত ও যিকির করি। তাহলে তোমরা কেন করবে না ? তখন মানুষের কথা বৃথা যাবে এবং তারা কোন অজুহাত খুঁজে পাবে না।

إِعْرَابُ الْكَلَامِ

বাক্য বিশ্লেষণ

(مَالَنَا وَلَهُ) (ما) অর্থ أَيُّ شَيْءٍ মুবতাদা (لَنَا) জর-মাজরুর মিলে ثَابِتٌ শিবহুল ফে'য়েলের সাথে মুতা'য়াল্লিক হয়ে معطوف عليه - (واو) حرف العطف (لَهُ) শিবহুল ফে'য়েলের সাথে মুতা'য়াল্লিক হয়ে معطوف অতঃপর معطوف ও معطوف عليه মিলে খবর। মুবতাদা-খবর মিলে جملة হয়েছে।

(وَنَحْنُ بَشَرٌ نَعْطَشُ وَنَجُوعُ) - এ বাক্যে نَحْنُ মুবতাদা بَشَرٌ মওছূফ نعطش ونجوع বাক্যদ্বয় معطوف عليه ও معطوف মিলে ছিফাত হয়েছে। موصوف ও صفت মিলে খবর। মুবতাদা ও খবর মিলে জুমলা হয়েছে।

أَجِبْ عَنِ الْأَسْئِلَةِ الْآتِيَةِ بِالْعَرَبِيَّةِ

নীচের প্রশ্নগুলোর আরবীতে উত্তর দাও

(١) لِمَاذَا أَرْسَلَ اللّٰهُ الرَّسُوْلَ مِنَ الْبَشَرِ؟ أَجِبْ عَلٰى أُسْلُوْبِ كِتَابِكَ

(٢) مَاذَا يَقُوْلُ النَّاسُ إِذَا كَانَ الرَّسُوْلُ مَلَكًا؟

(٣) مَاذَا يَقُوْلُ الرَّسُوْلُ إِذَا كَانَ بَشَرًا؟

(٤) أَيَأْكُلُ الْمَلَكُ وَيَشْرَبُ؟

(٥) أَيَأْكُلُ الْبَشَرُ وَيَشْرَبُ؟

(٦) مَنْ يَعْطَشُ وَ يَجُوْعُ؟

(٧) مَنْ يَمْرَضُ وَ يَمُوْتُ؟

(٨) أَيُقْبَلُ عُذْرُ النَّاسِ إِذَا كَانَ الرَّسُوْلُ بَشَرًا ؟

(٩) مَتٰى يَنْقَطِعُ كَلَامُ النَّاسِ؟

(١٠) مَا رَأْيُكَ فِى كَلِمَةِ "بَشَر" مِنْ حَيْثُ الْوَحْدَةِ وَالْجَمْعِ؟

شَرْحُ الْكَلِمَاتِ

(১১) শব্দ বিশ্লেষণ

رَئِيْسٌ ব-ব رُؤَسَاءُ - প্রধান, নেতা, رَئِيْسُ الْمَدْرَسَةِ - মাদ্রাসার পরিচালক। رِئَاسَةً (ف) - নেতৃত্ব দেওয়া। اِخْتِيَارًا - নির্বাচন করা, مُخْتَارٌ - নির্বাচিত। رِسَالَةٌ ব-ব رَسَائِلُ - চিঠি, পয়গাম, مُرَاسَلَةٌ - পত্র বিনিময় করা। حَمْلًا (ض) - বহন করা, حَمْل ব-ব أَحْمَالٌ - বোঝা। تَحَمُّلًا - সহ্য করা, لَا أَتَحَمَّلُ هٰذِهِ الْمَشَقَّةَ - এই কষ্ট সহ্য করতে পারবো না। شَفِيْقٌ - স্নেহশীল, اِيْحَاء - প্রত্যাদেশ পাঠানো। اِنْذَارًا সতর্ক করা, نَذِيْرٌ সতর্ককারী। جَدِيْر (بـه) উপযুক্ত।

نُوْحٌ الرَّسُوْلُ

وَأَرَادَ اللّٰهُ أن يُرْسِلَ نُوْحًا إِلٰى قَوْمِهِ.

كَانَ فِى الْقَوْمِ أَغْنِيَاءُ وَ رُؤَسَاءُ، وَلٰكِنَّ اللّٰهَ اِخْتَارَ نُوْحًا لِرِسَالَتِهِ، وَلَمْ يَخْتَرْ أَحَدًا مِنْهُمْ. اَللّٰهُ يَعْلَمُ مَنْ يَحْمِلُ رِسَالَتَهُ، وَاللّٰهُ يَعْلَمُ مَنْ يَحْمِلُ أَمَانَتَهُ.

وَكَانَ نُوْحٌ رَجُلًا صَالِحًا كَرِيْمًا، وَكَانَ نُوْحٌ رَجُلًا عَاقِلًا حَلِيْمًا.

وَكَانَ نُوْحٌ نَاصِحًا شَفِيْقًا، وَكَانَ نُوْحٌ صَادِقًا أَمِيْنًا.

اِخْتَارَ اللّٰهُ نُوْحًا لِرِسَالَتِهِ وَأَوْحٰى إِلَيْهِ :" أَنْ أَنْذِرْ قَوْمَكَ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَهُمْ عَذَابٌ أَلِيْمٌ." فَقَامَ نُوْحٌ فِى قَوْمِهِ يَقُوْلُ لِلنَّاسِ ": إِنِّى لَكُمْ رَسُوْلٌ أَمِيْنٌ."

আল্লাহ্‌র নবী নূহ

আল্লাহ্ নূহ (আঃ) কে তার কওমের নিকট রসূলরূপে পাঠানোর ইচ্ছা করলেন। কওমের মাঝে বহু বিত্তশালী ও নেতৃস্থানীয় লোক থাকা সত্ত্বেও আল্লাহ্

নূহ (আঃ) কে তাঁর রেসালতের জন্য নির্বাচন করলেন। তাদের কাউকে নির্বাচন করলেন না। কেননা আল্লাহ্ জানেন, কে তার রেসালতের দায়িত্ব পালন করতে পারবে এবং তার আমানত রক্ষা করতে পারবে । নূহ (আঃ) ছিলেন সৎ ও মহৎ, জ্ঞানী ও সহনশীল । তিনি ছিলেন মানুষের মঙ্গলকামী ও স্নেহশীল, সত্যবাদী ও বিশ্বস্ত। তাই আল্লাহ্ নূহ (আঃ) কে তাঁর রেসালতের জন্য মনোনীত করে তার নিকট ওহী পাঠালেন । আপনার সম্প্রদায়কে কঠিন শাস্তি আসার আগে সতর্ক করুন। তখন নূহ (আঃ) তাঁর কওমের মাঝে দাঁড়িয়ে বললেন " আমি তোমাদের জন্য বিশ্বস্ত রাসূল।"

إِعْرَابُ الْكَلَامِ

বাক্য বিশ্লেষণ

(اَللّٰهُ يَعْلَمُ مَنْ يَّحْمَلُ رِسَالَتَهُ)

উপরোক্ত বাক্যে (اَللّٰهُ) মুবতাদা يَعْلَمُ ফে'য়েল-ফা'য়েল (مَنْ) - اسم الموصول - (يَحْمِلُ رِسَالَتَهُ) জুমলা হয়ে صلة হয়েছে। ইসমুল মওছূলও ছিলা মিলে مفعول به তারপর সবগুলো মিলে জুমলা হয়ে খবর, অবশেষে। মুবতাদা খবর মিলে جملة إسمية হয়েছে।

(أَوْحى إِلَيْه : أَنْ أَنْذِرَ قَوْمَكَ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَهُمْ عَذَابٌ أَلِيْمٌ)

(أَوْحى إِلَيْه) জুমলা হয়ে مُفَسر এবং (أن) حرف التفسير পরবর্তী পূর্ণ বাক্য টি تفسير - (مِنْ) - زائده - (عَذَابٌ أَلِيْمٌ) - يَأْتِى ফে'য়েলের ফা'য়েল। অতঃপর أن দ্বারা মাছদার হয়ে مضاف إليه হয়েছে। মুযাফ ও মুযাফ ইলাইহি মিলে مفعول فيه হয়েছে।

উল্লেখ্য, أن التفسيرية দুটি বাক্যের মাঝে আসে এবং পূর্ববর্তী বাক্যটিকে ব্যাখ্যা করে দেয়। শর্ত হলো, পূর্ববর্তী বাক্য টি قول এর অর্থ বহন করতে হবে। যদি أن এর শুরুতে حرف الجر আসে তাহলে সেটা أن التفسيرية হবে না বরং أن المصدرية হবে। যেমন: كَتَبْتُ إِلَيْهِ بِأَن يَتَمَرَّن عَلَى الْخَيَّاطِ

أَجِبْ عَنِ الْأَسْئِلَةِ الْآتِيَةِ بِالْعَرَبِيَّةِ

নীচের প্রশ্নগুলোর আরবীতে উত্তর দাও

(١) أَيْنَ أَرَادَ اللّٰهُ أَنْ يُرْسِلَ نُوْحًا؟
(٢) هَلْ أَرْسَلَ اللّٰهُ كُلَّ نَبِيٍّ إِلٰى قَوْمِهِ؟
(٣) بِأَيِّ لِسَانٍ أَرْسَلَ اللّٰهُ الْأَنْبِيَاءَ إِلٰى قَوْمِهِمْ؟
(٤) هَلْ أَرْسَلَهُمُ اللّٰهُ بِلِسَانِ قَوْمِهِمْ؟

(٥) أَلَسْنَا مِنْ وَرَثَةِ الأَنْبِيَاءِ؟ فَمَاذَا يَجِبُ عَلَيْنَا؟
(٦) أَفَلَا يَجِبُ أَنْ نَتَعَلَّمَ لُغَةَ قَوْمِنَا جَيِّدًا؟
(٧) لِمَاذَا اخْتَارَ اللّٰهُ نُوحًا الْمِسْكِيْنَ لِرِسَالَتِهِ دُوْنَ الأَغْنِيَاءِ؟
(٨) هَلْ كَانَ نُوحٌ صَالِحًا لِتَبْلِيْغِ الرِّسَالَةِ؟
(٩) هَلْ كَانَ نُوحٌ جَدِيْرًا بِحَمْلِ الأَمَانَةِ؟
(١٠) بِمَ يَتَعَلَّقُ الْجَارُ وَالْمَجْرُوْرُ فِيْ قَوْلِهِ تَعَالٰى "إِنِّيْ لَكُمْ رَسُوْلٌ أَمِيْنٌ"

شَرْحُ الْكَلِمَاتِ

(১২) শব্দ বিশ্লেষণ

إِيْلَامًا - কষ্ট দেওয়া, مُؤْلِمٌ - কষ্টদায়ক, عَذَابٌ أَلِيْمٌ - কষ্টদায়ক শাস্তি। قِيَامًا (ن) - দাঁড়ানো, সংঘটিত হওয়া, قَدْقَامَتِ الصَّلَاةُ - জামাত দাঁড়িয়েছে। إِقَامَةً - দাঁড় করানো, প্রতিষ্ঠা করা, مَنْ أَقَامَ الصَّلَاةَ فَقَدْ أَقَامَ الدِّيْنَ যে নামায প্রতিষ্ঠা করলো সে দ্বীনকে প্রতিষ্ঠা করলো। صِغَر - শৈশব। شَرَفٌ - মর্যাদা। تَعْيِيْنًا - নির্দিষ্ট করা, تَعَيُّنًا - নির্দিষ্ট হওয়া। مَشِيْئَة (س) - চাওয়া। طَرِيْقٌ বব طُرُقٌ - পথ, পন্থা। رِئَاسَةٌ নেতৃত্ব। وِجْدَانًا (ض) পাওয়া। أَمِيْنٌ ج أُمَنَاءُ বিশ্বস্ত।

مَاذَا أَجَابَهُ الْقَوْمُ؟

وَلَمَّا قَامَ نُوحٌ فِي قَوْمِهِ يَقُوْلُ : "إِنِّيْ لَكُمْ رَسُوْلٌ أَمِيْنٌ، قَامَ بَعْضُ النَّاسِ يَقُوْلُوْنَ : مَتٰى صَارَ هٰذَا نَبِيًّا؟ بِالأَمْسِ كَانَ رَجُلًا مِنَّا، وَالْيَوْمَ يَقُوْلُ أَنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ إِلَيْكُمْ!

وَقَالَ أَصْدِقَاءُ نُوحٍ : هٰذَا كَانَ يَلْعَبُ مَعَنَا فِي الصِّغَرِ وَ يَجْلِسُ مَعَنَا كُلَّ يَوْمٍ، فَمَتٰى جَاءَتْهُ النُّبُوَّةُ؟ أَلَيْلًا أَمْ نَهَارًا

وَقَالَ الأَغْنِيَاءُ وَ الْمُتَكَبِّرُوْنَ : أَمَا وَجَدَ اللّٰهُ أَحَدًا غَيْرَهُ؟ أَمَاتَ النَّاسُ كُلُّهُمْ؟ أَمَا وَجَدَ فِي الْقَوْمِ إِلَّا فَقِيْرًا؟ وَقَالَ الْجُهَّالُ : "مَا هٰذَا إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ".

وَقَالُوا : "لَوْ شَاءَ اللّٰهُ لَأَنْزَلَ مَلٰئِكَةً مَاسَمِعْنَا بِهٰذَا فِيْ آبَائِنَا الْأَوَّلِيْنَ؟" وَقَالَ بَعْضُ النَّاسِ : إِنَّ نُوحًا يُرِيْدُ أَنْ يَنَالَ الرِّئَاسَةَ وَالشَّرَفَ بِهٰذَا الطَّرِيْقِ.

জাতি কী উত্তর দিল?

যখন নূহ (আঃ) কওমের মাঝে দাঁড়িয়ে বললেন, আমি তোমাদের জন্য বিশ্বস্ত রসূল। তখন কতিপয় লোক প্রতিবাদ করে বললো, এ আবার কবে থেকে নবী হলো? গতকাল সে আমাদের মতই ছিল, আর আজ কিনা বলছে, আমি তোমাদের নিকট আল্লাহ্‌র প্রেরিত রাসূল। এতো ছোটকালে আমাদের সঙ্গে খেলাধুলা ও ওঠা বসা করতো। তাহলে কোন ফাঁকে তার কাছে নবুওয়াত এলো? দিনে না রাতে? অহংকারী ধনী লোকেরা বললো, আল্লাহ্ তাকে ছাড়া কি আর কাউকে পেলেন না? সকলেই কি মারা গেছে? এক ভিক্ষুককে ছাড়া কওমে আর কাউকে পাননি? মূর্খরা বললো, এতো তোমাদের মতই মানুষ। তারা আরও বললো, আল্লাহ্ ইচ্ছা করলে ফিরিশ্‌তা পাঠাতে পারতেন। আমরা পূর্ব পুরুষদের মুখে এমন কথা কখনও শুনিনি । কিছু লোক বললো, নূহ সম্মান ও নেতৃত্ব লাভের জন্য এ পথ ধরেছে।

إِعْرَابُ الْكَلَامِ
বাক্য বিশ্লেষণ

(مَا هٰذَا إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ

الحرف المشبه بليس (ما) (مَا هٰذَا إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ) مستثنيمنه (شَيْءٌ) (مِثْلُكُمْ) ফওছূফ (بَشَرٌ) حرف الاستثناء (إِلَّا) উহ্য আছে اسم ما (هذ) ছিফাত, মওছূফ-ছিফাত মিলে مستثنى তারপর مستثنى منه ও مستثنى মিলে خبر مَا -

مفعول (أَلَيْلًا أَمْ نَهَارًا) - لَيْلًا ও نَهَارًا শব্দ দুটি جاء ت ফেয়েলে মাহযুফ থেকে فيه হয়েছে।

(بِالْأَمْسِ كَانَ رَجُلًا مِنَّا وَالْيَوْمَ يَقُوْلُ أَنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ إِلَيْكُمْ)

(بِالْأَمْسِ) - متعلق مقدم - مِنَّا - مَعْدُوْدًا এর সাথে متعلق হয়ে رجلا এর ছিফাত; মওছূফ-ছিফাত মিলে كَانَ خبر হয়েছে। (وَالْيَوْمَ) - يقول ফে'য়েলের অগ্রবর্তী مفعول فيه - (أَنَا) মুবতাদা, رَسُوْلُ اللّٰهِ প্রথম খবর إِلَيْكُمْ যর-মাযরূর মিলে مبعوث শিবহুল ফে'য়েল এর সাথে متعلق হয়ে দ্বিতীয় খবর। পরিশেষে বাক্যটি يَقُوْلُ ফে'য়েলের مقولة হয়েছে।

أَجِبْ عَنِ الْأَسْئِلَةِ الْآتِيَةِ بِالْعَرَبِيَّةِ
নীচের প্রশ্নগুলোর আরবীতে উত্তর দাও

(১) مَاذَا قَالَ بَعْضُ النَّاسِ لَمَّا دَعَاهُمْ نُوحٌ إِلَى اللّٰهِ؟

(২) مَاذَا قَالَ أَصْدِقَاءُ نُوحٍ؟

(٣) هَلْ كَانَ نُوحٌ يَلْعَبُ مَعَ أَصْدِقَائِهِ فِيْ الصِّغَرِ؟

(٤) مَاذَا قَالَ الأَغْنِيَاءُ وَالْجُهَّالُ مِنْ قَوْمِهِ؟

(٥) أَيَلْزَمُ النَّبِيَّ أَن يَمْلِكَ ثَرْوَةً عَظِيمَةً؟

(٦) هَلْ أَحَبَّ رَسُولُنَا صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْفُقَرَاءَ؟

(٧) أُذْكُرْ أَسْمَاءَ صَحَابِيَّيْنِ كَانَا غَنِيَّيْنِ وَسَخِيَّيْنِ؟

(٨) بِمَ اتهم بَعْضُ النَّاسِ نَبِيَّ اللّٰهِ نُوحًا؟

(٩) هَلْ أَرَادَ نُوح أن يَنَالَ الرِّئَاسَةَ والشَّرَفَ بِدَعْوَتِهِ؟

(١٠) عَيِّنِ الْمُسْتَثْنٰى وَالْمُسْتَثْنٰى مِنْهُ فِى قَوْلِ الأَغْنِيَاءِ " أَمَا وُجِدَ فِىْ الْقَوْمِ إِلاَّ فَقِيرًا"

شَرْحُ الْكَلِمَاتِ
(১৩) শব্দ বিশ্লেষণ

(ض) ضَلاَلَةً - পথভ্রষ্ট হওয়া - ضَالٌّ - পথহারা, গোমরাহ। إِضْلاَلاً - পথভ্রষ্ট করা, مُضِلٌّ - পথভ্রষ্টকারী। سُفَهَاءَ ব-ব سَفِيْهٌ - নির্বোধ, (س) سَفَاهَةً বির্বোধ হওয়া। إِبَانَةً - প্রকাশ করা, مُبِيْنٌ - প্রকাশ্য, স্পষ্ট। مَلأٌ - প্রধান। تَبْلِيغًا - পৌছানো, প্রচার করা بَلَّغَ اللّٰهُ مَرَامَكَ - আল্লাহ্ তোমার আশা পূরণ করুন। فَرِيْقٌ - দল, জামাত। مُوَافِقٌ - অনুরূপ - مُطَابِقٌ অনুযায়ী। مُعَارِضٌ - পরিপন্থী, সাংঘর্ষিক। عَالَمٌ ج عَالَمُوْنَ - পৃথিবী। مَوْتُ الْعَالِمِ مَوْتُ الْعَالَمِ আলেমের মৃত্যু জগতের তুল্য।

بَيْنَ نُوحٍ وَقَوْمِهِ

كَانَ النَّاسُ يَرَوْنَ أَنَّ عِبَادَةَ الأَصْنَامِ هُوَ الْحَقُّ، وَأَنَّ عِبَادَةَ الأَصْنَامِ هُوَ الْعَقْلُ.وَكَانُوا يَرَوْنَ أَنَّ الَّذِىْ لاَيَعْبُدُ الأَصْنَامَ هُوَ فِىْ ضَلاَلَةٍ وَسَفَاهَةٍ. وَكَانُوا يَقُولُوْنَ : قَدْ كَانَ آبَاؤُنَا يَعْبُدُوْنَ الأَصْنَامَ، فَلِمَاذَا لاَ يَعْبُدُهَا هٰذَا؟.

وَكَانَ نُوحٌ يَرٰى أَنَّ عِبَادَةَ الأَصْنَامِ ضَلاَلَةٌ، وَأَنَّ عِبَادَةَ الأَصْنَامِ سَفَاهَةٌ وَكَانَ نُوحٌ يَرٰى أَنَّ الآبَاءَ كَانُوا فِىْ ضَلاَلَةٍ وَسَفَاهَةٍ، وَأَنَّ آدَمَ وَهُوَ أَبُو الآبَاءِ، مَا كَانَ يَعْبُدُ الأَصْنَامَ، بَلْ كَانَ يَعْبُدُ اللّٰهَ.

وَأَنَّ الْقَوْمَ فِي ضَلَالَةٍ وَسَفَاهَةٍ إِذْ يَعْبُدُوْنَ الْحِجَارَةَ وَلاَ يَعْبُدُوْنَ اللّٰهَ الَّذِيْ خَلَقَهُمْ.

قَامَ نُوحٌ فِي الْقَوْمِ يَقُوْلُ بِأَعْلٰى صَوْتِهِ : "يٰقَوْمِ اعْبُدُوا اللّٰهَ مَالَكُمْ مِنْ إِلٰهٍ غَيْرُهُ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيْمٍ"

"قَالَ الْمَلَأُ مِنْ قَوْمِهِ إِنَّا لَنَرَاكَ فِي ضَلَالٍ مُّبِيْنٍ".

"قَالَ يٰقَوْمِ لَيْسَ بِيْ ضَلٰلَةٌ وَلٰكِنِّيْ رَسُوْلٌ مِّنْ رَّبِّ الْعَالَمِيْنَ. أُبَلِّغُكُمْ رِسٰلٰتِ رَبِّيْ وَأَنْصَحُ لَكُمْ وَأَعْلَمُ مِنَ اللّٰهِ مَالاَتَعْلَمُوْنَ".

নূহ ও তার কওমের মাঝে বাদানুবাদ

লোকেরা মূর্তি পূজা করাকে ন্যায় ও যুক্তিসঙ্গত মনে করতো। তাদের ধারণা ছিল, যারা মূর্তি পূজা করে না তারা ভ্রান্তি ও নির্বুদ্ধিতায় রয়েছে। তাই যুক্তি পেশ করে বলতো, আমাদের পূর্ব পুরুষগণ মূর্তি পূজা করতো তাহলে এ কেন সেগুলোর পূজা করে না? আর নূহ (আঃ) এর বিশ্বাস ছিল, মূর্তি পূজা করা ভ্রান্তি ও নির্বুদ্ধিতার কাজ। তিনি মনে করতেন, পূর্ব পুরুষরাও ভ্রান্তি ও নির্বুদ্ধিতায় ছিল। তাছাড়া আদম (আঃ) সকলের পিতা। অথচ তিনি মূর্তি পূজা না করে আল্লাহর 'ইবাদত করতেন। কওমের লোকেরা ভ্রান্তি ও নির্বুদ্ধিতায় রয়েছে। কারণ তারা পাথর পূজা করে কিন্তু তাদের সৃষ্টিকর্তার 'ইবাদত করে না। তাই নূহ (আঃ) কওমের মাঝে দাঁড়িয়ে উদাত্ত কণ্ঠে ঘোষণা দিলেন, 'হে আমার সম্প্রদায়! তোমরা আল্লাহ্‌র 'ইবাদত কর। কেননা তিনি ব্যতীত তোমাদের আর কোন মা'বুদ নেই। নিশ্চয় আমি তোমাদের জন্য এক কঠিন দিনের শাস্তির আশংকা করছি। তখন নেতৃস্থানীয় লোকেরা বললো, আমরা তোমাকে স্পষ্ট ভ্রান্তিতে দেখতে পাচ্ছি। তিনি বললেন ,হে আমার সম্প্রদায় ! আমি ভ্রান্ত নই বরং আমি বিশ্ব জগতের প্রতিপালকে পক্ষ থেকে প্রেরিত রাসূল। তোমাদের নিকট আমার প্রতিপালকের বার্তা পৌঁছাই এবং তোমাদের কল্যাণ কামনা করি এবং আমি আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে যা জানি তোমরা তা জান না।

إِعْرَابُ الْكَلَامِ

বাক্য বিশেষণ

(كَانَ النَّاسُ يَرَوْنَ أَنَّ عِبَادَةَ الْأَصْنَامِ هُوَ الْحَقُّ)

(اَلنَّاسُ) - اسم كَانَ বাকী সবটুকু خبر كان হয়েছে। (عِبَادَةَ الْأَصْنَامِ) اسم أن এবং (هُوَالْحَقُّ) হলো خبر أن তারপর উভয় মিলে أَنَّ দ্বারা মাছদার হয়ে يرى

ফেয়েলের مفعول به হয়েছে। উল্লেখ্য, أَنَّ এর খবর معرفة হওয়ার কারণে صفت এর সাথে মিলে যাওয়ার আশংকায় খবর এর শুরুতে الضمير الفاصل ব্যবহার করা হয়েছে।

(قَامَ نُوحٌ فِى الْقَوْمِ يَقُوْلُ بِأَعْلٰى صَوْتِهٖ)

(بأعْلٰى قَامَ - (فى القوم) - ذُو الحال - (نُوح) ফে'য়েলের সাথে মুতা'য়াল্লিক (صَوْتِه - يَقُوْلُ ফে'য়েলের সাথে মুতা'য়াল্লিক হয়েছে। অতঃপর জুমলা হয়ে হাল, حال ও ذوالحال মিলে ফা'য়েল পরিশেষে جملة فعليه হয়েছে।

(أُبَلِّغُكُمْ رِسَالَاتِ رَبِّىْ وَأَنْصَحُ لَكُمْ وَأَعْلَمُ مِنَ اللّٰهِ مَالَا تَعْلَمُوْنَ)

(كُمْ) যমীরটি তার সাথে সম্পৃক্ত ফে'য়েলের প্রথম مفعول به -(رِسَالَاتِ رَبِّىْ) দ্বিতীয় مفعول به (مَا) اسم الموصول (لَاتَعْلَمُوْنَ) জুমলা হয়ে صِلة হয়েছে। اسم الموصول ও صلة মিলে أَعْلَمُ ফে'য়েলের মাফ'উলুন বিহী। অতঃপর জুমলা হয়ে معطوف হয়েছে।

أَجِبْ عَنِ الْأَسْئِلَةِ الْآتِيَةِ بِالْعَرَبِيَّةِ

নীচের প্রশ্নগুলোর আরবীতে উত্তর দাও

(١) مِنْ أَيَّةِ نَاحِيَةٍ كَانَ النَّاسُ يَرَوْنَ عِبَادَةَ الْأَصْنَامِ؟

(٢) أَكَانُوا يَرَوْنَهَا مُطَابِقًا لِلْحَقِّ وَمُوَافِقًا لِلْعَقْلِ؟

(٣) مِنْ أَيَّةِ نَاحِيَةٍ كَانَ يَرٰى مُوْسٰى عِبَادَةَ الْأَصْنَامِ؟

(٤) أَ كَانَ يَرَاهَا مُعَارِضًا لِلْحَقِّ وَمُخَالِفًا لِلْعَقْلِ؟

(٥) مَاذَا كَانَ يَظُنُّ الْقَوْمُ مَنْ لَايَعْبُدُ الْأَصْنَامَ؟

(٦) أَ كَانُوا يَظُنُّوْنَهُ ضَالًّا وَسَفِيْهًا؟

(٧) وَمَاذَا كَانَ يَظُنُّ مُوْسٰى مَنْ يَعْبُدُ الْأَصْنَامَ؟

(٨) أَيُّ الْفَرِيْقَيْنِ كَانَ عَلَى الْحَقِّ؟

(٩) أَيُّ الْحِزْبَيْنِ كَانَ عَلَى الْبَاطِلِ؟

(١٠) أُذْكُرْ دَلِيْلَ الْفَرِيْقَيْنِ كَمَا قَرَأْتَ فِى كِتَابِكَ؟

(١١) مَاذَا قَالَ الْمَلَأُ مِنْ قَوْمِهٖ وَمَاذَا أَجَابَ نُوحٌ؟

(١٢) لِمَ نُصِبَ بِالْكَسْرَةِ فِى كَلِمَةِ "رِسَالَاتِ" مَعَ أَنَّهَا مَفْعُوْلٌ بِهٖ؟

شَرْحُ الْكَلِمَاتِ
(১৪)শব্দ বিশ্লেষণ

إِيْمَانًا - (بِهٖ) - ঈমান আনা, বিশ্বাস করা, مُؤْمِنٌ - মোমিন, বিশ্বাসী। اِجْتِهَادًا - পরিশ্রম করা, مُجْتَهِدٌ - পরিশ্রমী। أَفْرَادٌ ব-ব فَرْدٌ সদস্য। إِخْلَاصًا - খাঁটি করা, مُخْلِصٌ - নিঃস্বার্থ। شُغْلًا (ف) عَنْهُ - বিমুখ করা, شَغَلَهُ حُبُّ الدُّنْيَا عَنِ الْآخِرَةِ - দুনিয়ার মোহ তাকে আখিরাত সম্পর্কে বিমুখ করেছে। (شَغَلَ بِهٖ) ব্যস্ত করল। شَغَلْتُهُ بِالْقِرَاءَةِ - তাকে পড়ায় ব্যস্ত রেখেছি। طَرْدًا (ن) বিতাড়িত করা, مَطْرُوْدٌ - বিতাড়িত। إِبَاءٌ (ف) অস্বীকার করা। نَذِيْرٌ (ج) نُذُرٌ সতর্ককারী। أَرَاذِلُ ব-ব-أَرْذَلُ - নীচু, ইতর। اِتِّبَاعًا - অনুসরণ করা, مُتَّبِعٌ - অনুসারী।

اِتَّبَعَكَ الْأَرْذَلُوْنَ

وَاجْتَهَدَ نُوْحٌ كَثِيْرًا أَنْ يُؤْمِنَ قَوْمُهٗ وَيَعْبُدُوا اللّٰهَ وَيَتْرُكُوا الْأَصْنَامَ. وَلٰكِنْ مَا آمَنَ بِنُوْحٍ إِلَّا بَعْضُ الْأَفْرَادِ مِنْ قَوْمِهٖ. مَا آمَنَ بِهٖ إِلَّا بَعْضُ الْأَفْرَادِ الَّذِيْنَ يَعْمَلُوْنَ بِأَيْدِيْهِمْ وَيَأْكُلُوْنَ الْحَلَالَ. أَمَّا الْأَغْنِيَاءُ مِنْ قَوْمِهٖ فَقَدْ مَنَعَهُمْ كِبْرُهُمْ أَنْ يُّطِيْعُوْا نُوْحًا. وَشَغَلَتْهُمْ أَمْوَالُهُمْ وَأَوْلَادُهُمْ أَنْ يُّفَكِّرُوْا فِى الْآخِرَةِ وَكَانُوْا يَقُوْلُوْنَ : نَحْنُ أَشْرَافٌ وَهٰؤُلَاءِ أَرَاذِلُ.

وَلَمَّا دَعَاهُمْ نُوْحٌ إِلَى اللّٰهِ " قَالُوْا : أَنُؤْمِنُ لَكَ وَاتَّبَعَكَ الْأَرْذَلُوْنَ" ؟. وَطَلَبُوْا مِنْ نُوْحٍ أَنْ يَّطْرُدَ هٰؤُلَاءِ الْمَسَاكِيْنَ. وَلٰكِنَّ نُوْحًا أَبٰى وَقَالَ : "مَا أَنَا بِطَارِدِ الْمُؤْمِنِيْنَ"، إِنَّ بَابِىْ لَيْسَ بَابَ مَلِكٍ، "إِنْ أَنَا إِلَّا نَذِيْرٌ مُّبِيْنٌ". وَكَانَ نُوْحٌ يَعْرِفُ أَنَّ هٰؤُلَاءِ الْمَسَاكِيْنَ مُؤْمِنُوْنَ مُخْلِصُوْنَ. وَأَنَّ اللّٰهَ يَغْضَبُ إِذَا طَرَدَ هٰؤُلَاءِ الْمَسَاكِيْنَ، وَإِذَنْ لَا يَنْصُرُهٗ أَحَدٌ. فَقَالَ نُوْحٌ : "يٰقَوْمِ مَنْ يَّنْصُرُنِىْ مِنَ اللّٰهِ إِنْ طَرَدْتُّهُمْ".

ইতররা তোমার অনুসরণ করেছে

নূহ (আ:) অনেক মেহনত করলেন যাতে কওম মূর্তি পূজা ছেড়ে আল্লাহ্‌র 'ইবাদত করে। কিন্তু হালাল উপায়ে রুযি উপার্জন কারী কতিপয় লোক ছাড়া কেউ তার প্রতি ঈমান আনলো না। পক্ষান্তরে ধনীরা অহংকার বশত নূহের আনুগত্য থেকে বিরত রইলো। ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি তাদেরকে আখিরাত সম্পর্কে উদাসীন করে রেখেছিল। তারা গর্ব করে বলতো ,আমরা হলাম উচ্চ বংশের, আর এরা হলো নিম্ন বংশের। যখন নূহ (আ:) তাদেরকে আল্লাহ্‌র দিকে দা'ওয়াত দিলেন, তখন তারা বললো, আমরা কি ইতরদের ন্যায় তোমার অনুসরণ করবো? তারা নূহের কাছে দরিদ্রদের তাড়িয়ে দেওয়ার দাবি জানালো। কিন্তু নূহ (আ:) অস্বীকার করে বললেন ,আমি মুমিনদের তাড়িয়ে দিতে পারি না। আমার দরজা বাদশাহদের দরজা নয়। আমিতো সতর্ককারী মাত্র। নূহ (আ:) জানতেন, এই দরিদ্ররাই প্রকৃত ঈমানদার। তাদেরকে তাড়িয়ে দিলে আল্লাহ্ অসন্তুষ্ট হবেন। তখন তিনি আর কোন সাহায্যকারী পাবেন না। তাই তিনি বললেন, 'হে আমার জাতি ! আমি যদি তাদের কে তাড়িয়ে দেই তাহলে আল্লাহ্‌র মোকাবেলায় কে আমাকে সাহায্য করবে?

إِعْرَابُ الْكَلَامِ
বাক্য বিশ্লেষণ

(أَنُؤْمِنُ لَكَ وَاتَّبَعَكَ الْأَرْذَلُوْنَ)

উপরোক্ত বাক্যে (اتَّبَعَكَ الْأَرْذَلُوْنَ) জুমলাটি لَكَ এর যমীরে মাজরূর থেকে حال হয়েছে। حال ও ذو الحال মিলে মাজরূর। জর-মাজরূর মিলে نُؤْمِنُ ফে'য়েলের সাথে মুতা'য়াল্লিক হয়েছে। পরিশেষে ফে'য়েল, ফা'য়েল ও মুতা'য়াল্লিক মিলে জুমলায়ে ফে'লিয়া হয়েছে।

(مَا أَنَا بِطَارِدِ الْمُؤْمِنِيْنَ)

উক্ত বাক্যে (مَا) = الحرف المشبه بليس - (أنا) ما এর اسم - بِ অতিরিক্ত অব্যয় (طَارِدِ الْمُؤْمِنِيْنَ) - مركب اضافى হয়ে ما এর خبر হয়েছে। পরিশেষে مَا তার ইসম ও খবরকে নিয়ে جملة اسمية হয়েছে।

(إِنَّ بَابِىْ لَيْسَ بَابَ مَلِكٍ)

উপরোক্ত বাক্যে (بَابِىْ) - اسم إن - (لَيْسَ) এর ইস্‌ম তার মঝে বিদ্যমান অপ্রকাশিত যমীর। (بَابَ مَلِكٍ) - لَيْسَ এর خبر হয়েছে। لَيْسَ তার ইসম ও খবরকে নিয়ে إِنَّ এর খবর। পরিশেষে إِنَّ তার ইসম ও খবরকে নিয়ে جملة اسمية হয়েছে।

أَجِبْ عَنِ الأَسْئِلَةِ الْآتِيَةِ بِالْعَرَبِيَّةِ

নীচের প্রশ্নগুলোর আরবীতে উত্তর দাও

(١) لِأَيِّ غَرَضٍ اِجْتَهَدَ نُوحٌ كَثِيرًا ؟

(٢) هَلْ آمَنَ جَمِيعُ النَّاسِ بِنُوحٍ؟

(٣) هَلْ أَجَابَ جَمِيعُ النَّاسِ دَاعِيَ اللّٰهِ؟

(٤) مَنْ أمَنُوا بِهٖ وَمَنْ أَعْرَضُوا عَنْهُ؟

(٥) مَا مَنَعَ الْأَغْنِيَاءَ أَنْ يُّطِيعُوا نُوحًا ؟

(٦) أَيُّ شَيْءٍ شَغَلَ الأَغْنِيَاءَ أَنْ يُّفَكِّرُوا فِي الْآخِرَةِ؟

(٧) مَاذَا طَلَبَ الأَغْنِيَاءُ مِنْ نُوحٍ؟

(٨) أَطَلَبُوا مِنْهُ أَنْ يَّطْرُدَ الْمَسَاكِيْنَ؟

(٩) مَاذَا أَجَابَ نُوحٌ عَلٰي طَلَبِهِمْ؟

(١٠) أَرَضِيَ نُوحٌ بِطَلَبِهِمْ؟

(١١) أَرَضِيَ نُوحٌ بِطَرْدِهِمْ؟

(١٢) أَخَافَ نُوحٌ غَضَبَ اللّٰهِ إِذَا طَرَدَهُمْ؟

(١٤) أَتَطْرُدُوْنَ الْفُقَرَاءَ مِنْ بَابِكُمْ ؟

(١٥) أَمَا كَانَ نَبِيُّنَا صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُحِبُّ الْفُقَرَاءَ وَالْيَتَامٰى؟

(١٦) لِمَ لَمْ تَقْبَلْ كَلِمَةُ "أَرْذَل" التَّنْوِيْنَ مَعَ أَنَّهَا خَبَرٌ؟

شَرْحُ الْكَلِمَاتِ (১৫)

শব্দ বিশ্লেষণ

اِحْتِجَاجًا - প্রমাণ পেশ করা। حُجَّةٌ ব-ব حُجَجٌ - প্রমাণ,যুক্তি। تَجْرِبَةٌ - পরীক্ষা করা, مُجَرِّبٌ - পরীক্ষক/ অভিজ্ঞ। تَجْرِبَةٌ -(ج) تَجَارِبُ অভিজ্ঞতা।, سَلِ الْمُجَرِّبَ وَلَاتَسْأَلِ الْحَكِيْمَ - ডাক্তারকে জিজ্ঞাসা না করে অভিজ্ঞ লোককে জিজ্ঞাসা কর। سَبْقًا (ن) অগ্রগামী হওয়া, سَابِقٌ ব-ব سَابِقُوْنَ - অগ্রগামী। مُجَاوَزَةٌ - অতিক্রম করা, جَاوَزَ الْحَدَّ - সীমা অতিক্রম করেছে। مِعْيَارٌ - মানদণ্ড, مِعْيَارُ الْحَقِّ - সত্যের মাপকাঠি। مِيْزَانٌ ব-ব مَوَازِيْنُ - নিক্তি, পাল্লা। تَابِعٌ (ج) تَبَعٌ অনুগত। إِخْطَاءٌ ভুল করা।

حُجَّةُ الأَغْنِيَاءِ

وَقَالَ الأَغْنِيَاءُ : اَلَّذِىْ يَدْعُوْ إِلَيْهِ نُوْحٌ لَيْسَ بِحَقٍّ وَلَيْسَ بِخَيْرٍ. لِمَاذَا؟ لِأَنَّا جَرَّبْنَا أَنَّا نَحْنُ السَّابِقُوْنَ فِىْ كُلِّ خَيْرٍ. لَنَا كُلُّ طَيِّبٍ مِنَ الطَّعَامِ، وَلَنَا كُلُّ جَمِيْلٍ مِنَ اللِّبَاسِ، وَالنَّاسُ فِىْ كُلِّ شَىْءٍ لَنَا تَبَعٌ.

وَإِنَّا رَأَيْنَا أَنَّ الْخَيْرَ لَايُخْطِئُنَا وَلَايُجَاوِزُنَا فِى الْمَدِيْنَةِ. فَلَوْ كَانَ هٰذَا الدِّيْنُ خَيْرًا لَأَتَانَا قَبْلَ هٰؤُلَاءِ الْمَسَاكِيْنِ، "لَوْكَانَ خَيْرًا مَاسَبَقُوْنَا إِلَيْهِ".

ধনীদের যুক্তি

ধনীরা বললো, নূহ (আঃ) যেদিকে দা'ওয়াত দিচ্ছে তা সত্য ও কল্যাণকর নয়। কারণ আমরা পরীক্ষা করে দেখেছি , সকল কল্যাণকর কাজে আমরাই অগ্রগামী। সমস্ত সুস্বাদু খাবার আমাদের দস্তরখানে এবং যাবতীয় সুন্দর পোশাক আমাদের পরিধানে। লোকেরা সকল বিষয়ে আমাদের অনুসরণ করে। তদুপরি আমরা দেখি, শহরের কোন ভালো কিছু ভুলেও আমাদের কে এড়িয়ে যায় না। অতএব এই দ্বীন যদি কল্যাণকর কিছু হতো, তাহলে এই ভুখা নাঙ্গাদের আগেই তা আমাদের নাগালে এসে যেত। "যদি তা কল্যাণকর কিছু হতো, তাহলে তারা আমাদের আগে তা লাভ করতে পারতো না"।

إِعْرَابُ الْكَلَامِ

বাক্য বিশ্লেষণ

(اَلَّذِىْ يَدْعُوْ إِلَيْهِ نُوْحٌ لَيْسَ بِحَقٍّ)

উক্ত বাক্যে نُوْحٌ পর্যন্ত অংশটুকু ইসমুল মসছূল ও ছিলা মিলে মুবতাদা হয়েছে এবং لَيْسَ بِحَقٍّ অংশটুকু খবর হয়েছে। আর بِ অব্যয়টি অতিরিক্ত।

(لِأَنَّا جَرَّبْنَا أَنَّا نَحْنُ السَّابِقُوْنَ فِىْ كُلِّ خَيْرٍ)

(لِأَنَّا) আলিফ হলো (أَنَّا) - خبر এর أَنَّ এর اسم বাকী অংশটুকু এর আলিফ হলো السَّابِقُوْنَ -(فِىْ كُلِّ خَيْرٍ) - اسم أَنَّ উভয় মিলে تاكيد - (نَحْنُ) - مؤكد এর সাথে মুতা'য়াল্লিক হয়ে خبر أَنَّ উভয় মিলে পূর্ববর্তী ফে'য়েলের مفعول به হয়েছে। অবশেষে ফে'য়েল-ফা'য়েল মাফ'উলুন বিহী মিলে প্রথম أَنَّ এর خبر হয়েছে। তারপর أَنَّ তার ইসম ও খবরকে নিয়ে مجرور হয়েছে। জর-মাজরুর মিলে উহ্য ثَابِتًا শিবহুল ফে'লের সাথে مُتَعَلِّق হয়েছে।

(لَنَا كُلُّ طَيِّبٍ مِنَ الطَّعَامِ)

(كُلُّ) - خبر مقدم এর সাথে সম্পৃক্ত হয়ে ثَابِتٌ জর-মাজরূর মিলে لَنَا - تفسير ও مفسر তারপর تفسير - (مِنَ الطَّعَامِ) - مفسر - (طَيِّبٌ) মুদাফ, মিলে مضاف إليه হয়ে مبتدأ مؤخر হয়েছে। অবশেষে جمله إسمية হয়েছে। উল্লেখ্য, এখানে (طيب) মওছূফ, (مِنَ الطَّعَامِ) معدود এর সাথে متعلق হয়ে ছিফাত, এ ধরনের তারকীবও হতে পারে।

أَجِبْ عَنِ الْأَسْئِلَةِ الْآتِيَةِ بِالْعَرَبِيَّةِ

নীচের প্রশ্নগুলোর আরবীতে উত্তর দাও

(١) بِمَ احْتَجَّ الْأَغْنِيَاءُ أَنَّ مَا يَدْعُو إِلَيْهِ نُوحٌ لَيْسَ بِحَقٍّ؟
(٢) هَلْ دَعَا الْأَغْنِيَاءُ إِلَى الْحَقِّ؟
(٣) هَلْ دَعَا نُوحٌ إِلَى الْبَاطِلِ؟
(٤) هَلْ دَعَا الْأَغْنِيَاءُ إِلَى الشَّرِّ؟
(٥) هَلْ دَعَا نُوحٌ إِلَى الْخَيْرِ؟
(٦) مَنْ دَعَا إِلَى الْحَقِّ وَمَنْ دَعَا إِلَى الْبَاطِلِ؟
(٧) مَنْ دَعَا إِلَى الْخَيْرِ وَمَنْ دَعَا إِلَى الشَّرِّ؟
(٨) مَا مِعْيَارُ الْحَقِّ وَالْبَاطِلِ؟
(٩) مَا مِيزَانُ الْخَيْرِ وَالشَّرِّ؟
(١٠) أَلَيْسَتِ الشَّرِيعَةُ مِعْيَارَ الْحَقِّ وَالْبَاطِلِ وَمِيزَانُ الْخَيْرِ وَالشَّرِّ؟
(١١) أَيُمْكِنُ لِلطَّعَامِ الشَّهِيِّ أَنْ يَكُونَ دَلِيلًا عَلَى الْحَقِّ؟
(١٢) أَيُمْكِنُ لِلِّبَاسِ الْجَمِيلِ أَنْ يَكُونَ آيَةً عَلَى الْخَيْرِ؟
(١٣) كَيْفَ لَحِقَتِ الْكَسْرَةُ بِكَلِمَةِ "اَلْمَسَاكِيْنِ" وَهِيَ غَيْرُ مُنْصَرِفٍ؟

شَرْحُ الْكَلِمَاتِ

(১৬) বাক্য বিশ্লেষণ

دُعَاءٌ (ن - لَهُ) - দু'য়া করা, (دَعَا عَلَيْهِ)- বদ দু'য়া করা। اِتِّقَاءٌ - ভয় করা, مُتَّقٍ - খোদাভীরু, মুত্তাকী। أَجَلٌ ব-ব آجَالٌ - মৃত্যুর সময়, সময়। مُسَمًّى - নির্দিষ্ট। تَأْخِيرًا - বিলম্বিত করা, تَأَخُّرًا - বিলম্বিত হওয়া। سِرَاجٌ ব-ব سُرُجٌ - প্রদীপ, বাতি। مَطَرٌ ব-ব أَمْطَارٌ - বৃষ্টি। بِسَاطٌ ব-ব بسط - বিছানা। إِصْبَعٌ ব-ব أَصَابِعُ - আঙ্গুলী। أُذُنٌ ব-ব آذَانٌ - কর্ণ। (ض) حَبْسًا আটক করা। مَحْبُوسٌ -বন্দী।

دَعْوَةُ نُوحٍ

وَدَعَانُوحٌ قَوْمَهُ، وَاجْتَهَدَ فِى النَّصِيْحَةِ. "قَالَ يٰقَوْمِ إِنِّى لَكُمْ نَذِيْرٌ مُبِيْنٌ، أَنِ اعْبُدُوا اللّٰهَ وَاتَّقُوْهُ وَأَطِيْعُوْنِ، يَغْفِرْ لَكُمْ مِنْ ذُنُوْبِكُمْ وَيُؤَخِّرْكُمْ إِلٰى أَجَلٍ مُسَمًّى، إِنَّ أَجَلَ اللّٰهِ إِذَا جَاءَ لَايُؤَخَّرُ، لَوْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ". وَكَانَ اللّٰهُ حَبَسَ عَنْهُمُ الْمَطَرَ وَغَضِبَ عَلَيْهِمْ وَقَلَّ الْحَرْثُ وَقَلَّ النَّسْلُ- فَقَالَ نُوحٌ يٰقَوْمِ إِنْ آمَنْتُمْ رَضِىَ عَنْكُمُ اللّٰهُ- وَ زَالَ هٰذَا الْعَذَابُ. وَ أَرْسَلَ عَلَيْكُمُ الْأَمْطَارَ وَبَارَكَ لَكُمْ فِى الرِّزْقِ وَالْأَوْلَادِ. وَدَعَا نُوحٌ قَوْمَهُ إِلَى اللّٰهِ وَقَالَ لَهُمْ : أَلَاتَعْرِفُوْنَ اللّٰهَ؟ هٰذِهِ آيَاتُ اللّٰهِ حَوْلَكُمْ أَلَاتَنْظُرُوْنَ إِلَيْهَا ؟ أَلَاتَنْظُرُوْنَ إِلَى السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ؟ أَلَاتَنْظُرُوْنَ إِلَى الشَّمْسِ وَالْقَمَرِ؟

مَنْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ؟ وَجَعَلَ الْقَمَرَ فِيْهِنَّ نُوْرًا وَجَعَلَ الشَّمْسَ سِرَاجًا ؟. وَمَنْ خَلَقَكُمْ؟ وَجَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ بِسَاطًا ؟.

وَلٰكِنَّ قَوْمَ نُوحٍ لَمْ يَعْقِلُوْا! وَلٰكِنَّ قَوْمَ نُوحٍ لَمْ يُؤْمِنُوْا! بَلْ إِذَا دَعَاهُمْ نُوحٌ إِلَى اللّٰهِ جَعَلُوْا أَصَابِعَهُمْ فِى آذَانِهِمْ. وَكَيْفَ يَفْهَمُ مَنْ لَايَسْمَعُ؟ وَكَيْفَ يَسْمَعُ مَنْ لَايُرِيْدُ أَنْ يَسْمَعَ؟.

নূহ (আঃ) এর দা'ওয়াত

নূহ (আঃ) তাঁর কাওমকে দা'ওয়াত দিলেন ও অনেক উপদেশ বাণী শুনালেন। তিনি বললেন, হে কওম! আমি তোমাদের জন্য স্পষ্ট সতর্ককারী। আমার সতর্কবাণী হচ্ছে, তোমরা আল্লাহ্‌র 'ইবাদত কর ও তাকে ভয় কর, আর আমার আনুগত্য কর। তাহলে আল্লাহ্ তোমাদের পাপ ক্ষমা করে দিবেন এবং তোমাদেরকে একটি নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত অবকাশ দিবেন। আর যখন নির্দিষ্ট সময় উপস্থিত হবে তখন আর সুযোগ দেওয়া হবে না ! আহা ! তোমরা যদি বুঝতে। আল্লাহ্ মানুষের প্রতি অসন্তুষ্ট হয়ে বৃষ্টি বন্ধ করে দিলেন। ফলে কৃষি সম্পদ ও গবাদি পশু হ্রাস পেল। তখন নূহ (আঃ) বললেন, হে আমার কওম! তোমরা যদি আল্লাহ্‌র প্রতি ঈমান আন তাহলে তিনি তোমাদের প্রতি সন্তুষ্ট হবেন এবং

এই আযাব উঠিয়ে নিবেন এবং বৃষ্টি বর্ষণ করে তোমাদের রিযিক ও সন্তান সন্ততিতে বরকত দান করবেন। তিনি পুনরায় কওমকে আল্লাহ্‌র দিকে দা'ওয়াত দিয়ে বললেন, তোমাদের চতুর্পার্শ্বে আল্লাহ্‌র নিদর্শনাবলী দেখে দেখে তোমরা কি আল্লাহ্‌কে চিনতে পার না? তোমরা কি আসমান যমীন ও চন্দ্র সূর্যের দিকে দেখ না ? কে আসমান সৃষ্টি করেছেন? কে চাঁদ সৃষ্টি করে তাতে আলো দান করেছেন? কে সূর্যকে বাতি স্বরূপ বানিয়েছেন? কে তোমাদের সৃষ্টি করেছেন এবং যমীনকে তোমাদের জন্য বিছানা বানিয়েছেন? তবুও তার কওম বুঝল না এবং ঈমান আনলো না। উপরন্তু নূহ (আঃ) যখন তাদেরকে আল্লাহ্‌র দিকে আহ্‌বান করলেন তখন তারা কানে আঙ্গুল দিয়ে রাখল। তাহলে কিভাবে বুঝবে যে শুনে না? আর কি করে শুনবে যে শুনতে চায় না?

إِعْرَابُ الْكَلَامِ
বাক্য বিশ্লেষণ

(يَغْفِرْ لَكُمْ مِنْ ذُنُوبِكُمْ وَيُؤَخِّرْكُمْ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى)

উপরোক্ত 'ইবারতটুকু شرط محذوف এর جزاء হয়েছে। শর্ত এরূপ– إِنْ تَعْبُدُوْهُ وَتَتَّقُوْهُ وَتُطِيْعُوْهُ আর مِنْ হল অতিরিক্ত অব্যয়।

(هٰذِهِ اٰيَاتُ اللّٰهِ حَوْلَكُمْ)

(هٰذِهِ) মুবতাদা (اٰيَاتُ اللّٰهِ) প্রথম খবর (حَوْلَكُمْ) – مَوْجُوْدَةٌ এর সাথে متعلق হয়ে দ্বিতীয় খবর। পরিশেষে جمله إسمية হয়েছে। কিংবা اٰيَاتُ اللّٰهِ হল موصوف আর اَلْكَائِنَةُ হল صفت এবং حَوْلَكُمْ শিবহুল ফে'য়েলের সাথে متعلق হয়েছে।

(كَيْفَ يُفْهَمُ مَنْ لَايَسْمَعُ)

– اسم الموصول (مَنْ) ফে'য়েল (يُفْهَمُ) - لِلْاِسْتِفْهَامِ عَنِ الْحَالِ (كَيْفَ) (لَايَسْمَعُ) – ফে'য়েল ও ফা'য়েল মিলে صلة হয়েছে উভয় মিলে ফা'য়েল।

পরিশেষে ফে'য়েল-ফা'য়েল মিলে جملة فعلية হয়েছে।

أَجِبْ عَنِ الْأَسْئِلَةِ الْآتِيَةِ بِالْعَرَبِيَّةِ
নীচের প্রশ্নগুলোর আরবীতে উত্তর দাও

(١) إِلَامَ دَعَا نُوحٌ قَوْمَهُ؟
(٢) عَلَامَ شَجَّعَ نُوحٌ قَوْمَهُ؟
(٣) أَعَلَى الْإِيمَانِ شَجَّعَهُمْ؟
(٤) أَيُمْكِنُ لِأَحَدٍ أَنْ يَرُدَّ الْمَوْتَ إِذَا أَرَادَ اللّٰهُ؟

(٥) أَيُمْكِنُ لِأَحَدٍ أَنْ يَأْتِيَ بِالْمَوْتِ إِذَا لَمْ يُرِدُ اللّٰهُ؟
(٦) مَاذَا قَالَ رَسُوْلُنَا صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذِكْرِ الْمَوْتِ؟
(٧) أَتَعْرِفُ أَنَّ الْمَوْتَ أَكْبَرُ نَاصِحٍ فِى الدُّنْيَا ؟
(٨) أَيَخَافُ الْمُسْلِمُ الْمَوْتَ؟ لِمَ ؟
(٩) أَيَخَافُ الْمُشْرِكُ الْمَوْتَ ؟ لِمَ ؟
(١٠) غَضِبَ اللّٰهُ عَلَى النَّاسِ وَمَاذَا فَعَلَ؟
(١١) لِأَيِّ غَرَضٍ كَانَ النَّاسُ يُدْخِلُوْنَ أَصَابِعَهُمْ فِى آذَانِهِمْ؟

شَرْحُ الْكَلِمَاتِ (١٩)

শব্দ বিশ্লেষণ

تَحَمُّلًا সহ্য করা। كَظْمًا (ض) (ক্রোধ) সংবরণ করা। زَمَنٌ ব-ব أَزْمِنَةٌ সময়, কাল। اِجْتِهَادًا পরিশ্রম করা। أَلْفٌ ব-ব آلَافٌ - এক হাজার। مَكْثًا (ن) - অবস্থান করা। (ن) فَسَادًا - নষ্ট হওয়া, إِفْسَادًا - নষ্ট করা। جِدَالًا - ঝগড়া করা। اَلْوَلَدُ الشَّرِيْفُ لَايُجَادِلُ أَحَدًا - ভদ্র ছেলে কারো সাথে ঝগড়া করে না। يَأْسًا (س) مِنْهُ - নিরাশ হওয়া, مَأْيُوْسٌ - নিরাশ, لَاتَيْأَسْ مِنْ رُوْحِ اللّٰهِ - আল্লাহ্‌র রহমত থেকে নিরাশ হবে না। صَبْرًا (ض) ধৈর্য ধারণ করা। عِدَةً (ض) প্রতিশ্রুতি দেওয়া। عَامٌ ج أَعْوَامٌ বছর।

دُعَاءُ نُوْحٍ

وَاجْتَهَدَ نُوْحٌ كَثِيْرًا وَبَقِيَ يَدْعُوْ قَوْمَهُ زَمَنًا طَوِيْلًا. مَكَثَ نُوْحٌ فِيْ قَوْمِهِ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا خَمْسِيْنَ عَامًا يَدْعُوْهُمْ إِلَى اللّٰهِ. وَلٰكِنَّ قَوْمَ نُوْحٍ لَمْ يُؤْمِنُوْا وَلَمْ يَتْرُكُوا عِبَادَةَ الْأَصْنَامِ، وَلَمْ يَرْجِعُوْا إِلَى اللّٰهِ. فَإِلٰى مَتٰى يَنْتَظِرُ نُوْحٌ؟ إِلٰى مَتٰى يَرٰى فَسَادَ الْأَرْضِ؟ إِلٰى مَتٰى يَرٰى الْحِجَارَةَ تُعْبَدُ؟.

إِلٰى مَتٰى يَرٰى النَّاسَ يَأْكُلُوْنَ رِزْقَ اللّٰهِ وَيَعْبُدُوْنَ غَيْرَهُ؟ لِمَاذَا لَايَغْضَبُ نُوْحٌ؟ إِنَّهُ صَبَرَ صَبْرًا لَمْ يَصْبِرْ أَحَدٌ مِثْلَهُ!. أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا خَمْسِيْنَ عَامًا، اَللّٰهُ أَكْبَرُ، اَللّٰهُ أَكْبَرُ! وَقَدْ أَوْحَى اللّٰهُ إِلٰى

نُوحٍ : "إِنَّهُ لَنْ يُؤْمِنَ مِنْ قَوْمِكَ إِلَّا مَنْ قَدْ آمَنَ". وَقَالَ قَوْمُ نُوحٍ لَمَّا دَعَاهُمْ نُوحٌ مَرَّةً أُخْرَى :

"يَا نُوحُ قَدْ جَادَلْتَنَا فَأَكْثَرْتَ جِدَالَنَا فَأْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِيْنَ" وَغَضِبَ نُوحٌ لِلّٰهِ وَيَئِسَ مِنْ هٰؤُلَاءِ، وَقَالَ: اَللّٰهُمَّ لَا تَتْرُكْ عَلَى الْأَرْضِ أَحَدًا مِنَ الْكَافِرِيْنَ

নূহ (আঃ) এর বদ দু'আ

হযরত নূহ (আঃ) অনেক মেহনত করে দীর্ঘ দিন যাবত তার কওমকে দা'ওয়াত দিয়েছেন। তিনি কওমের মাঝে অবস্থান করে সাড়ে নয়শত বছর দা'ওয়াত দিয়েছেন। তবুও তারা ঈমান আনেনি এবং মূর্তি পূজা ছেড়ে আল্লাহ্‌র দিকে ফিরেনি। তাহলে আর কতকাল তিনি অপেক্ষা করবেন? আর কতদিন পৃথিবীতে বিশৃংখলা ও পাথর পূজা দেখবেন? আর কতদিন মানুষকে আল্লাহ্‌র রিযিক খেয়ে গায়রুল্লাহ্‌র 'ইবাদত করতে দেখবেন? 'সাড়ে নয়শত বছর ধৈর্য ধারণ করেছেন। আল্লাহু আকবার ! আল্লাহু আকবার!! অতঃপর আল্লাহ্ ওহীর মাধ্যমে নূহকে জানিয়ে দিলেন তোমার কওমের যারা ঈমান এনেছে তারা ছাড়া আর কেউ ঈমান আনবে না। নূহ'(আঃ) যখন পুনরায় দা'ওয়াত দিলেন তখন তারা বললো,"হে নূহ! তুমি আমাদের সাথে অনেক বাক - বিতন্ডা করেছ। অতএব তুমি যার হুমকি দিচ্ছ সত্যবাদী হলে তা নিয়ে আস। তখন নূহ (আ:) আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্যে তাদের প্রতি রাগ করলেন এবং তাদের ব্যাপারে হতাশ হয়ে বললেন, হে আল্লাহ্ ! পৃথিবীতে একজন কাফেরকেও নিরাপদ ছেড়ে দিও না।

إِعْرَابُ الْكَلَامِ

বাক্য বিশ্লেষণ

(مَكَثَ نُوحٌ فِي قَوْمِ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا خَمْسِيْنَ عَامًا يَدْعُوهُمْ إِلَى اللّٰهِ)

(أَلْفَ سَنَةٍ) পূর্ববর্তী ফে'য়েলের সাথে মুতা'য়াল্লিক (فِيْ قَوْمِهِ) ذوالحال (نُوحٌ)- مميز ও تميز - (خَمْسِيْنَ عَامًا) حرف الاستثناء (إِلَّا) مستثنى منه মিলে مستثنى তারপর উভয় মিলে مفعول فيه - (يَدْعُوهُمْ إِلَى اللّٰهِ) জুমলা হয়ে حال এবং حال ও ذو الحال মিলে مَكَثَ ফে'য়েলের ফা'য়েল হয়েছে। পরিশেষে جملة فعلية হয়েছে।

(إِنَّهُ صَبَرَ صَبْرًا لَمْ يَصْبِرْ أَحَدٌ مِثْلَهُ)

مِثْلَهُ (أَحَدٌ) ফা'য়েল الضمير المنصوب (إِنَّهُ) إسم إِنَّ হলো (صَبْرًا) মওছূফ এর পূর্বে صَبْرًا মওছূফ উহ্য আছে। মুলত ছিল لَمْ يَصْبِرْ أَحَدٌ صَبْرًا مِثْلَ صَبْرِهِ

- মওছূফ-ছিফাত মিলে مفعول مطلق - পরিশেষে জুমলা হয়ে صَبْرًا এর ছিফাত হয়েছে। مفعول مطلق হয়ে خبر إن হয়ে صفت ও موصوف মিলে পুনরায় হয়েছে- পরিশেষে إسم ان ও خبر إن মিলে جملة إسمية হয়েছে। (أَلْفَ سَنَةٍ إلاَّ) - (خَمْسِيْنَ) - (أَلْفَ سَنَةٍ) শব্দদ্বয়ের পূর্বে صَبَرَ ফে'য়েল উহ্য রয়েছে। উক্ত ফে'য়েল থেকে শব্দ দুটি مفعول فيه হয়েছে।

أَجِبْ عَنِ الْأَسْئِلَةِ الْآتِيَةِ بِالْعَرَبِيَّةِ
নীচের প্রশ্নগুলোর আরবীতে উত্তর দাও

(١) كَمْ عَامًا دَعَا نُوحٌ قَوْمَهُ؟
(٢) أَأَرْبَعِيْنَ عَامًا دَعَاهُمْ؟
(٣) هَلْ آمَنَ بِهٖ قَوْمُهُ؟
(٤) هَلْ اِمْتَنَعَ الْقَوْمُ مِنْ عِبَادَةِ الْأَصْنَامِ وَرَجَعُوْا إِلَى اللّٰهِ؟
(٥) أَكَظَمَ نُوحٌ غَيْظَهُ وَتَحَمَّلَ أَذَاهُمْ؟
(٦) أَفَلَا يُعْجِبُكَ صَبْرُهُ؟
(٧) مَاذَا أَجَابَ الْقَوْمُ لَمَّا دَعَاهُمْ نُوحٌ مَرَّةً أُخْرٰي؟
(٩) لِمَاذَا غَضِبَ نُوحٌ عَلٰى قَوْمِهٖ؟
(١٠) أَلْغَرَضُ مِنْ أَغْرَاضِ الدُّنْيَا ؟غَضِبَ نُوحٌ عَلٰى قَوْمِهٖ ؟
(١١) أُذْكُرْ دُعَاءَ نُوحٍ عَلٰى قَوْمِهٖ يَائِسًا مِنْهُمْ؟

شَرْحُ الْكَلِمَاتِ
(১৮) শব্দ বিশ্লেষণ

مَشْغُوْلٌ ব-ব أَشْغَالٌ শُغْلٌ কাজ, ব্যস্ততা, - سُفُنٌ ব-ব سَفِيْنَةٌ - জাহাজ, কিস্তি। ব্যস্ত। غَرَقًا (س) ডুবে যাওয়া, إِغْرَاقًا - ডুবিয়ে দেওয়া। غَرِيْقٌ ডুবন্ত, اَلْغَرِيْقُ يتعلق بتبنة - ডুবন্ত ব্যক্তি খড় কুটাও আঁকড়ে ধরে। نَجَّارٌ ব-ব نَجَّارُوْنَ ছুতার, কাঠ মিস্ত্রী। حَدَّادٌ ব-ব حَدَّادُوْنَ কামার। رَمْلٌ ব-ব رِمَالٌ বালু। صُعُوْدًا (س) চড়া, উপরে ওঠা। صَعِدَ الْخَطِيْبُ عَلَى الْمِمْبَرِ - খতীব মিম্বরে উঠেছেন। ثَوْرٌ ব-ব ثِيْرَانٌ ষাড়। سَخِرَ (س منه) - উপহাস করা, لَاتَسْخَرْ مِنْ - কাউকে উপহাস করো না। جَرًّا (ن) টানা। اَلْحَدِيْثُ يَجُرُّ الْحَدِيْثَ - أَحَدٍ কথায় কথা আসে।

اَلسَّفِيْنَةُ

وَأَجَابَ اللّٰهُ دَعْوَةَ نُوْحٍ وَأَرَادَ أَنْ يَغْرِقَ قَوْمَهُ. وَلٰكِنَّ اللّٰهَ يُرِيْدُ كَذٰلِكَ أَنْ يَنْجُوَ نُوْحٌ وَالْمُؤْمِنُوْنَ. فَأَمَرَ نُوْحًا أَنْ يَّصْنَعَ سَفِيْنَةً كَبِيْرَةً. وَبَدَأَ نُوْحٌ يَصْنَعُ سَفِيْنَةً كَبِيْرَةً. وَرَآهُ قَوْمُهُ فِي هٰذَا الشُّغْلِ فَوَجَدُوْا لَهُمْ شُغْلًا . وَصَارُوْا يَسْخَرُوْنَ مِنْهُ. مَاهٰذَا يَانُوْحُ؟ مِنْ مَتٰى صِرْتَ نَجَّارًا؟ أَمَا كُنَّانَقُوْلُ لَكَ لَاتَجْلِسْ إِلٰى هٰؤُلَاءِ الْأَرَاذِلِ؟ وَلٰكِنَّكَ مَاسَمِعْتَ كَلَامَنَا وَجَلَسْتَ إِلَى النَّجَّارِيْنَ وَالْحَدَّادِيْنَ فَصِرْتَ نَجَّارًا! وَأَيْنَ تَمْشِيْ هٰذِهِ السَّفِيْنَةُ يَانُوْحُ؟ إِنَّ أَمْرَكَ كُلَّهُ عَجَبٌ. أَتَمْشِيْ هٰذِهِ فِي الرَّمْلِ، أَمْ تَصْعَدُ الْجَبَلَ؟ اَلْبَحْرُمِنْ هُنَابَعِيْدٌ جِدًّا، هَلْ يَحْمِلُهَا الْجِنُّ، أَمْ تَجُرُّهَا الثِّيْرَانُ؟.وَكَانَ نُوْحٌ يَسْمَعُ كُلَّ ذٰلِكَ وَيَصْبِرُ، وَقَدْ سَمِعَ أَشَدَّ مِنْ هٰذَا فَصَبَرَ! وَلٰكِنَّهُ كَانَ يَقُوْلُ لَهُمْ أَحْيَانًا :"إِنْ تَسْخَرُوْا مِنَّا فَإِنَّا نَسْخَرُمِنْكُمْ كَمَا تَسْخَرُوْنَ".

নূহের কিশ্‌তি

আল্লাহ্ নূহের বদ দু'য়া কবুল করলেন এবং তার কওমকে ডুবিয়ে মারার ইচ্ছা করলেন। তেমনিভাবে নূহ ও মু'মিনদেরকে রক্ষা করতে চাইলেন। তাই আল্লাহ্ নূহকে একটি বড় কিশতি তৈরী করার আদেশ করলেন। ফলে নূহ (আঃ) কিশ্‌তি তৈরীর কাজে লেগে গেলেন। কওমের লোকেরা তাকে কিশ্‌তি তৈরীতে দেখে নিজেদের জন্য একটি কাজ খুঁজে পেল এং তাকে নিয়ে ঠাট্টা-বিদ্রূপ শুরু করে দিল। একি নূহ! কবে থেকে ছুতার হয়ে গেলে? আমরা কি তোমাকে ইতরদের সাথে ওঠা বসা করতে নিষেধ করিনি? কিন্তু তুমি আমাদের কথা না শুনে ছুতার ও কুমারদের সাথে ওঠা বসা করে তুমিও তাদের মত হয়ে গেছ।

নূহ! তোমার এই কিশ্‌তি কোথায় চলবে? তোমার সব কাজ কর্ম হাস্যকর মনে হয়। এটা কি যমীনে চলবে না পাহাড়ে চড়বে? সমুদ্র তো এখান থেকে বহু দূরে। তবে কি কোন জীন তা বয়ে নিবে, না ষাড় তা টেনে নিবে? নূহ এসব কিছু শুনেও ধৈর্য ধারণ করলেন। কারণ ইতিপূর্বে আরও কঠিন কথা শুনে তিনি ধৈর্য ধারণ করেছিলেন। অবশ্য তিনি মাঝে মধ্যে তাদেরকে সতর্ক করে বলতেন, তোমরা যদি আমাদের নিয়ে উপহাস কর তাহলে আমরাও তোমাদের নিয়ে তোমাদের মত উপহাস করবো।

إِعْرَابُ الْكَلِمَاتِ
বাক্য বিশ্লেষণ

(مَا هٰذَا يَا نُوحُ) (مَا) অর্থে أَيُّ شَيْءٍ মুবতাদা (هَا) حرف التنبيه (ذَا) খবর, মুবতাদা-খবর মিলে جواب النداء হয়েছে (يَانُوحُ) حرف النداء ও منادى মিলে جملة النداء হয়েছে। (إِنَّ أَمْرَكَ كُلَّهُ عَجَبٌ) (إِنَّ) الحرف المشبه بالفعل - (أَمْرَكَ) مركب إضافى হয়ে مؤكد (كُلَّهُ) تاكيد তারপর ও تاكيد মিলে اسم إِنَّ (عَجَبٌ) (অর্থে عَجِيبٌ) خبر ان - পরিশেষে اسم انَّ ও خبر মিলে جملة إسمية হয়েছে। (إِنْ تَسْخَرُوا مِنَّا فَإِنَّا نَسْخَرُ مِنْكُمْ كَمَا تَسْخَرُوْنَ) إن (إِنْ تَسْخَرُوا مِنَّا জুমলা হয়ে শর্ত (ف) الجزائية (نَا) হলো اسم ان - (مَنكم) নিকটবর্তী ফে'য়েলের সাথে প্রথম মুতা'য়াল্লিক (ك) حرف الجر - (مَا) حرف المصدر (تَسْخَرُوْنَ) জুমলা হয়ে مَا দ্বারা মাছদার হয়ে মাজরূর। যর-মাযরূর মিলে দ্বিতীয় মুতা'য়াল্লিক, তারপর সবগুলো মিলে জুমলা হয়ে خبر ان হয়েছে - اسم إِنَّ ও خبر إِنَّ মিলে جواب الشرط পরিশেষে শর্ত জওয়াবুশ শর্ত মিলে جملة شرطية হয়েছে।

أَجِبْ عَنِ الْأَسْئِلَةِ الْآتِيَةِ بِالْعَرَبِيَّةِ
নীচের প্রশ্নগুলোর আরবীতে উত্তর দাও

(١) هَلْ أَجَابَ اللّٰهُ دَعْوَةَ نُوحٍ؟

(٢) مَاذَا أَرَادَ اللّٰهُ لِلنَّاسِ؟

(٣) هَلْ أَرَادَ أَنْ يُنْجِيَ نُوحًا وَالْمُؤْمِنِيْنَ؟

(٤) هَلْ أَرَادَ أَنْ يُغْرِقَ الْكُفَّارَ وَالْمُشْرِكِيْنَ؟

(٥) مَنْ أَمَرَ نُوحًا أَنْ يَصْنَعَ السَّفِيْنَةَ؟

(٦) مَاذَا فَعَلَ الْقَوْمُ لَمَّا رَأَوْا نُوحًا يَصْنَعُ السَّفِيْنَةَ؟

(٧) أَسَخِرَ مُوسٰى مِنْ قَوْمِهِ كَمَا سَخِرُوا مِنْهُ؟

(٨) أَصَبَرَ مُوسٰى عَلٰى سُخْرِيَّتِهِمْ؟

(٩) أَلَيْسَ مِنْ سُنَّةِ الْأَنْبِيَاءِ أَنْ يَتَلَقَّى الْعُلَمَاءُ سُخْرِيَّةَ الْجُهَلَاءِ بِجُنَّةِ الصَّبْرِ وَالْإِيْمَانِ؟

(١٠) مَاذَا كَانَ نُوحٌ يَقُوْلُ لَهُمْ أَحْيَانًا؟

(١١) أَصُدِّقَ مَا قَالَ لَهُمْ نُوحٌ؟

شَرْحُ الْكَلِمَاتِ (১৯)
শব্দ বিশ্লেষণ

(ض) عِدَةٌ - প্রতিশ্রুতি দেওয়া। اَلْمُسْلِمُ إِذَا وَعَدَ وَفٰى - মুসলমান প্রতিশ্রুতি পূর্ণ করে। طُوفَانٌ - প্লাবন, তুফান। مُنْخُلٌ ব-ব مَنَاخِلُ - চালনি। إِمْطَارًا - বৃষ্টি বর্ষণ করা। (بِهِ) تَمَسُّكًا / إِمْسَاكًا -আঁকড়ে ধরা। مَنْ تَمَسَّكَ بِسُنَّتِىْ - যে আমার সুন্নাতকে আঁকড়ে ধরবে। جَانِبٌ ব-ব جَوَانِبُ - দিক, পার্শ্ব। (بِهِ) إِحَاطَةٌ - পরিবেষ্টন করা, مُحِيْطٌ পরিবেষ্টনকারী। وَاللّٰهُ مُحِيْطٌ بِالْكَافِرِيْنَ - আল্লাহ্ কাফিরদেরকে পরিবেষ্টন করে রেখেছেন। ذَكَرٌ ব-ব ذُكُورٌ - নর। أُنْثٰى ব-ব إِنَاثٌ - নারী। عَامٌّ - ব্যাপক। مَوْجٌ ব-ব أَمْوَاجٌ ঢেউ, তরঙ্গ। اِرْتِقَاءٌ - চড়া। رَبْوَةٌ ব-ব رُبًى টিলা। (ض) فِرَارًا - পালানো, مَفَرٌّ পালাবার স্থান। (ف) لَجُوْء - আশ্রয় নেওয়া, مَلْجَأٌ - আশ্রয়স্থল। اِلْتِجَاءٌ - আশ্রয় নেওয়া।

اَلطُّوفَانُ

جَاءَ وَعْدُ اللّٰهِ، فَالْعِيَاذُ بِاللّٰهِ!. أَمْطَرَتِ السَّمَاءُ وَأَمْطَرَتْ وَأَمْطَرَتْ وَأَمْطَرَتْ . حَتّٰى كَأَنَّ السَّمَاءَ مُنْخُلٌ لَاتُمْسِكُ مَاءً. وَنَبَعَ الْمَاءُ وَسَالَ حَتّٰى أَحَاطَ بِالنَّاسِ مِنْ كُلِّ جَانِبٍ. وَ أَوْحَى اللّٰهُ إِلٰى نُوحٍ : خُذْ مَعَكَ مَنْ آمَنَ بِكَ مِنْ قَوْمِكَ وَأَهْلِكَ. وَأَوْحَى اللّٰهُ إِلٰى نُوحٍ أَنْ يَأْخُذَمَعَهُ مِنْ كُلِّ حَيَوَانٍ وَطَائِرٍ زَوْجًا، ذَكَرًا وَأُنْثٰى لِأَنَّ الطُّوفَانَ عَامٌّ لَايَنْجُومِنْهُ إِنْسَانٌ وَلَا حَيَوَانٌ.

وَكَذٰلِكَ فَعَلَ نُوحٌ فَكَانَ مَعَهُ فِى السَّفِيْنَةِ مَنْ آمَنَ بِهِ مِنْ قَوْمِهِ. وَمِنْ كُلِّ حَيَوَانٍ وَطَائِرٍ زَوْجٌ.

وَسَارَتِ السَّفِيْنَةُ تَجْرِىْ بِهِمْ فِىْ مَوْجٍ كَالْجِبَالِ. وَارْتَقَى الْقَوْمُ كُلَّ مَكَانٍ عَالٍ وَكُلَّ رَبْوَةٍ يَفِرُّوْنَ مِنْ عَذَابِ اللّٰهِ. وَلٰكِنْ لَامَلْجَأَمِنَ اللّٰهِ إِلَّا إِلَيْهِ.

জলোচ্ছাস

অবশেষে আল্লাহ্‌র প্রতিশ্রুত 'আযাব এসে গেল। অতএব আল্লাহ্‌র আশ্রয় গ্রহণ করা অপরিহার্য। আকাশ অবিরাম বৃষ্টি বর্ষণ করতে লাগলো। আকাশ যেন একটি চালনি, পানি ধারণ করতে পারছে না। পাতাল থেকে পানি উৎসারিত হয়ে সর্বত্র ছড়িয়ে পড়লো এবং চারিদিক থেকে অধিবাসীদের ঘিরে ফেললো। তখন আল্লাহ্ নূহের কাছে ওহী পাঠালেন, তোমার কওম ও পরিবারের মো'মিনদেরকে তোমার সঙ্গে কিশ্‌তিতে তুলে নাও। আল্লাহ্ আরও বললেন, প্রত্যেক শ্রেণীর পশু-পাখি থেকে এক জোড়া করে নর-নারী সাথে নাও। কেননা সর্বব্যাপী প্লাবনে মানুষ ও জীব-জন্তু কিছুই রক্ষা পাবে না। নূহ (আ:) তাই করলেন, তার কওমের যারা ঈমান এনেছে তাদেরকে ও প্রত্যেক পশু পাখির এক জোড়া করে কিশ্‌তিতে তুলে নিলেন। এসব নিয়ে কিশ্‌তি পাহাড় সমান ঢেউ কেটে চলতে লাগলো। লোকেরা আল্লাহ্‌র 'আযাব থেকে বাঁচার জন্য প্রতিটি উঁচু উঁচু স্থান ও টিলা টালায় আশ্রয় নিল। কিন্তু আল্লাহ্‌র আশ্রয় ছাড়া তার 'আযাব থেকে বাঁচার কোন উপায় নেই।

إِعْرَابُ الْكَلَامِ
বাক্য বিশ্লেষণ

(فَالْعِيَاذُ بِاللّٰهِ) (ف) السببية (اَلْعِيَاذُ) মাছদার, (بِاللّٰهِ) মাছদারের সাথে متعلق হয়ে মুবতাদা, واجب খবর উহ্য আছে। মুবতাদা ও খবর মিলে জুমলা। (ذَكَرًا وأنثى) শব্দ যুগল পূর্ববর্তী زَوْجًا শব্দ থেকে بدل হয়েছে। مبدل منه ও بدل মিলে يأخذ ফে'য়েলের مفعول به হয়েছে। (وَسَارَتِ السَّفِينَةُ تَجْرِىْ بِهِمْ فِى) تجرى (بِهِمْ) ذو الحال (اَلسَّفِينَةُ) استئنافية (واو) (مَوْجٍ كَالْجِبَالِ ফে'য়েলের প্রথম মুতা'য়াল্লিক, (فِىْ) حرف الجر (كَالْجِبَالِ) مماثل شبه الفعلএর সাথে متعلق হয়ে মাজরূর, জর-মাজরূর মিলে দ্বিতীয় متعلق হয়েছে। تَجْرِىْ ফেয়েল ও উভয় متعلق মিলে حال হয়েছে। তারপর ذو ও حال الحال মিলে فاعل হয়েছে। পরিশেষে جملة فعلية হয়েছে।

أَجِبْ عَنِ الْأَسْئِلَةِ الْآتِيَةِ بِالْعَرَبِيَّةِ
নীচের প্রশ্নগুলোর আরবীতে উত্তর দাও

(١) هَلْ أَمْطَرَتِ السَّمَاءُ غَزِيْرًا؟

(٢) كَيْفَ كَانَتِ السَّمَاءُ لَمَّا جَاءَ الْعَذَابُ؟

(٣) مَا أَحَاطَ بِالنَّاسِ مِنْ كُلِّ جَانِبٍ؟

(٤) لِمَاذَا أَرْسَلَ اللّٰهُ هٰذَا الْعَذَابَ إِلٰى قَوْمِ نُوْحٍ؟

(٥) مَاذَا أَوْحَى اللّٰهُ إِلٰى نُوْحٍ بَعْدَ أَنْ جَاءَ الْعَذَابُ؟

(٦) لِمَ أَوْحَى اللّٰهُ إِلَيْهِ أَنْ يَأْخُذَ مَعَهُ مِنْ كُلِّ حَيَوَانٍ وَطَائِرٍ زَوْجًا؟
(٧) مَنْ رَكِبُوا السَّفِيْنَةَ مَعَ نُوْحٍ وَكَيْفَ سَارَتِ السَّفِيْنَةُ؟
(٨) أَيْنَ ارْتَقَى الْقَوْمُ عِنْدَ الطُّوْفَانِ وَلِمَ؟
(٩) هَلْ وَجَدُوْا مَفَرًّا مِنْ عَذَابِ اللّٰهِ؟
(١٠) إِلٰى مَنْ تَلْجَئُوْنَ عِنْدَ الْمُصِيْبَةِ؟

شَرْحُ الْكَلِمَاتِ (২০)

শব্দ বিশ্লেষণ

إِوَاء (ض) - আশ্রয় নেওয়া, تَأْوِى الطُّيُوْرُ إِلٰى عُشِّهَا - পাখি নীড়ে আশ্রয় নেয়। عَصْمًا (ض) - রক্ষা করা, عَاصِمٌ - রক্ষক, مَعْصُوْمٌ - রক্ষিত, নিষ্পাপ। رَحْمَةً (س) - দয়া করা। حَيْلُوْلَةً (ن) অন্তরায় হওয়া, حَائِلٌ - অন্তরায়। حُزْنًا (س) - দুঃখিত হওয়া, حُزْنًا (ن) - দুঃখিত করা। وَلَا يُحْزِنْكَ قَوْلُهُمْ - তাদের কথা যেন আপনাকে দুঃখিত না করে। نَجَاةً (ن) - রেহাই পাওয়া, إِنْجَاء - রেহাই দেওয়া। شَفَاعَةً (ف) - সুপারিশ করা। شَفِيْعٌ ব-ব شُفَعَاء - সুপারিশকারী عِصْيَانًا (ض) অবাধ্য হওয়া। صُحْبَةً (س) সঙ্গী হওয়া।

ابْنُ نُوْحٍ

وَكَانَ لِنُوْحٍ ابْنٌ كَانَ مَعَ الْكَافِرِيْنَ. وَرَأَى نُوْحٌ إِبْنَهُ فِى الطُّوْفَانِ فَقَالَ : "يٰبُنَيَّ ارْكَبْ مَعَنَا وَلَاتَكُنْ مَعَ الْكَافِرِيْنَ". "قَالَ سَآوِىْ إِلٰى جَبَلٍ يَعْصِمُنِىْ مِنَ الْمَاءِ". "قَالَ لَا عَاصِمَ الْيَوْمَ مِنْ أَمْرِ اللّٰهِ إِلَّا مَنْ رَحِمَ".

"وَحَالَ بَيْنَهُمَا الْمَوْجُ فَكَانَ مِنَ الْمُغْرَقِيْنَ".

وَحَزِنَ نُوْحٌ عَلٰى ابْنِهِ، وَكَيْفَ لَايَحْزَنُ وَهُوَابْنُهُ. وَأَرَادَ أَنْ يُنْجِىَ ابْنَهُ مِنَ النَّارِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِذْ لَمْ يَنْجُ مِنَ الْمَاءِ أَمْسِ. إِنَّ النَّارَ أَشَدُّ مِنَ الْمَاءِ، وَإِنَّ عَذَابَ الْآخِرَةِ أَشَقُّ. أَمَا وَعَدَهُ اللّٰهُ أَنَّهُ يُنْجِىَ أَهْلَهُ؟ بَلٰى! إِنَّ وَعْدَ اللّٰهِ حَقٌّ. فَأَرَادَ أَنْ يَشْفَعَ لِابْنِهِ عِنْدَ اللّٰهِ.

নূহ (আঃ) এর পুত্র

নূহের (আঃ) এক পুত্র কাফিরদের সঙ্গে ছিলো। তিনি তার ছেলেকে তুফানে দেখে ডাক দিয়ে বললেন, বাবা! কাফিরদের সঙ্গে না থেকে আমাদের সাথে কিশ্‌তিতে উঠ। সে বললো , আমি কোন পাহাড়ে আশ্রয় নেব। তা আমাকে পানি থেকে রক্ষা করবে। নূহ (আঃ) বললেন, আজ আল্লাহ্‌র 'আযাব থেকে কোন রক্ষাকারী নেই। শুধুমাত্র তিনি যাকে দয়া করেন সে ব্যতীত। তখন একটি ঢেউ এসে তাদের মাঝে আড়াল করে দিল এবং সে ডুবে গেল। নূহ (আঃ) তার পুত্রের জন্য দুঃখ করলেন। আর পুত্রের জন্য দুঃখ করাই স্বাভাবিক । নূহ (আঃ) চাইলেন তার পুত্র পানি থেকে বাঁচতে না পারলেও যেন জাহান্নামের আগুন থেকে যেন বেঁচে যায়। কেননা আগুন তো পানির চেয়েও কষ্টকর এবং জাহান্নামের শাস্তিতো পানির শাস্তির চেয়েও ভয়াবহ। আল্লাহ্ কি ও'য়াদা করেননি যে, তিনি তার পরিবারের লোকদের রক্ষা করবেন। অবশ্যই ! আল্লাহ্‌র ও'য়াদা সত্য । তাই তিনি সন্তানের জন্য আল্লাহ্‌র কাছে সুপারিশ করতে চাইলেন।

إِعْرَابُ الْكَلَامِ
বাক্য বিশ্লেষণ

(وَكَانَ لِنُوحٍ ابْنٌ كَانَ مَعَ الْكَافِرِينَ) (لِنُوحٍ) জর-মাজরূর মিলে مَوْجُوْدًا এর সাথে মুতা'য়াল্লিক হয়ে خبر مقدم (ابْنٌ) মওছূফ الضمير المستتر হলো اسم كان (مَعَ الْكَافِرِيْنَ) এর ساكنا مفعول فيه হয়েছে। অতঃপর شبه الجملة হয়ে خبر كان -হয়েছে। اسم كان ও خبر كان মিলে ছিফাত হয়েছে। মওছূফ ও ছিফাত মিলে كان এর اسم হয়েছে। পরিশেষে كان তার ইসম ও খবরকে নিয়ে جملة فعلية হয়েছে।

(قَالَ لَا عَاصِمَ الْيَوْمَ مِنْ أَمْرِ اللّٰهِ إِلَّا مَنْ رَحِمَ) - (قال) ফে'য়েল ও ফা'য়েল মিলে قول (لَا) النافية للجنس (عَاصِمَ) معصوم অর্থে مستثنى منه হয়েছে। (مِنْ أَمْرِ اللّٰهِ) জর-মাজরূর মিলে موجود (اَلْيَوْمُ) এর مفعول فيه হয়েছে। (إِلَّا) হলো حرف الإستثناء عاصم এর সাথে মুতা'য়াল্লিক হয়ে لا এর خبر হয়েছে। (مَنْ رَحِمَ) ফেয়েল-ফা'য়েল ও মাফ'উলুন বিহী মিলে জুমলা হয়ে مستثنى অতঃপর مستثنى منه ও مستثنى মিলে لا এর اسم অবশেষে لا اسم ও خبر মিলে جملة إسمية হয়েছে।

أَجِبْ عَنِ الْأَسْئِلَةِ الْآتِيَةِ بِالْعَرَبِيَّةِ
নীচের প্রশ্নগুলোর আরবীতে উত্তর দাও

(١) مَعَ مَنْ كَانَ ابْنُ نُوحٍ؟
(٢) أَكَانَ مَعَ الْمُؤْمِنِيْنَ؟
(٣) مَاذَا فَعَلَ نُوحٌ لَمَّا رَأَى ابْنَهُ فِى الطُّوفَانِ؟
(٤) أَدَعَاهُ لِيَرْكَبَ مَعَ الْمُؤْمِنِيْنَ ؟
(٥) أَنَهَاهُ أَنْ يَصْحَبَ الْكَافِرِيْنَ؟
(٦) مَاذَا أَجَابَ الْوَلَدُ لَمَّا دَعَاهُ وَالِدُهُ؟
(٧) لِمَ أَرَادَ الْوَلَدُ أَنْ يَأْوِىَ إِلَى الْجَبَلِ؟
(٨) أَكَانَ ظَنُّهُ أَنَّ الْجَبَلَ يَعْصِمُهُ مِنَ الْمَاءِ؟
(٩) أَيَعْصِمُ الْمَخْلُوقُ مَنْ يَعْصِى خَالِقَهُ؟
(١٠) لِأَيِّ غَرَضٍ أَرَادَ نُوحٌ أَنْ يَشْفَعَ لِابْنِهِ؟

شَرْحُ الْكَلِمَاتِ (২১)
শব্দ বিশ্লেষণ

نِدَاءٌ - আহ্বান করা, مُنَادٍ - আহ্বায়ক। حرف النداء - সম্বোধন-অব্যয়। حَاكِمٌ ব-ব حُكَمَاء - বিচারক, শাসক। (ن) حُكْمًا - শাসন করা। تَنْبِيْهًا - সতর্ক করা, حرف التنبيه - সতর্ককারী অব্যয়, اَلسَّاعَةُ الْمُنَبِّهَةُ - ওয়ার্নিং ঘড়ি। تَنَبُّهًا - সতর্ক হওয়া। عِظَةً (ض) উপদেশ দেওয়া, وَاعِظٌ উপদেশ দাতা। مَوْعِظَةٌ ব-ব مَوَاعِظُ উপদেশ। خُسْرَانًا (س) ক্ষতিগ্রস্ত হওয়া। خَاسِرًا - ক্ষতিগ্রস্ত। نَسَبٌ ব-ব أَنْسَابٌ বংশ, কুল।

لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ

"وَ نَادٰى نُوحٌ رَبَّهُ فَقَالَ : رَبِّ إِنَّ ابْنِى مِنْ أَهْلِى وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ وَأَنْتَ أَحْكَمُ الْحٰكِمِيْنَ".

وَلٰكِنَّ اللّٰهَ لَايَنْظُرُ إِلَى الْأَنْسَابِ بَلْ يَنْظُرُ إِلَى الْأَعْمَالِ. وَاللّٰهُ لَايَقْبَلُ الشَّفَاعَةَ فِى الْمُشْرِكِيْنَ وَلَيْسَ الْمُشْرِكُ مِنْ أَهْلِ النَّبِيِّ وَإِنْ كَانَ ابْنَهُ. فَنَبَّهَ اللّٰهُ نُوحًا عَلٰى ذٰلِكَ وَقَالَ :

يٰنُوحُ إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ إِنَّهُ عَمَلٌ غَيْرُ صَالِحٍ فَلَاتَسْئَلْنَّ مَالَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنِّيٓ أَعِظُكَ أَنْ تَكُونَ مِنَ الْجٰهِلِيْنَ". وَتَنَبَّهَ نُوحٌ وَتَابَ إِلَى اللّٰهِ وَقَالَ : "رَبِّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ أَنْ أَسْئَلَكَ مَالَيْسَ لِيْ بِهِ عِلْمٌ وَإِلَّا تَغْفِرْلِيْ وَتَرْحَمْنِيْ أَكُنْ مِّنَ الْخٰسِرِيْنَ".

সে তোমার পরিবারভুক্ত নয়

নূহ (আঃ) তার প্রতিপালকের নিকট আবেদন করে বললেন, প্রভু হে! আমার ছেলেতো আমারই পরিবাভুক্ত। আপনার প্রতিশ্রুতি সত্য, আর আপনিতো শ্রেষ্ঠ বিচারক। কিন্তু আল্লাহ্ তো বংশ দেখেন না, বরং আমল দেখেন। মুশরিকদের ক্ষেত্রে আল্লাহ্ কারো সুপারিশ কবুল করেন না। মুশরিক নবীর ছেলে হলেও নবীর পরিবারভুক্ত হতে পারে না। তাই আল্লাহ্ নূহ (আঃ) কে সর্তক করে বললেন, হে নূহ! সে আপনার পরিবারভুক্ত নয়। সে তো দুষ্কৃতিকারী। অতএব যে বিষয়ে আপনার জ্ঞান নেই সে বিষয়ে আমাকে জিজ্ঞাসা করবেন না। আপনাকে জাহেলদের অন্তর্ভুক্ত না হওয়ার উপদেশ দিচ্ছি। তখন নূহ আঃ) সতর্কিত হয়ে আল্লাহ্র কাছে তওবা করে বললেন, হে আল্লাহ্ ! যে বিষয়ে আমার জ্ঞান নেই সে বিষয়ে আপনার কাছে সওয়াল করা থেকে আমি পানাহ চাই। আপনি যদি আমাকে ক্ষমা ও দয়া না করেন তাহলে আমি ক্ষতিগ্রস্থ হয়ে যাব।

إِعْرَابُ الْكَلَامِ
বাক্য বিশ্লেষণ

لَيْسَ এর ইসম (المشرك)-(وَلَيْسَ الْمُشْرِكُ مِنْ أَهْلِ النَّبِيِّ وَإِنْ كَانَ اِبْنُهُ) (: مِنْ أَهْلِ النَّبِيِّ) معدودا এর সাথে মুতা'য়াল্লিক, শিবহুল ফেয়েলের মাঝে বিদ্যমান যমীর هو হল ذوالحال -(وَإِنْ كَانَ ابْنُهُ) জুমলা

হয়ে حال হয়েছে। ذو الحال ও حال মিলে ليس এর خبر হয়েছে। পরিশেষে ليس তার ইসম ও খবরকে নিয়ে الجملة الفعلية হয়েছে।(إِنِّي أَعِظُكَ أَنْ (أَنْ تَكُوْنَ)- اسم إن হলো الضمر المتكلم - (إِنِّي)- تَكُوْنَ مِنَ الْجَاهِلِيْنَ) এর পুর্বে من উহ্য আছে এবং تَكُوْنَ এর পুর্বে لا উহ্য আছে। (مِنَ الْجَاهِلِيْنَ) مَعْدُوْدًا এর সাথে মুতা'য়াল্লিক হয়ে تَكُوْنَ - খবর হয়েছে। أَعِظُكَ থেকে নিয়ে- শেষ পর্যন্ত জুমলাটি إن خبر হয়েছে। পরিশেষে إن তার ইসম ও খবরকে নিয়ে جملة إسمية হয়েছে।

أَجِبْ عَنِ الْأَسْئِلَةِ الْآتِيَةِ بِالْعَرَبِيَّةِ

নীচের প্রশ্নগুলোর আরবীতে উত্তর দাও

(١) مَاذَا قَالَ نُوحٌ يُنَادِيْ رَبَّهُ؟

(٢) لِأَيِّ شَيْءٍ نَادٰى نُوحٌ رَبَّهُ؟

(٣) أَلِيُنَجِيَ ابْنَهُ مِنْ عَذَابِ الآخِرَةِ نَادَاهُ ؟

(٤) أَيَنْظُرُ اللّٰهُ إِلٰى الْأَنْسَابِ؟

(٥) أَيَنْظُر اللّٰهُ إِلَي الصُّوَرِ وَالْأَلْوَانِ؟

(٦) إِلٰى أَيِّ شَيْءٍ يَنْظُر اللّٰهُ؟

(٧) أَقَبِلَ اللّٰهُ شَفَاعَةَ نُوحٍ لِإِبْنِهٖ؟

(٨) أَيَقْبَلُ اللّٰهُ الشَّفَاعَةَ فِى الْمُشْرِكِيْنَ؟

(٩) لِمَاذَا لَمْ يَقْبَلِ اللّٰهُ شَفَاعَةَ نُوحٍ؟

(١٠) مَاذَا قَالَ اللّٰهُ لِنَبِيِّهٖ نُوحٍ؟

(١١) مَاذَا قَالَ نُوحٌ بَعْدَ أَنْ تَنَبَّهَ؟

شَرْحُ الْكَلِمَاتِ (٢٢)

শব্দ বিশ্লেষণ

(ن) غَوْرًا। পাতালে চলে গেল। (اَلْعَيْنُ) - চক্ষু কোটরা গত হল। (ض) هُبُوطًا -অবতরণ করা। مَهْبَطُ الْوَحْيِ - ওহী অবতরণ স্থল। (ف)مِلأً-পূর্ণ করা, (اَلْمَاءُ) পূর্ণ হওয়া। اِمْتِلَاءٌ - পূর্ণ। مَمْلُوءٌ - পূর্ণ। اَلْمَجْلِسُ مَلِيئٌ بِالنَّاسِ - মজলিস লোকে লোকারণ্য। تَسْوِيَةٌ - বরাবর করা। اِسْتِوَاءٌ - বরাবর হওয়া। سَوَاصُفُوْفَكُمْ - কাতার সোজা করুন। مُبَارَكَة বরকত দান করা।

بَعْدَ الطُّوفَانِ

وَلَمَّا كَانَ مَا أَرَادَهُ اللّٰهُ وَغَرِقَ الْكُفَّارُ أَمْسَكَتِ السَّمَاءُ وَغَارَ الْمَاءُ.وَاسْتَوَتِ السَّفِيْنَةُ عَلٰى جَبَلَ الْجُوْدِيِّ "وَقِيْلَ بُعْدًا لِّلْقَوْمِ الظّٰلِمِيْنَ" . وَقِيْلَ يَا نُوحُ اِهْبِطْ بِسَلَامٍ . وَهَبَطَ نُوحٌ وَأَصْحَابُ السَّفِيْنَةِ . يَمْشُوْنَ عَلَى الْبَرِّبِسَلَامٍ . وَهَلَكَ الْكُفَّارُ

مِنْ قَوْمِ نُوْحٍ فَمَابَكَتْ عَلَيْهِمُ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ. وَبَارَكَ اللّٰهُ فِى ذُرِّيَّةِ نُوْحٍ فَانْتَشَرَتْ فِى الْأَرْضِ وَمَلَأَتِ الْأَرْضَ. وَكَانَ فِيْهَا أُمَمٌ وَكَانَ فِيْهَا أَنْبِيَاءُ وَمُلُوْكٌ. "سَلٰمٌ عَلٰى نُوْحٍ فِى الْعٰلَمِيْنَ".

"سَلٰمٌ عَلٰى نُوْحٍ فِى الْعٰلَمِيْنَ".

জলোচ্ছাসের পর

যখন কাফিরদের ডুবে মরার মাধ্যমে আল্লাহ্র ইচ্ছা পূর্ণ হলো তখন আকাশ বৃষ্টি বন্ধ করে দিল এবং পানি নামতে শুরু করলো জুদি পাহাড়ে কিশ্তি স্থির হয়ে দাঁড়ালো । তখন ঘোষণা হলো, জালিম সম্প্রদায় নিপাত যাক । নূহ (আ:) ও কিশ্তির আরোহীগণ অবতরণ করে নিরাপদে হাঁটতে লাগলো । নূহ (আঃ) এর কওমের কাফিররা ধ্বংস হলো। তাদের মৃত্যুতে আসমান যমীন এক ফোঁটা অশ্রুও ফেলনা। আল্লাহ্র নূহ (আঃ)এর পরিবারে বরকত দান করেছিলেন। ফলে তারা বিপুল সংখ্যায় যমীনে ছড়িয়ে পড়েছিল। তাদের মধ্যে অনেক গোত্র ছিল এবং অনেক নবী রাসূল ও রাজা বাদশাহ্র আবির্ভাব হয়েছিল। সারা জাহানে নূহের প্রতি শান্তি বর্ষিত হোক।

إِعْرَابُ الْكَلَامِ

বাক্য বিশ্লেষণ

(وَقِيْلَ بُعْدًا لِّلْقَوْمِ الظّٰلِمِيْنَ) - (قِيْلَ) ফে'য়েলে মাজহুল, -(بُعْدًا) শব্দটি উহ্য ফে'য়েল থেকে مفعول مطلق হয়েছে (اَلْقَوْمِ الظّٰلِمِيْنَ) المركب التوصيفى হয়ে মাজরূর। জর-মাজরূর মিলে بعدا মাছদারের সাথে মুতায়া'ল্লিক হয়েছে। لَهُمْ উহ্য نائب الفاعل হলো قِيْلَ এর (سَلَامٌ عَلٰى نُوْحٍ) (سَلَامٌ) মুবতাদা (عَلٰى نُوْحٍ) জর-মাজরূর মিলে نازل এর সাথে প্রথম মুতা'য়াল্লিক। (فِى الْعَالَمِيْنَ) জর মাজরুর মিলে نَازِل এর সাথে দ্বিতীয় মুতায়া'ল্লিক হয়েছে। তারপর উভয় মুতায়া'ল্লিক মিলে খবর। কিংবা سَلَام শব্দটি نزل ফেয়েল মাহযুফ থেকে ফা'য়েল হয়েছে।

أَجِبْ عَنِ الْأَسْئِلَةِ الْاٰتِيَةِ بِالْعَرَبِيَّةِ

নীচের প্রশ্নগুলোর আরবীতে উত্তর দাও

(١) مَتٰى أَمْسَكَتِ السَّمَاءُ وَغَارَ الْمَاءُ؟

(٢) أَبَعْدَ هَلَاكِ الْكُفَّارِ أَمْسَكَتِ السَّمَاءُ؟

(٣) لِمَ أَغْرَقَ اللّٰهُ الْكَافِرِيْنَ وَأَنْجَى الْمُؤْمِنِيْنَ ؟

(٤) أ أغْرَقَ اللّٰهُ الْكَافِرِيْنَ لِكُفْرِهِمْ وَأَنْجَى الْمُؤْمِنِيْنَ لإِيْمَانِهِمْ؟

(٥) أيْنَ اسْتَوَتِ السَّفِيْنَةُ؟

(٦) كَيْفَ هَبَطَ نُوْحٌ وَالْمُؤْمِنُوْنَ؟

(٧) أشَعَرَ الْمُؤْمِنُوْنَ بِخَطَرٍ؟

(٨) أبَكَتِ السَّمَاءُ وَالْأرْضُ عَلٰى مَوْتِ الْكَافِرِيْنَ؟

(٩) أفَرِحَتِ السَّمَاءُ وَالْأرْضُ بِنَجَاةِ الْمُؤْمِنِيْنَ؟

(١٠) أمَا صَدَقَ اللّٰهُ فِى كَلَامِهِ ! "وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِيْنَ؟"

شَرْحُ الْكَلِمَاتِ (১)

শব্দ বিশ্লেষণ

جِسْمٌ ব-ব أَجْسَامٌ শরীর। إِبِلٌ ব-ব أَبَالٌ উট। حَدِيْدٌ ব-ব أَحْدَاء লোহা। واد ব-ব أَوْدِيَةٌ উপত্যকা। غَنَمٌ ব-ব أَغْنَامٌ বকরী, মেষ। خَيْلٌ ব-ব خُيُوْلٌ ঘোড়া। مَرْعٰى ব-ব مَرَاعٍ - চারণ ভূমি। رَعْيًا (ف) চরানো। رَاعٍ - রাখাল, দায়িত্বশীল। كُلُّكُمْ رَاعٍ - তোমরা সকলেই দায়িত্বশীল। مَنْظَرٌ ব-ব مَنَاظِرُ - দৃশ্য। صَحْرَاءُ ব-ব صَحَارٰى - মরুভূমি। بُسْتَانٌ ব-ব بَسَاتِيْنُ - বাগিচা। عَيْنٌ ব-ব عُيُوْنٌ - ঝরণা। أَخْضَرُ (مث) خَضْرَاء সবুজ تَأْنِيْثًا স্ত্রী জাতীয় করা।

اَلْقِصَّةُ الثَّانِيَةُ : اَلْعَاصِفَةُ

بَعْدَ نُوْحٍ

بَارَكَ اللّٰهُ فِى ذُرِّيَّةِ نُوْحٍ فَانْتَشَرَتْ فِى الْأَرْضِ.

وَكَانَ مِنْهَا أُمَّةٌ يُقَالُ لَهَا عَادٌ. وَكَانُوْا رِجَالًا أَقْوِيَاءَ، أَجْسَامُهُمْ كَأَنَّهَا مِنْ حَدِيْدٍ، يَغْلِبُوْنَ كُلَّ وَاحِدٍ وَلَا يَغْلِبُهُمْ أَحَدٌ. وَلَا يَخَافُوْنَ أَحَدًا وَيَخَافُهُمْ كُلُّ أَحَدٍ.وَبَارَكَ اللّٰهُ لِعَادٍ فِىْ كُلِّ شَيْءٍ، فَكَانَتْ إِبِلُ عَادٍ وَغَنَمُهَا تَمْلَأُ الْوَادِىَ.

وَكَانَتْ خَيْلُ عَادٍ تَمْلَأُ الْمَيْدَانَ. وَكَانَتْ أَوْلَادُ عَادٍ تَمْلَأُ الْبُيُوْتَ وَإِذَا خَرَجَتْ إِبِلُ عَادٍ وَغَنَمُهَا إِلَى الْمَرْعٰى، كَانَ لَهَا مَنْظَرٌ جَمِيْلٌ جِدًّا. وَإِذَا خَرَجَ الأَطْفَالُ فِى الصَّبَاحِ يَلْعَبُوْنَ،

كَانَ لَهُمْ مَنْظَرٌ جَمِيْلٌ جِدًّا. وَكَانَتْ أَرْضُ عَادٍ كَذٰلِكَ أَرْضًا جَمِيْلَةً خَضْرَاءَ، فِيْهَا بَسَاتِيْنُ وَعُيُوْنٌ كَثِيْرَةٌ.

নূহ (আঃ) এর পর

আল্লাহ্ নূহ (আ:) এর বংশে বরকত দান করেছেন। ফলে তারা পৃথিবীতে বিস্তার লাভ করেছে। তাদের মাঝে 'আদ নামে এক শক্তিশালী জাতি ছিলো। তাদের শরীর ছিল লৌহতুল্য । সকলকে তারা পরাজিত করতো। কিন্তু তাদেরকে কেউ পরাজিত করতে পারতো না। তারা কাউকে ভয় করতো না। কিন্তু সকলেই তাদেরকে ভয় করতো। আল্লাহ্ 'আদ জাতির জন্য সবকিছুতে বরকত দান করেছিলেন। ফলে তাদের উট ও বকরীর পালে উপত্যকা ছেয়ে যেত এবং ঘোড়ার পালে মাঠ ভরে যেত। এভাবে তাদের সন্তান-সন্ততি ঘর-বাড়ী মুখরিত করে তুলতো। যখন তাদের উট ও মেষ পাল চারণ ভূমিতে যেত তখন এক সুন্দর দৃশ্যের অবতারণা হতো। সকাল বেলা যখন তাদের শিশুরা খেলার জন্য বের হত তখন এক মনোরম দৃশ্য পরিলক্ষিত হতো। এভাবে তাদের ভূমি সবুজ শ্যামল ছিল। সেখানে অনেক বাগ বাগিচা ও ঝর্ণারাজি ছিল।

اِعْرَابُ الْكَلَامِ
বাক্য বিশ্লেষণ

(وَكَانَ مِنْهَا أُمَّةٌ يُقَالُ لَهَا عَادٌ) - (مِنْهَا) ثَابِتَةٌ এর সাথে মুতা'য়াল্লিক হয়ে خبر كان - (أُمَّةٌ) মওছূফ (يُقَالُ لَهَا عَادٌ) জুমলা হয়ে ছিফাত। মওছূফ ও ছিফাত মিলে اسم كان হয়েছে। পরিশেষে كَانَ তার ইসম ও খবরকে নিয়ে جملة إسمية হয়েছে।

(أَجْسَامُهُمْ كَأَنَّهَا مِنْ حَدِيْدٍ) - (أَجْسَامُهُمْ) মুবতাদা (كَأَنَّ) الحرف المشبه بالفعل (هَا) الضمير المنصوب হলো كأن এর إسم - (من حديد) مصنوعة শিবহুল ফে'য়েলের সাথে মুতা'য়াল্লিক হয়ে كأن এর خبر হয়েছে। অতঃপর كأن তার اسم ও خبر কে নিয়ে জুমলা হয়ে পুনারায় খবর হয়েছে। অবশেষে মুবতাদা-খবর মিলে জুমলা হয়েছে।

(وَإِذَا خَرَجَتْ إِبِلُ عَادٍ وَغَنَمُهَا إِلَى الْمَرْعٰى كَانَ لَهَا مَنْظَرٌ جَمِيْلٌ) (إذا) اسم الشرط (إِبِلُ عَادٍ وَغَنَمُهَا) মা'তুফ-মা'তুফুন আলাইহি মিলে ফা'য়েল (إِلَى الْمَرْعٰى) ফে'য়েলের সাথে মুতা'য়াল্লিক। ফে'য়েল-ফা'য়েল ও মুতা'য়াল্লিক মিলে শর্ত (كان) فعل ناقص (لَهَا) مشاهدا শিবহুল ফে'য়েলের সাথে متعلق হয়ে خبر مقدم (مَنْظَرٌ جَمِيْلٌ) المركب التوصيفى হয়ে مبتدأ مؤخر - মুবতাদা ও খবর মিলে জুমলা হয়ে জাযা, অবশেষে শর্ত ও জাযা মিলে جملة شرطية হয়েছে।

أَجِبْ عَنِ الأَسْئِلَةِ الآتِيَةِ بِالْعَرَبِيَّةِ

নীচের প্রশ্নগুলোর আরবীতে উত্তর দাও

(١) هَلْ جَاءَتْ عَادٌ مِنْ ذُرِّيَّةِ نُوحٍ؟

(٢) كَيْفَ كَانَتْ قُوَّةُ عَادٍ ؟

(٣) هَلْ كَانَتْ قُوَّتُهُمْ عَجِيْبَةً؟

(٤) كَيْفَ كَانَتْ أَجْسَامُ عَادٍ ؟

(٥) أَكَانَتْ أَجْسَامُهُمْ كَالْحَدِيْدِ؟

(٦) هَلْ كَانُوْا يَغْلِبُوْنَ كُلَّ أَحَدٍ؟

(٧) أَكَانَ يَسْتَطِيْعُ أَنْ يَّغْلِبَهُمْ أَحَدٌ؟

(٩) هَلْ كَانَ الْجَمِيْعُ يَخَافُوْنَهُمْ؟

(١٠) لِمَاذَا كَانَ الْجَمِيْعُ يَخَافُوْنَهُمْ؟

(١١) مَاذَا كَانَ يَمْلَأُ الْوَادِى وَالْمَيْدَانَ؟

(١٢) وَمَاذَا كَانَ يَمْلَأُ الْبَيْتَ وَالْمَرْعٰي؟

(١٣) كَيْفَ كَانَ الْمَنْظَرُ إِذَا خَرَجَ إِبِلُهُمْ إِلَي الْمَرْعٰى؟

(١٤) أَكَانَ الْمَنْظَرُ جَمِيْلاً وَجَاذِبًا ؟

(١٥) كَيْفَ كَانَ الْمَنْظَرُ إِذَا خَرَجَ الأَطْفَالُ فِي الصَّبَاحِ يَلْعَبُوْنَ؟

(١٦) أَكَانَ الْمَنْظَرُ بَدِيْعًا وَمُمْتِعًا ؟

(١٧) اُذْكُرِ الْمُفْرَدَ لِكَلِمَةِ غَنَمٍ؟

(١٨) إِبِلٌ أَمُذَكَّرٌ هٰذَا اللَّفْظُ أَمْ مُؤَنَّثٌ ؟ إِنْ كَانَ مُذَكَّرًا فَكَيْفَ أُنِّثَ فِعْلُهُ

شَرْحُ الْكَلِمَاتِ (٢)

শব্দ বিশ্লেষণ

إِنْعَامًا । نِعْمَةٌ ব-ব نِعَمٌ - প্রাচুর্য। (س) نِعْمَةً - প্রাচুর্যের অধিকারী হওয়া। (عَلٰى)- প্রাচুর্য দান করা। أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ - তাদেরকে নে'য়ামত দান করেছ। مُؤَثِّرٌ । (ض) نَحْتًا - ছাঁচা। أَثَرٌ ব-ব آثَارٌ - পদচিহ্ন। تَأْثِيْرًا - ক্রিয়াশীল হওয়া। - ক্রিয়াশীল। أَثَّرَتْ تِلَاوَتُكَ فِى قَلْبِىْ - তোমার তেলাওয়াত আমার অন্তরে প্রভাব ফেলেছে। ব-ব ذَكِىٌّ । أَغْبِيَاءُ ব-ব غَبِىٌّ - নির্বোধ। مَاهِرٌ/ حَاذِقٌ - দক্ষ। أَذْكِيَاءُ - বুদ্ধিমান। عُقَلَاءُ ব-ব عَاقِلٌ - জ্ঞানী। جِهَاتٌ (ج) جِهَةٌ দিক, দৃষ্টিকোন। حَاجَاتٌ (ج) حَاجَةٌ প্রয়োজন।

كُفْرَانُ عَادٍ

وَلٰكِنَّ عَادًا لَمْ يَشْكُرُوا اللّٰهَ عَلٰى هٰذِهِ النِّعَمِ الْكَثِيْرَةِ، وَنَسِيَتْ عَادٌ قِصَّةَ الطُّوفَانِ الَّتِىْ سَمِعُوْهَا مِنْ آبَائِهِمْ وَ رَأَوْا آثَارَهُ فِى الْأَرْضِ. وَنَسُوْا لِمَاذَا أَرْسَلَ اللّٰهُ الطُّوفَانَ عَلٰى أُمَّةِ نُوحٍ . وَصَارُوْا يَعْبُدُوْنَ الْأَصْنَامَ كَمَا كَانَتْ أُمَّةُ نُوحٍ تَعْبُدُ الْأَصْنَامَ. وَكَانُوا يَنْحِتُوْنَ الْأَصْنَامَ مِنَ الْحِجَارَةِ بِأَيْدِيْهِمْ، ثُمَّ يَسْجُدُوْنَ لَهَا وَيَعْبُدُوْنَهَا. وَكَانُوْا يَسْأَلُوْنَهَا حَاجَاتِهِمْ وَيَدْعُوْنَهَا وَيَذْبَحُوْنَ لَهَا . وَكَانُوا عَلٰى أَثَرِ أُمَّةِ نُوحٍ. وَكَانَتْ عُقُوْلُهُمْ لاَ تَمْنَعُهُمْ مِنْ عِبَادَةِ الْأَصْنَامِ. وَكَانَتْ عُقُوْلُهُمْ لَاتَهْدِيْهِمْ. وَكَانُوْعُقَلَاءَ فِى الدُّنْيَا أَغْبِيَاءَ فِى الدِّيْنِ.

'আদ জাতির অকৃতজ্ঞতা

কিন্তু 'আদ জাতি আল্লাহ্‌র এই অফুরন্ত নে'য়ামতের শোকর আদায় করলো না। তারা পূর্ব পুরুষদের মুখে শুনে ও নিজেদের চোখে যমীনে নিদর্শন দেখেও তুফানের কথা ভুলে গেল। এমনকি আল্লাহ্ নূহের জাতির উপর কেন তুফান পাঠিয়েছিলেন তাও তারা ভুলে গেল। ফলে তারা নূহ সম্প্রদায়ের ন্যায় মূর্তি পূজা শুরু করে দিল। তারা নিজ হাতে পাথরের মূর্তি খোদাই করে সেগুলোর 'ইবাদত করতো ও সিজদা করতো এবং তাদের নিকট নিজেদের প্রয়োজন প্রার্থনা করতো ও তাদের নামে বলি দিত। মোটকথা, তারা নূহ সম্প্রদায়ের পদাঙ্ক অনুসরণ করেছিল। তাদের জ্ঞান-বুদ্ধি তাদেরকে মূর্তি পুজা থেকে বারণ করতো না ও সুপথ দেখাতো না। তারা দুনিয়ার ব্যাপারে বিজ্ঞ ছিল, কিন্তু আখেরাতের ব্যাপারে ছিল অজ্ঞ।

إِعْرَابُ الْكَلَامِ

বাক্য বিশ্লেষণ

(جِدًّا) অর্থ প্রচুর। শব্দটি মূলত أُجِدُ جِدًّا ছিল। উহ্য ফে'য়েল থেকে مفعول مطلق হয়েছে।

(نَسِيَتْ عَادٌ قِصَّةَ الطُّوفَانِ الَّتِىْ سَمِعُوْهَا مِنْ آبَائِهِمْ) عَادٌ ফা'য়েল, (قِصَّةَ) মুদাফ, (الطُّوفَانِ) মওছূফ (الَّتِىْ) اسم الموصول পরবর্তী জুমলা الصلة উভয় মিলে ছিফাত, موصوف ও صفت মিলে مضاف إليه হয়েছে। অতঃপর

উভয় মিলে মাফ'উলুন বিহী, অবশেষে ফে'য়েল ফা'য়েল ও মাফ'উলুন বিহী মিলে জুমলা হয়েছে। (الْوَاوُ) (وَكَانُوْا عُقَلَاءَ فِى الدُّنْيَا أَغْبِيَاءَ فِى الدِّيْنِ) اِسم كان (فِى) জর-মাজরূর মিলে عُقَلَاء এর সাথে متعلق হয়ে প্রথম খবর (فِى الدُّنْيَا) (الدِّيْنِ) জর-মাজরূর মিলে أَغْبِيَاء এর সাথে متعلق হয়ে দ্বিতীয় খবর। পরিশেষে كان তার ইসম ও উভয় খবর নিয়ে جملة فعلية হয়েছে।

أَجِبْ عَنِ الْأَسْئِلَةِ الْاٰتِيَةِ بِالْعَرَبِيَّةِ

নীচের প্রশ্নগুলোর আরবীতে উত্তর দাও

(١) هَلْ شَكَرَتْ عَادُ نِعَمَ اللّٰهِ؟

(٢) أُذْكُرْ جَائِزَةَ الشَّاكِرِ وَعِقَابَ غَيْرِ الشَّاكِرِ ؟

(٣) بِمَ بَشَّرَ اللّٰهُ الشَّاكِرَ ؟

(٤) بِمَ أَنْذَرَ اللّٰهُ غَيْرَ الشَّاكِرِ ؟

(٥) هَلْ ذَكَرَتْ عَادُ قِصَّةَ الطُّوفَانِ؟

(٦) كَيْفَ عَلِمُوا قِصَّةَ الطُّوفَانِ؟

(٧) أَقَرَؤُهَا فِى الْكِتَابِ؟

(٨) أَفَكَّرُوا فِي مُسَبِّبِى الْعَذَابِ؟

(٩) أَاِعْتَبَرُوا بِهَلَاكِ الْعُصَاةِ؟

(١٠) مِمَّ نَحَتُوا الْأَصْنَامَ وَمَاذَا فَعَلُوا بِهَا ؟

(١١) هَلْ كَانَتْ عُقُوْلُهُمْ تَمْنَعُهُمْ مِنْ عِبَادَةِ الْأَصْنَامِ؟

(١٢) هَلْ كَانَتْ عُقُوْلُهُمْ تَهْدِيْهِمْ إِلَى اللّٰهِ؟

(١٣) مِنْ أَيَّةِ جِهَةٍ كَانُوا عُقَلَاءَ وَمِنْ أَيَّةِ جِهَةٍ كَانُوا أَغْبِيَاءَ؟

شَرْحُ الْكَلِمَاتِ

৩. শব্দ বিশ্লেষণ

عُدْوَانًا (ن) -সীমালংঘন করা। وَبَاءٌ ব-ব أَوْبِئَةٌ মহামারী। وَبَالٌ - বিপদ। حَيَوَانٌ। وَحْشٌ ব-ব وُحُوْشٌ - বন্য জন্তু। وَحْشِيٌّ - হিংস্র। وَحْشِيَّةٌ - হিংস্রতা। وَحْشِيٌّ - হিংস্র প্রাণী। فِيْلٌ ব-ব أَفْيَالٌ - হাতী। هِيَاجًا - (ض) - উত্তেজিত হওয়া। هَائِجٌ - উত্তেজিত। اَلْبَحْرُ الْهَائِجُ - উত্তাল সমুদ্র। مُحَارَبَةٌ - যুদ্ধ করা। هَلَاكًا (ض) - ধ্বংস হওয়া। إِهْلَاكًا - ধ্বংস করা। مُهْلِكٌ - ধ্বংসাত্মক। خُطْوَةٌ مُهْلِكَةٌ - ধ্বংসাত্মক পদক্ষেপ। ظُلْمًا (ض) অত্যাচার করা। إِفْسَادًا বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করা।

عُدْوَانُ عَادٍ

وَصَارَتْ قُوَّةُ عَادٍ وَبَالاً عَلَيْهِمْ وَعَلَى النَّاسِ. لِأَنَّهُمْ لَايُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَلَا يُؤْمِنُوْنَ بِالآخِرَةِ. فَمَاذَا يَمْنَعُهُمْ مِنَ الظُّلْمِ؟ وَمَاذَا يَمْنَعُهُمْ مِّنَ الْعُدْوَانِ؟

وَلِمَاذَا لَا يَظْلِمُوْنَ النَّاسَ؟ وَهُمْ لَايَرَوْنَ فَوْقَهُمْ أَحَدًا؟ وَلَايَخَافُوْنَ حِسَابًا وَلَاعِقَابًا. وَكَانُوْا كَوُحُوْشِ الْغَابَةِ، يَظْلِمُ الْكَبِيْرُ مِنْهُمُ الصَّغِيْرَ، وَيَأْكُلُ الْقَوِيُّ مِنْهُمُ الضَّعِيْفَ. وَإِذَا غَضِبُوْا كَانُوا كَالْفِيْلِ الْهَائِجِ، لَا يَلْقَى شَيْئًا إِلَّا قَتَلَهُ.

وَكَانُوْا إِذَا حَارَبُوْا أَهْلَكُوا الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ. وَإِذَا دَخَلُوْا قَرْيَةً أَفْسَدُوْهَا وَجَعَلُوْا أَعِزَّةَ أَهْلِهَا أَذِلَّةً. وَكَانَ الضُّعَفَاءُ يَخَافُوْنَ شَرَّهُمْ وَيَفِرُّوْنَ مِنْ ظُلْمِهِمْ. وَصَارَتْ قُوَّتُهُمْ وَبَالاً عَلَيْهِمْ وَعَلَى النَّاسِ. وَكَذٰلِكَ كُلُّ مَنْ لَا يَخَافُ اللّٰهَ، وَلَا يُؤْمِنُ بِالْآخِرَةِ.

'আদ জাতির সীমালংঘন

'আদ জাতির শক্তি তাদের ও সমস্ত মানুষের জন্য বিপদের কারণ হয়ে দাঁড়ালো । কেননা তারা আল্লাহ্ ও পরকালে বিশ্বাস করতো না। সুতরাং কোন্ শক্তি তাদেরকে জুলুম থেকে বাধা দিবে এবং সীমালংঘন থেকে বারণ করবে? তারা জুলুম করবে না কেন? তারাতো তাদের উপর কাউকে বড় মনে করে না এবং হিসাব-কিতাবের পরওয়া করেনা?

তারা হিংস্র পশুর মত হয়ে গিয়েছিল । বড়রা ছোটদের উপর জুলুম করতো এবং সবলরা দুর্বলদের ঘায়েল করতো। তারা যখন ক্ষিপ্ত হতো তখন মত্ত হাতির মত সামনে যা পেত সাবাড় করে দিত। যখন যুদ্ধে লিপ্ত হতো, তখন ধন-জন সব তছনছ করে ফেলতো। যখন কোন জনপদে হামলা করতো তখন সব নষ্ট করে দিত এবং সেখানকার সম্মানিতদেরকে অপমানিত করতো। দুর্বলরা তাদের জুলুম অত্যাচারের ভয়ে লুকিয়ে থাকতো। মোটকথা, তাদের শক্তি নিজেদের ও জনসাধারণের জন্য ক্ষতির কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছিল । বস্তুত যারা আল্লাহ্কে ভয় করে না ও পরকালকে বিশ্বাস করে না তাদের অবস্থা এমনই হয়ে থাকে।

إِعْرَابُ الْكَلَامِ
বাক্য বিশ্লেষণ

(يَظْلِمُ الْكَبِيرُ مِنْهُمُ الصَّغِيرَ) - (يَظْلِمُ) ফে'য়েল الْكَبِيرُ মওছূফ কিংবা মুবায়্যান, (مِنْهُمْ) اَلْمَعْدُوْد এর সাথে متعلق হয়ে ছিফাত কিংবা বয়ান, উভয় মিলে ফা'য়েল (الصَّغِيرَ) মাফ'উলুন বিহী। পরিশেষে সবগুলো মিলে الجملة الفعلية হয়েছে।

(وإِذَا دَخَلُوا قَرْيَةً أ فْسَدُوهَا وَجَعَلُوا أَعِزَّةَ أَهْلِهَا أَذِلَّةً)

(إِذَا) اسم الشرط (دَخَلَ) ফে'য়েল (الواو) ফা'য়েল (قَرْيَةً) মাফ'উলুন বিহী, ফে'য়েল-ফা'য়েল ও মাফ'উলুন বিহী মিলে শর্ত, (أَفْسَدُوهَا) জুমলা হয়ে معطوف عليه (ওয়াও) حرف العطف (أَعِزَّةَ أَهْلِهَا) المركب الإضافى হয়ে جَعَلَ ফে'য়েলের প্রথম মাফ'উলুন বিহী, أَذِلَّةً দ্বিতীয় মাফ'উলুন বিহী, অতঃপর الجملة الفعلية হয়ে معطوف, মা'তুফ-মা'তুফুন 'আলাইহি মিলে জাযা। শর্ত-জাযা মিলে الجملة الشرطية হয়েছে।

أَجِبْ عَنِ الْأَسْئِلَةِ الْآتِيَةِ بِالْعَرَبِيَّةِ
নীচের প্রশ্নগুলোর আরবীতে উত্তর দাও

(١) كَيْفَ كَانَتْ قُوَّةُ عَادٍ ؟

(٢) هَلْ كَانَتْ قُوَّةُ عَادٍ نَافِعَةً لَهُمْ؟

(٣) هَلْ كَانَتْ قُوَّةُ عَادٍ ضَارَّةً لَهُمْ؟

(٤) لِأَيِّ شَيْءٍ صَارَتْ قُوَّةُ عَادٍ وَبَالًا عَلَيْهِمْ؟

(٥) مَتٰى تَكُوْنُ الْقُوَّةُ وَبَالًا عَلَى النَّاسِ؟

(٦) مَتٰى تَكُوْنُ الْقُوَّةُ رَحْمَةً لِلنَّاسِ؟

(٧) أَتَكُوْنُ الْقُوَّةُ رَحْمَةً إِذَا آمَنَ النَّاسُ بِرَبِّهِمْ؟

(٨) أَتَكُوْنُ الْقُوَّةُ وَبَالًا إِذَا كَفَرَ النَّاسُ بِرَبِّهِمْ؟

(٩) مَا يَمْنَعُ النَّاسَ مِنَ الظُّلْمِ وَمَا يَمْنَعُ النَّاسَ مِنَ الْعُدْوَانِ؟

(١٠) آلإِيْمَانُ يَمْنَعُهُمْ مِنْهُمَا أَمِ الْكُفْرُ؟

(١١) مَنْ يَظْلِمُ الصَّغِيرَ وَيَأْكُلُ الضَّعِيفَ؟

(١٢) كَيْفَ كَانَتْ حَالُهُمْ إِذَا غَضِبُوا أَوْحَارَبُوا ؟

(١٣) مَاذَا كَانُوا يَفْعَلُوْنَ إِذَا دَخَلُوا قَرْيَةً؟

(١٤) هَلْ كَانَ الضُّعَفَاءُ يُحِبُّوْنَهُمْ وَيُقَرِّبُوْنَ مِنْهُمْ؟

شَرْحُ الْكَلِمَاتِ

৪. শব্দ বিশ্লেষণ

فَخْرٌ (ف) (عَلَيْهِ) - গর্ব করা। إِفْتِخَارًا (بِهِ) - গর্ব করা, فَخُوْرٌ - গর্বিত। نَفْتَخِرُبِكَ يَاأَبَا طَاهِرمِصْبَاح! হে আবু তাহের মিছবাহ! আমরা আপনাকে নিয়ে গর্ব করি। طِيْنٌ - কাদামাটি। لَهْوٌ - খেলাধুলা। ضَيَاعًا (ض) - বিনষ্ট হওয়া। إِضَاعَةٌ - বিনষ্ট করা। خُلُوًّا (ن) - শূন্য হওয়া, গত হওয়া। رَفِيْعٌ - উচ্চ। اِرْتِفَاعًا - উঁচু হওয়া, يَرْتَفِعُ صَوْتُ الأَذَانِ مِنَ الْمَنَارَةِ - মিনার থেকে আযান ধ্বনি ভেসে আসে। فِرَارًا (ض) পলায়ন করা। شَرٌّ অনিষ্ট। قُوَّةٌ শক্তি. إِيْمَانًا বিশ্বাস স্থাপন করা।

قُصُوْرُ عَاد

وَكَانَ عَادٌ لاَ شُغْلَ لَهُمْ إِلاَّ الأَكْلُ وَالشُّرْبُ، وَاللَّهْوُ وَاللَّعِبُ. وَكَانَ بَعْضُهُمْ يَفْخَرُ عَلٰى بَعْضٍ فِى بِنَاءِ الْقُصُوْرِ الْعَالِيَةِ وَالْبُيُوْتِ الْوَاسِعَةِ. وَكَانَتْ أَمْوَالُهُمْ تَضِيْعُ فِى الْمَاءِ وَالطِّيْنِ وَالْحِجَارَةِ. وَكَانُوا لاَ يَرَوْنَ مَكَانًا خَالِيًا أَوْ أَرْضًا مُرْتَفِعَةً إِلاَّ بَنَوْا عَلَيْهَا قَصْرًا رَفِيْعًا. وَكَانُوا يَبْنُوْنَ بُيُوْتًا كَأَنَّمَا يَسْكُنُوْنَ فِيْهَا دَائِمًا وَلَا يَمُوْتُوْنَ أَبَدًا.

وَكَانُوا يَبْنُوْنَ قُصُوْرًا مِنْ غَيْرِ حَاجَةٍ وَالنَّاسُ لاَيَجِدُوْنَ مَايَأْكُلُوْنَ وَيَلْبَسُوْنَ. وَكَانَ الْفُقَرَاءُ مِنْهُمْ لاَيَجِدُوْنَ بَيْتًا يَسْكُنُوْنَ فِيْهِ، وَبُيُوْتُ الأَغْنِيَاءِ لاَسَاكِنَ فِيْهَا، وَمَنْ رَآهُمْ وَ رَأى قُصُوْرَهُمْ عَرَفَ أَنَّهُمْ لاَ يُؤْمِنُوْنَ بِالآخِرَةِ.

'আদ জাতির দালান কোঠা

পানাহার ও খেলা ধুলা ব্যতীত 'আদ জাতির আর কোন কাজ ছিল না। সুউচ্চ দালান কোঠা ও সুপ্রশস্থ বাড়ী ঘর নির্মাণে তারা একে অপরের সাথে গর্ব করতো। তাদের ধন সম্পদ কাদা মাটি ও ইট পাথরে নষ্ট হতো। তারা যেখানেই খালি জায়গা অথবা উচু ভূমি দেখত, সেখানেই আকাশচুম্বী প্রাসাদ নির্মাণ করতো। তাদের বাড়ী ঘর দেখে মনে হতো, যেন চির জীবন তারা সেখানে থাকবে, কখনও তাদের মৃত্যু হবে না। তারা অপ্রয়োজনে দালান কোঠা তৈরী করে রাখতো, অথচ সাধারণ লোক খাওয়া পরার মত কিছু পেত না। দরিদ্ররা মাথা গুজাবার জায়গাটুকু পেতনা, অথচ ধনীদের বাড়ীতে থাকার কোন লোক ছিলনা। কেউ তাদেরকে ও তাদের দালান কোঠা দেখলে বুঝতো, তারা পরকালে বিশ্বাস করে না।

إِعْرَابُ الْكَلَامِ

বাক্য বিশ্লেষণ

اسم الشرط (مَنْ) (وَمَنْ رَآهُمْ وَرَآى قُصُوْرَهُمْ عَرَفَ أَنَّهُمْ لَايُؤْمِنُوْنَ بِالآخِرَةِ) মুবতাদা, (رَآهُمْ) মা'তুফুল 'আলাইহি (وَرَآى قُصُوْرَهُمْ) (মা'তুফ, উভয় মিলে খবর, মুবতাদা ও খবর মিলে شرط হয়েছে। (عَرَفَ أَنَّهُمْ لَايُؤْمِنُوْنَ بِالآخِرَةِ) বাক্যটি জুমলা হয়ে جزاء হয়েছে। শর্ত ও জাযা মিলে جملة شرطية হয়েছে।

(وَكَانُوْا يَبْنُوْنَ بُيُوْتًا كَأَنَّمَا يَسْكُنُوْنَ فِيْهَا دَائِمًا وَلَايَمُوْتُوْنَ أَبَدًا) (مَا) الحرف المشبه بالفعل (كَأَنَّ) (كَأَنَّمَا) মওছূফ (بُيُوْتًا) إسم كان (الواو) موصوف। পরবর্তী দুটি জুমলা معطوف عليه ও معطوف মিলে ছিফাত। الكافة ও صفت মিলে يبنى ফে'য়েলের مفعول به হয়েছে। ফে'য়েল-ফা'য়েল ও মাফ'উলুন বিহী মিলে জুমলা হয়ে خبر كان হয়েছে। পরিশেষে كان তার ইসম ও খবরকে নিয়ে الجملة الفعلية হয়েছে।

(وَكَانُوْا لَا يَرَوْنَ مَكَانًا خَالِيًا أَوْ أَرْضًا مُرْتَفِعَةً إِلَّا بَنَوْا عَلَيْهَا قَصْرًا) (مَكَانًاخَالِيًا) হলো كان এর ইসম (لَايَرَوْنَ) ফে'য়েল-ফা'য়েল। (الواو) (رَفِيْعًا) لكن (إلا) অর্থ ذو الحال মা'তুফ-মা'তুফুন 'আলাইহি মিলে (أَرْضًا مُرْتَفِعَةً) ও (عَلَيْهَا) জর-মাজরূর মিলে بنى ফে'য়েলের সাথে متعلق হয়েছে। (قَصْرًا) (رَفِيْعًا) মওছূফ-ছিফাত মিলে মাফ'উলুন বিহী, অতঃপর الجملة الفعلية হয়ে حال হয়েছে। حال ও ذو الحال মিলে مفعول به হয়ে كان এর خبر হয়েছে। পরিশেষে كان তার ইসম ও খবরকে নিয়ে জুমলা ফে'লিয়া হয়েছে।

أَجِبْ عَنِ الْأَسْئِلَةِ الْآتِيَةِ بِالْعَرَبِيَّةِ

নীচের প্রশ্নগুলোর আরবীতে উত্তর দাও

(١) فِىْ أَيِّ شُغْلٍ كَانَتْ عَادٌ؟
(٢) أَكَانُوْا مُشْتَغِلِيْنَ دَائِمًا بِالْأَكْلِ وَالشُّرْبِ؟
(٣) أَكَانُوْا مُسْتَغْرِقِيْنَ دَائِمًا فِى اللَّهْوِ وَاللَّعِبِ؟
(٤) فِيْمَ يَفْخَرُ بَعْضُهُمْ عَلٰى بَعْضٍ؟
(٥) أَكَانُوْا يُنْفِقُوْنَ أَمْوَالَهُمْ فِى سَبِيْلِ اللّٰهِ؟
(٦) أَكَانَ الْفُقَرَاءُ يَنْتَفِعُوْنَ مِنْ أَمْوَالِهِمْ ؟
(٧) فِيْمَ كَانَتْ تَضِيْعُ أَمْوَالُهُمْ؟
(٨) مَاذَا كَانُوْا يَصْنَعُوْنَ إِذَا رَأَوْا مَكَانًا خَالِيًا ؟
(٩) عَلَامَ تَدُلُّ بُيُوْتُهُمُ الْوَاسِعَةُ وَقُصُوْرُهُمُ الْمُرْتَفِعَةُ ؟
(١٠) كَيْفَ كَانَتْ حَالُ الْفُقَرَاءِ وَكَيْفَ كَانَتْ حَالُ الْأَغْنِيَاءِ؟
(١١) أَتُحِبُّ أَنْ تَكُوْنَ غَنِيًّا؟ لِمَ ؟
(١٢) أَتُحِبُّ أَنْ تَكُوْنَ فَقِيْرًا ؟ لِمَ ؟
(١٣) مَتٰى يَكُوْنُ الْغَنِيُّ نَافِعًا ؟
(١٤) مَتٰى يَكُوْنُ الْغَنِيُّ ضَارًّا ؟
(١٥) مَتٰى يَكُوْنُ الْفَقْرُ مَحْمُوْدًا ؟
(١٦) مَتٰى يَكُوْنُ الْفَقْرُ مَذْمُوْمًا ؟

شَرْحُ الْكَلِمَاتِ

৫. শব্দ বিশ্লেষণ

اِسْتِعْمَالًا - ব্যবহার করা, مُسْتَعْمَلٌ - ব্যবহৃত। كَلِمَاتٌ مُسْتَعْمَلَةٌ - ব্যবহৃত শব্দসমূহ। دِيْنٌ ব-ব أَدْيَانٌ - ধর্ম। وِلَادَةٌ (ض) জন্ম দেওয়া, وُلِدَ (مجهول) - জন্মগ্রহণ করা। وُلِدْتُ وَفِى فَمِى مِلْعَقَةُ الذَّهَبِ - আমি বিত্তশালী পরিবারে জন্ম গ্রহণ করেছি। مَوْلِدٌ ব-ব مَوَالِدُ - জন্মস্থান। صَلَاحٌ - সততা। صَلَاحًا (ن) - নির্ভেজাল হওয়া। (لك) সংগত হওয়া। لَايَصْلُحُ لِلْعَالِمِ أَنْ يَحْرِصَ عَلَى الْمَالِ - আলেমের জন্য সম্পদের প্রতি লোভ করা সঙ্গত নয়। نَشَأَ (ف) প্রতিপালিত হওয়া। فَسَادًا (ن) নষ্ট হওয়া, فَاسِدٌ নষ্ট।

هُوْدٌ الرَّسُوْلُ

وَأَرَادَ اللّٰهُ أَنْ يُرْسِلَ إِلٰى عَادٍ رَسُوْلاً. إِنَّ اللّٰهَ لاَ يَرْضٰى لِعِبَادِهِ الْكُفْرَ، إِنَّ اللّٰهَ لاَ يُحِبُّ الْفَسَادَ فِى الْأَرْضِ. وَكَانَ عَادٌ لَا يَسْتَعْمِلُوْنَ عُقُوْلَهُمْ إِلاَّ فِى الْأَكْلِ وَالشُّرْبِ، وَاللَّهْوِ وَاللَّعِبِ وَبِنَاءِ الْبُيُوْتِ. وَقَدْ فَسَدَتْ عُقُوْلُهُمْ لِأَنَّهُمْ لاَ يَسْتَعْمِلُوْنَهَا فِى الدِّيْنِ.

وَكَانَ عَادٌ عُقَلاَءَ فِى الدُّنْيَا أَغْبِيَاءَ فِى الدِّيْنِ، يَعْبُدُوْنَ الْحِجَارَةَ وَلاَيَعْقِلُوْنَ. فَأَرَادَ اللّٰهُ أَنْ يُّرْسِلَ إِلَيْهِمْ رَسُوْلاً يَهْدِيْهِمْ. وَأَرَادَ اللّٰهُ أَنْ يَكُوْنَ هٰذَا الرَّسُوْلُ مِنْ أَنْفُسِهِمْ، يَعْرِفُوْنَهُ وَيَفْهَمُوْنَ كَلاَمَهُ. كَانَ هُوْدٌ ذٰلِكَ الرَّسُوْلَ، وُلِدَ فِىْ بَيْتٍ شَرِيْفٍ فِىْ عَادٍ، وَنَشَأَ عَلٰى عَقْلٍ وَصَلاَحٍ.

আল্লাহ্র রাসূল হূদ (আঃ)

আল্লাহ্ 'আদ সম্প্রদায়ের নিকট একজন রাসূল পাঠাতে চাইলেন । তিনি বান্দার কুফরী ও যমীনে বিশৃংখলা পছন্দ করেন না। 'আদ জাতি পানাহার, খেলা ধুলা ও গৃহ নির্মাণে তাদের বিবেক বৃদ্ধি খরচ করতো । দ্বীনের কাজে বিবেক খরচ না করায় তা বিবেক নষ্ট হয়ে গিয়েছিল। তারা দুনিয়ার ব্যাপারে বুদ্ধিমান আর দ্বীনের ব্যাপারে নির্বোধ ছিল। পাথর পূজা করতো। কিন্তু বুঝতো না। তাই আল্লাহ্ তাদের পথ প্রদর্শনের জন্য একজন রাসূল পাঠাতে চাইলেন। তদ্রুপ আল্লাহ্ চাইলেন এই রাসূল তাদের মধ্য থেকেই হবেন, যেন লোকেরা তাকে চিন্তে পারে ও তার কথা বুঝতে পারে। হূদ (আঃ) হলেন সেই রাসূল । তিনি এক অভিজাত পরিবারে জন্মগ্রহণ করেছেন এবং জ্ঞান ও সততার মাঝে প্রতিপালিত হয়েছেন।

إِعْرَابُ الْكَلاَمِ

বাক্য বিশ্লেষণ

(وَكَانَ عَادٌ لاَيَسْتَعْمِلُوْنَ عُقُوْلَهُمْ إِلاَّ فِى الْأَكْلِ وَالشُّرْبِ)

(عَادٌ) كَانَ এর ইসম, (عقولهم) পূর্ববর্তী ফে'য়েলের মাফ'উলুন বিহী, (فِى فِى) حرف جر-মাজরূর মিলে মোস্তাছনা মিনহু, মাহযুফ (إِلاَّ) حرف الاستثناء (شَئٍ

مستثنى ও مستثنى জর-মাজরূর মিলে মোস্তাছনা, অতঃপর (الأَكْلِ وَالشُّرْبِ) منه মিলে পূর্ববর্তী ফে'য়েলের সাথে متعلق হয়েছে। ফে'য়েল-ফা'য়েল, মুতা'য়াল্লিক ও মাফ'উলুন বিহী মিলে خبر كان হয়েছে। পরিশেষে كان তার ইস্‌ম ও খবরকে নিয়ে الجملة الفعلية হয়েছে।

(وُلِدَ فِيْ بَيْتٍ شَرِيْفٍ فِي عَادٍ) (وُلِدَ) الفعل المجهول তার মাঝে বিদ্যমান যমীর نائب الفاعل (فى) حرف الجر (بَيْتٍ) মওছূফ (شَرِيْفٍ) প্রথম ছিফাত। (فِي عَادٍ) জর-মাযরূর মিলে كَائِن এর সাথে متعلق হয়ে দ্বিতীয় ছিফাত। موصوف ও উভয় صفت মিলে মাজরূর, অতঃপর وُلِدَ ফে'য়েলের সাথে সম্পৃক্ত হয়েছে। অবশেষে ফে'য়েল, নায়েবুল ফা'য়েল ও মুতা'য়াল্লিক মিলে জুমলা ফেলিয়া হয়েছে।

أَجِبْ عَنِ الْأَسْئِلَةِ الْآتِيَةِ بِالْعَرَبِيَّةِ

নীচের প্রশ্নগুলোর আরবীতে উত্তর দাও।

(١) أَيَرْضَى اللّٰهُ لِعِبَادِهِ الْكُفْرَ؟

(٢) أَيُحِبُّ اللّٰهُ مِنْ عِبَادِهِ الْمَعْصِيَةَ؟

(٣) فِيْمَ كَانَ عَادٌ يَسْتَعْمِلُوْنَ عُقُوْلَهُمْ؟

(٤) أَكَانُوْا يَسْتَعْمِلُوْنَهَا فِي الدُّنْيَا؟

(٥) كَيْفَ فَسَدَتْ عُقُوْلُهُمْ؟

(٦) أَكَانَ سَبَبُ فَسَادِهَا أَنَّهُمْ لاَ يَسْتَعْمِلُوْنَهَا فِي الدِّيْنِ ؟

(٧) مَاذَا أَرَادَ اللّٰهُ حِيْنَ نَسِيَ عَادٌ رَبَّهُمْ؟

(٨) هَلْ أَرَادَ اللّٰهُ أَنْ يُّرْسِلَ إِلَيْهِمْ رَسُوْلاً؟

(٩) مَنْ أَرَادَ اللّٰهُ أَنْ يُّرْسِلَ إِلَيْهِمْ رَسُوْلاً ؟

(١٠) لِمَاذَا أَرْسَلَ اللّٰهُ هُوْدًا إِلَى قَوْمِهِ؟

(١١) أَلِيَهْدِيَهُمْ إِلَى اللّٰهِ أَرْسَلَهُ؟

(١٢) أَيْنَ وُلِدَ هُوْدٌ وَكَيْفَ نَشَأَ؟

شَرْحُ الْكَلِمَاتِ

৬. শব্দ বিশ্লেষণ

خِلَافَةٌ (ن) - উত্তরাধিকারী হওয়া, تَخْلِيْفًا উত্তরাধিকারী করা। خَلِيْفَةٌ ব-ব خُلَفَاءُ - উত্তরাধিকারী। كَلْبٌ ব-ব كِلَابٌ - কুকুর। اَلْعَصِيُّ لِمَنْ عَصٰى - যেমন কুকুর তেমন মুগুর। مُفَارَقَةٌ - বিচ্ছিন্ন হওয়া, فَارَقَتِ الرُّوْحُ الْجَسَدَ - দেহ থেকে প্রাণ বের হয়ে গেছে। عَظْمٌ ব-ব عِظَامٌ হাড়, অস্থি। ظِلٌّ ব-ব ظِلَالٌ - ছায়া। مَكَانٌ ظَلِيْلٌ - ছায়াদার স্থান। تَظَلُّلًا (بِهٖ) - ছায়া গ্রহণ করা। إِظْلَالًا - ছায়া দান করা। أَظَلَّكَ اللّٰهُ تَحْتَ ظِلِّ عَرْشِهٖ - আল্লাহ্ তোমাকে আরশের নীচে ছায়া দান করুন। تَبْعًا (س) অনুসরণ করা। رَمْيًا (ض) নিক্ষেপ করা।

دَعْوَةُ هُوْدٍ

وَقَامَ هُوْدٌ فِيْ قَوْمِهٖ يَدْعُوْ وَيَقُوْلُ : "يٰقَوْمِ اُعْبُدُوا اللّٰهَ مَالَكُمْ مِنْ إِلٰهٍ غَيْرُهٗ".

وَقَالَ هُوْدٌ : يَاقَوْمِ كَيْفَ تَعْبُدُوْنَ الْحِجَارَةَ وَلَاتَعْبُدُوْنَ الَّذِيْ خَلَقَكُمْ!؟. يَاقَوْمِ هٰذِهِ الْحِجَارَةُ الَّتِيْ نَحَتُّمُوْهَا أَمْسِ، كَيْفَ تَعْبُدُوْنَهَا الْيَوْمَ؟ إِنَّ اللّٰهَ خَلَقَكُمْ وَ رَزَقَكُمْ، وَبَارَكَ لَكُمْ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ وَالْحَرْثِ وَالنَّسْلِ.

وَجَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِنْ بَعْدِ قَوْمِ نُوْحٍ وَرَزَقَكُمْ قُوَّةً فِي الْجِسْمِ. كَانَ مِنْ حَقِّ هٰذِهِ النِّعَمِ أَنْ تَعْبُدُوا اللّٰهَ وَلَا تَعْبُدُوا غَيْرَهٗ. إِنَّ هٰذَا الْكَلْبَ الَّذِيْ تَرْمُوْنَ إِلَيْهِ بِعَظْمٍ لَايُفَارِقُ بَيْتَكُمْ وَيَتْبَعُكُمْ كَالظِّلِّ. أَفَرَأَيْتُمْ كَلْبًا يَتْرُكُ سَيِّدَهٗ وَيَذْهَبُ إِلٰى غَيْرِهٖ ؟ أَوْ رَأَيْتُمْ حَيَوَانًا يَعْبُدُ حَجَرًا، أَوْرَأَيْتُمْ حَيَوَانًا يَسْجُدُ لِصَنَمٍ؟ هَلِ الْإِنْسَانُ أَذَلُّ مِنَ الْحَيَوَانِ، أَمْ هُوَ أَجَلُّ مِنَ الْحَيَوَانِ؟.

হুদ (আঃ) এর দা'ওয়াত

হুদ (আ:) কওমের মাঝে দাঁড়িয়ে দা'ওয়াত দিলেন, হে আমার কওম। তোমরা আল্লাহ্র 'ইবাদত কর, তিনি ছাড়া তোমাদের কোন মা'বুদ নেই। তিনি আরও বললেন হে আমার কওম ! যিনি তোমাদের সৃষ্টি করেছেন তাঁর 'ইবাদত না করে তোমরা প্রাণহীন পাথরের পূজা কর কিভাবে? কিছুদিন পূর্বে যে পাথর খোদাই করেছ আজ কিভাবে তার 'ইবাদত কর! অথচ আল্লাহ্ তোমাদের সৃষ্টি করেছেন, রিযিক দান করেছেন এবং তোমাদের ধন-সম্পদ, সন্তান সন্ততি,ফল -ফসল ও গবাদি পশুতে বরকত দান করেছেন এবং নূহ (আ:) এর উম্মতের পর তোমাদেরকে যমীনের উত্তরাধীকারী করেছেন এবং দৈহিক শক্তি দান করেছেন। এসব নে'য়ামতের অপরিহার্য দাবী তো এটাই ছিল যে, তোমরা শুধুমাত্র আল্লাহ্র 'ইবাদত করবে। (চিন্তা কর) কুকুরের প্রতি তোমরা মাংসহীন হাড় ছুঁড়ে মার। তুবও সে তোমাদের বাড়ি ছেড়ে চলে যায় না, বরং ছায়ার মত তোমাদের অনুসরণ করে। তোমরা কি এমন কুকুর দেখেছ, যে তার মনিবকে ছেড়ে অন্যের কাছে চলে যায়? অথবা তোমরা কি এমন প্রাণী দেখেছ, যে পাথর পূজা করে কিংবা মূর্তি পূজা করে? তাহলে এবার বল, মানুষ কি প্রাণীর চেয়ে উত্তম না অধম?

إِعْرَابُ الْكَلَامِ

বাক্য বিশ্লেষণ

(وَجَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِنْ بَعْدِ قَوْمِ نُوحٍ) (كُمْ) যমীর ফে'য়েলের مفعول به (خُلَفَاءَ) দ্বিতীয় মাফ'উলুন বিহী, (مِنْ) অতিরিক্ত অব্যয় (بَعْدِ قَوْمِ نُوحٍ) مفعول فيه পরিশেষে ফে'য়েল ফা'য়েল, মাফ'উলুন বিহী ও মাফ'উলুন ফীহি মিলে جملة فعلية হয়েছে।

(كَانَ مِنْ حَقِّ هٰذَا النِّعَمِ أَنْ تَعْبُدُوا اللّٰهَ) (كَانَ) فعل ناقص (مِنْ) حرف الجر (حَقِّ) مضاف (هٰذِه النِّعَم) مبدل منه ও بدل মিলে مضاف اليه অতঃপর উভয়টি মিলে মাজরূর, جار ও مجرور মিলে مقتضى শিবহুল ফে'য়েলের সাথে মিলিত হয়ে كان এর অগ্রবর্তী খবর, (تَعْبُدُوا اللّٰهَ) أن দ্বারা মাছদার হয়ে كان এর পশ্চাৎবর্তী ইসম, পরিশেষে كَانَ তার ইসম ও খবরকে নিয়ে جملة فعلية হয়েছে।

(إِنَّ هٰذَا الْكَلْبَ الَّذِي تَرْمُوْنَ إِلَيْهِ بِعَظْمٍ لَا يُفَارِقُ بَيْتَكُمْ) (إِنَّ) الحرف المشبه بالفعل (هٰذَا) مبدل منه (الْكَلْبُ) মওছূফ (الَّذِي تَرْمُوْنَا إِلَيْهِ بِعَظْمٍ) ইস্মুল মওছূল ও ছিলা মিলে ছিফাত, موصوف ও صفت মিলে بدل তারপর উভয় মিলে اسم إن (بِعَظْمٍ) এর "ب" অব্যয়টি অতিরিক্ত, অবশিষ্ট অংশ خبر إنَّ পরিশেষে إسم إن ও خبر ان মিলে الجملة الإسمية হয়েছে।

أَجِبْ عَنِ الْأَسْئِلَةِ الآتِيَةِ بِالْعَرَبِيَّةِ

নীচের প্রশ্নগুলোর আরবীতে উত্তর দাও

(١) بَيِّنْ دَعْوَةَ هُوْدٍ كَمَا قَرَأْتَ فِى كِتَابِكَ

(٢) إلٰى مَنْ دَعَا هُوْدٌ قَوْمَهُ وَعَمَّ نَهَاهُمْ؟

(٣) مَنْ خَلَّفَ قَوْمَ هُوْدٍ ؟

(٤) أَأَنْعَمَ اللّٰهُ عَلٰى قَوْمِ هُوْدٍ كَمَا أَنْعَمَ عَلٰى قَوْمِ نُوْحٍ؟

(٥) هَلْ شَكَرَ قَوْمُهُ مُنْعِمَهُمْ؟

(٦) أَكَفَرَ قَوْمُ هُوْدٍ بِرَبِّهِمْ كَمَا كَفَرَ قَوْمُ نُوْحٍ بِرَبِّهِمْ؟

(٧) مَتٰى تَزِيْدُ النِّعْمَةُ وَمَتٰى تَنْقُصُ؟

(٨) أَتَزِيْدُ النِّعْمَةُ بِالشُّكْرِ وَتَنْقُصُ بِالْكُفْرِ؟

(٩) أُتْلُ الآ يَةَ الَّتِى بَشَّرَ اللّٰهُ فِيْهَا الشَّاكِرِيْنَ وَحَذَّرَ الْكَافِرِيْنَ .

(١٠) أَعْرِبْ هٰذِهِ الْجُمْلَةَ "أَفَرَأَ يْتُمْ كَلْبًا يَتْرُكُ سَيِّدَهُ؟"

شَرْحُ الْكَلِمَاتِ

৭. শব্দ বিশ্লেষণ

وَصَفَا (ض) - গুণ বর্ণনা করা, مَوْصُوْفٌ - গুণান্বিত। (وَصَفَ الطَّبِيْبُ) ডাক্তার ব্যবস্থা পত্র দিয়েছে। تَبْشِيْرًا (بِهِ) - সুসংবাদ দেওয়া। بَشَّرَ اللّٰهُ بِالْجَنَّةِ - আল্লাহ্ জান্নাতের সুসংবাদ দিয়েছেন। تَبْيِيْنًا - স্পষ্টভাবে প্রকাশ করা। تَبَيُّنًا - স্পষ্টভাবে প্রকাশিত হওয়া। إِطْمِيْنَانًا - নিশ্চিন্ত হওয়া, مُطْمَئِنٌّ - নিশ্চিন্ত। مُطْمَئِنُّ الْبَالِ - নিশ্চিন্ত মন। مَجْنُوْنٌ ব-ব مَجَانِيْنُ - পাগল। مُسْتَشْفَى الْمَجَانِيْنِ - পাগলা গারদ, جُنُوْن - পাগলামি। اَلسَّفِيْهُ حُرٌّ فِىْ تَصَرُّفِهِ - পাগলে কিনা কয় ছাগলে কিনা খায়। جُنَّ (مَجْهُول) পাগল হল।

جَوَابُ الْقَوْمِ

كَانَ الْقَوْمُ فِى شُغْلٍ مِنَ الْأَكْلِ وَالشُّرْبِ وَاللَّهْوِ وَاللَّعِبِ. وَقَدْ رَضُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاطْمَأَنُّوا بِهَا. ضَاقَ قَلْبُهُمْ بِكَلَامِ هُوْدٍ وَقَالَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ : مَايَقُوْلُ هُوْدٌ ؟ مَاذَا يُرِيْدُ هُوْدٌ ؟

نَحْنُ لَانَفْهَمُ كَلَامَهُ! • قَالُوا : سَفِيهٌ أَوْ مَجْنُونٌ! وَلَمَّا دَعَاهُمْ هُودٌ مَرَّةً أُخْرٰى، قَالَ أَشْرَافُ قَوْمِهِ :"إِنَّا لَنَرَاكَ فِىْ سَفَاهَةٍ وَإِنَّا لَنَظُنُّكَ مِنَ الْكٰذِبِيْنَ". "قَالَ : يَاقَوْمِ لَيْسَ بِىْ سَفَاهَةٌ وَلٰكِنِّىْ رَسُوْلٌ مِّنْ رَّبِّ الْعٰلَمِيْنَ" • "أُبَلِّغُكُمْ رِسٰلٰتِ رَبِّىْ وَأَنَا لَكُمْ نَاصِحٌ أَمِيْنٌ•

জাতির উত্তর

কওমের লোকেরা উদর পূর্তি ও আমোদ ফুর্তিতে লিপ্ত ছিল। ইহজীবন নিয়েই তারা সন্তুষ্ট ও পরিতুষ্ট ছিল। হুদ (আঃ) এর কথায় তাদের অন্তর সংকোচিত হয়ে গেল। ফলে তারা একে অপরকে বলল, হুদ বলেটা কি? সে কী চায়? আমরাতো তার কথাবার্তা কিছু বুঝি না। তারা আরও বলল, মাথা খারাপ হয়েছে নাকি? যখন হুদ (আ:) তাদেরকে দ্বিতীয়বার দা'ওয়াত দিলেন তখন তার কওমের অভিজাত লোকেরা বললো, আমরা তোমাকে নির্বোধ ও মিথ্যাবাদী মনে করি। তিনি বললেন, হে কওম! আমি নির্বোধ নই,বরং আমি বিশ্ব জাহানের প্রতিপালকের পক্ষ থেকে প্রেরিত রাসূল। তোমাদের নিকট আমার প্রতিপালকের বাণী প্রচারক ও তোমাদের বিশ্বস্ত শুভাকাংখী।

إِعْرَابُ الْكَلَامِ

বাক্য বিশ্লেষণ

(كَانَ الْقَوْمُ فِى شُغْلٍ مِّنَ الْأَكْلِ وَالشُّرْبِ) (القوم) كَانَ এর ইসম, مِنَ الْأَكْلِ (وَالشُّرْبِ) মুতা'য়াল্লিক হয়েছে شُغُل মাছদারের সাথে, মাছদার তার মুতা'য়াল্লিক কে নিয়ে মাজরূর হয়েছে। জর-মাজরূর মিলে غَارِقًا শিবহুল ফে'য়েলের সাথে মিলিত হয়ে كَانَ এর খবর। পরিশেষে الجملة الفعلية হয়েছে।

(مَايَقُوْلُ هُوْدٌ) (مَا) أَىُّ شَيْءٍ এর অর্থে মুবতাদা, পরবর্তী 'ইবারত জুমলা হয়ে খবর, মুবতাদা ও খবর মিলে জুমলা ইসমিয়া।

أَجِبْ عَنِ الْأَسْئِلَةِ الْآتِيَةِ بِالْعَرَبِيَّةِ

নীচের প্রশ্নগুলোর আরবীতে উত্তর দাও

(١) هَلْ كَانَ النَّاسُ فِى شُغْلٍ مِّنَ الْأَكْلِ وَالشُّرْبِ؟

(٢) أَأَعْرَضَ النَّاسُ عَنْ ذِكْرِ اللّٰهِ وَغَفَلُوْا عَنِ الْآخِرَةِ؟

(٣) أَرَضُوْا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاطْمَأَنُّوْا بِهَا؟

(٤) مَنْ يَفْرَحُوْنَ بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَرْضَوْنَ بِهَا ؟
(٥) وَمَنْ يَفْرَحُوْنَ بِالْحَيَاةِ الآخِرَةِ وَيَرْضَوْنَ بِهَا ؟
(٦) أَلَيْسَ الْمُسْلِمُوْنَ فَرِحِيْنَ بِالآخِرَةِ؟
(٧) أَلَيْسَ الْكَافِرُوْنَ فَرِحِيْنَ بِالدُّنْيَا ؟
(٨) كَيْفَ ضَاقَتْ قُلُوْبُ النَّاسِ؟
(٩) أَبِكَلَامِ هُوْدٍ ضَاقَتْ قُلُوْبُهُمْ؟
(١٠) هَلْ سَبَّ هُوْدٌ قَوْمَهُ؟
(١١) هَلْ جَرَحَ هُوْدٌ قُلُوْبَهُمْ؟
(١٢) مَاذَا قَالَ أَشْرَافُ قَوْمِهِ وَمَاذَا أَجَابَ هُوْدٌ؟
(١٣) بِمَ اتَّهَمَهُ الْقَوْمُ؟
(١٤) أَبِالسَّفَاهَةِ وَالْكِذْبِ اتَّهَمَهُ النَّاسُ ؟

شَرْحُ الْكَلِمَاتِ
৮. শব্দ বিশ্লেষণ

حِكْمَةٌ। أَسَالِيْبُ (ج) أُسْلُوْبٌ পদ্ধতি। حُكَمَاءُ ব-ব حَكِيْمٌ - কৌশলী, প্রজ্ঞাময় ব-ব حِكَمٌ - প্রজ্ঞা, কৌশল। رُفَقَاءُ ব-ব رَفِيْقٌ - কোমল, সঙ্গী। رَفِيْقَةُ الْحَيَاةِ - জীবন সঙ্গিনী। (س) رُفْقًا - কোমল হওয়া। أُجَرَاءُ ব-ব أَجِيْرٌ - মজদুর। أَجْرٌ ব-ব أُجُوْرٌ - প্রতিদান। ذِكْرٌ - উপদেশ, আলোচনা। (س مِنْهُ) عَجَبًا - অবাক হওয়া। عَجِيْبٌ - অদ্ভুত, বিস্ময়কর। أَعَجِبْتَ مِنْ كَلَامِيْ؟ - তুমি কি আমার কথায় অবাক হয়েছ? (ض) فُقْدَانًا হারানো। (ن) نَقْصًا হ্রাস করা।

حِكْمَةُ هُوْدٍ

وَمَازَالَ هُوْدٌ يَنْصَحُ لِقَوْمِهِ وَيَدْعُوْهُمْ بِحِكْمَةٍ وَرِفْقٍ.

قَالَ هُوْدٌ يَاقَوْمِ أَنَا أَخُوْكُمْ وَصَدِيْقُكُمْ بِالأَمْسِ! أَلَاتَعْرِفُوْنَنِيْ؟.يَا إِخْوَانِيْ! لِمَاذَا تَخَافُوْنَنِيْ وَتَفِرُّوْنَ مِنِّيْ؟ إِنِّيْ لَا أَنْقُصُ مِنْ مَالِكُمْ شَيْئًا. يٰقَوْمِ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مَالًا إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى اللّٰهِ" . يَاقَوْمِ ! مَاذَا تَخَافُوْنَ إِنْ آمَنْتُمْ .

بِاللّٰهِ؟ وَاللّٰهِ لَاتَفْقِدُوْنَ مِنْ أَمْوَالِكُمْ شَيْئًا إِذَا آمَنْتُمْ بِاللّٰهِ! بَلْ يُبَارِكُ اللّٰهُ لَكُمْ فِى الرِّزْقِ وَيَزِيْدُ فِىْ قُوَّتِكُمْ.

وَيَا قَوْمِ ! لِمَاذَا تَتَعَجَّبُوْنَ مِنْ رِسَالَتِىْ؟ إِنَّ اللّٰهَ لَا يُكَلِّمُ وَاحِدًا وَاحِدًا! إِنَّ اللّٰهَ لَا يُخَاطِبُ كُلَّ أَحَدٍ يَقُوْلُ لَهٗ: اِفْعَلْ كَذَا، اِفْعَلْ كَذَا! إِنَّ اللّٰهَ يُرْسِلُ إِلٰى كُلِّ قَوْمٍ رَجُلًا مِّنْهُمْ يُكَلِّمُهُمْ وَيَنْصَحُ لَهُمْ. وَقَدْ أَرْسَلَنِىْ إِلَيْكُمْ أُكَلِّمُكُمْ وَأَنْصَحُ لَكُمْ : "أَوَعَجِبْتُمْ أَنْ جَاءَكُمْ ذِكْرٌ مِّنْ رَّبِّكُمْ عَلٰى رَجُلٍ مِّنْكُمْ لِيُنْذِرَكُمْ"؟.

হূদ (আঃ) এর প্রজ্ঞা

হূদ (আঃ) অত্যন্ত প্রজ্ঞা ও কোমলতার সাথে তাঁর কওমকে দা'ওয়াত ও উপদেশ দিতে থাকলেন। হূদ (আ:) বললেন , হে আমার কওম ! আমিতো ইতিপূর্বে তোমাদের ভাই ও বন্ধু ছিলাম । তোমরা কি আমাকে চিনতে পারছো না?. ভাইসব ! তোমরা কিসের ভয়ে আমার থেকে পালাচ্ছো? আমিতো তোমাদের ধন সম্পদের কিছুই কমাব না। হে আমার কওম! আমি তোমাদের কাছে সম্পদ চাই না। আমার প্রতিদানতো একমাত্র আল্লাহ্ দিবেন। হে কওম! আল্লাহ্র প্রতি ঈমান আনলে তোমাদের কিসের ভয়? আল্লাহ্র কসম, আল্লাহ্র প্রতি ঈমান আনলে তোমাদের ধন সম্পদ কিছুই খোয়াবে না। উপরন্তু আল্লাহ্ তোমাদের রিযিকে বরকত দান করবেন এবং তোমাদের শক্তি বৃদ্ধি করবেন। হে কওম ! তোমরা কেন আমার রেসালাতের ব্যাপারে আশ্চর্য হচ্ছো? আল্লাহ্তো এক এক করে কারো সাথে কথা বলেন না। আল্লাহ্তো প্রত্যেককে সম্বোধন করে বলবেন না, এটা কর ওটা কর। বরং আল্লাহ্র বিধান হলো, তিনি প্রত্যেক কওমের নিকট তাদের মধ্য থেকে একজনকে রাসূলরূপে প্রেরণ করেন, যিনি তাদের সাথে কথা বলেন ও তাদেরকে উপদেশ দান করেন। অনুরূপভাবে আল্লাহ্ আমাকে তোমাদের নিকট পাঠিয়েছেন তোমাদের সাথে কথা বলার ও তোমাদেরকে উপদেশ দেওয়ার জন্য। তোমরা কি আশ্চর্য হচ্ছো যে, তোমাদের প্রতিপালকের পক্ষ হতে তোমাদেরকে সতর্ক করার জন্য তোমাদেরই একজনের মাধ্যমে তাঁর উপদেশ এসেছে?

إِعْرَابُ الْكَلَامِ

বাক্য বিশ্লেষণ

(قَالَ هُوْدٌ)- (قَالَ هُوْدُ يَا قَوْمِ ! أَنَا أَخُوْكُمْ وَصَدِيْقُكُمْ بِالْأَمْسِ)

مضاف টি كسرة, মুযাফ (قَوْمِ) حرف النداء (يَا) قول মিলে ফে'য়েল-ফা'য়েল এর পরিবর্তে এসেছে। মূলত ياقومى ছিল। মুযাফ-মুযাফুন ইলাইহি মিলে اليه তারপর উভয় মিলে جملة النداء হয়েছে (أَنَا) মুবতাদা, (وَصَدِيْقُكُمْ منادى الْكَائِنَانِ (بِالْأَمْسِ) মিলে মওছূফ, معطوف عليه ও معطوف) (أَخُوْكُمْ- এর সাথে মিলিত হয়ে ছিফাত, صفت ও موصوف মিলে খবর, مبتدأ ও خبر মিলে জুমলা হয়ে جواب النداء হয়েছে । পরিশেষে مقول القول হয়েছে।

المركب (أَجْرِىَ) الحرف المشبه بليس (إِن) (إِنْ أَجْرِىَ إِلَّا عَلَى اللّٰهِ) হয়ে إن এর ইসম, (عَلٰى اَحَدٍ) ثابتا এর সাথে মিলিত হয়ে مستثنى الإضافى منه (إِلَّا) حرف الاستثناء (عَلَى اللّٰهِ) জর-মাজরূর মিলে ثَابِتًا এর সাথে মিলিত হয়ে مستثنى তারপর উভয় মিলে ان এর খবর, পরিশেষে إن তার ইসম ও খবরকে নিয়ে জুমলা।

(أَوَ عَجِبْتُمْ أَنْ جَاءَكُمْ ذِكْرٌ مِّنْ رَّبِّكُمْ عَلٰى رَجُلٍ مِّنْكُمْ لِيُنْذِرَكُمْ)

حرف (أن) (عَجِبْتُمْ) زائدة (واو) حرف الاستفهام (أ) ফে'য়েল-ফা'য়েল المصدر- (كم) মাফ'উলুন বিহী, (ذِكْرٌ) মওছূফ (مِنْ رَّبِّكُمْ) شبه الفعل এর সাথে মিলিত হয়ে ছিফাত, তারপর উভয় মিলে ফায়েল হয়েছে, (على) হরফুল জর (رَجُلٍ) মওছূফ (مِنْكُمْ) - كَائِنٌ এর সাথে মিলিত হয়ে ছিফাত। মাওসূফ ছিফাত মিলে মাজরূর। জর-মাজরূর মিলে جَاءَ ফে'য়েলের প্রথম মুতা'য়াল্লিক (لِيُنْذِرَكُمْ) জুমলা হয়ে أن দ্বারা মাছদার হয়ে ل এর مجرور হয়েছে। জর-মাজরূর মিলে جاء ফে'য়েলের দ্বিতীয় মুতা'য়াল্লিক, ফে'য়েল-ফা'য়েল ও উভয় মুতা'য়াল্লিক মিলে জুমলা হয়ে أن দ্বারা মাছদার হয়ে উহ্য من হরফুল জর এর মাজরুর হয়েছে। তারপর উভয় মিলে পূর্ববর্তী ফে'য়েলের সাথে متعلق হয়েছে। পরিশেষে الجملة الفعلية হয়েছে।

أَجِبْ عَنِ الْأَسْئِلَةِ الْاٰتِيَةِ بِالْعَرَبِيَّةِ

নীচের প্রশ্নগুলোর আরবীতে উত্তর দাও

(١) بِأَيِّ أُسْلُوْبٍ دَعَا هُوْدٌ قَوْمَهُ؟

(٢) هَلْ دَعَاهُمْ بِحِكْمَةٍ وَرِفْقٍ؟

(٣) بِأَيِّ أُسْلُوْبٍ تَدْعُو النَّاسَ إِلَى اللّٰهِ ؟

(٤) هَلْ عَامَلَهُمْ مُعَامَلَةً قَاسِيَةً؟

(٥) هَلْ عَامَلَهُمْ مُعَامَلَةً رَحِيمَةً؟
(٦) أُذْكُرْ بَعْضَ النَّصَائِحِ الَّتِي نَصَحَ بِهَا هُودٌ قَوْمَهُ؟
(٧) مِمَّنْ طَلَبَ هُودٌ الْجَزَاءَ؟
(٨) أَيُمْكِنُ لِأَحَدٍ أَنْ يَجْزِيَ أَحَدًا كَمَا يَجْزِي اللّٰهُ؟
(٩) مَنْ يُعْطِي الْجَزَاءَ لِلْأَنْبِيَاءِ؟
(١٠) أَلَيْسَ جَزَاءُ اللّٰهِ فَوْقَ كُلِّ جَزَاءٍ؟
(١١) أَلَيْسَ إِكْرَامُ اللّٰهِ فَوْقَ كُلِّ إِكْرَامٍ؟
(١٢) أَتَرْجُو جَزَاءَ عَمَلِكُمْ مِنَ النَّاسِ ؟

شَرْحُ الْكَلِمَاتِ

৯ . শব্দ বিশ্লেষণ

(ض عنه) عِجْزًا - অপারগ হওয়া, عَاجِزٌ - অপারগ। إِعْجَازًا - অপারগ করা। عَاجِزٌ عَنِ الْكَلَامِ - কথা বলতে অপারগ। (س) بَرَاءَةً -নির্দোষ হওয়া, تَبْرِئَةً - নির্দোষ করা। بُرَآء ب-ব بَرِيْئٌ - নির্দোষ। (ض) كَيْدًا ষড়যন্ত্র করা। تَوَكُّلًا (عَلَيْهِ- (ض) ভরসা করা। تَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ - আল্লাহ্র উপর ভরসা কর। مِلْكًا (ض) - অধিকারী হওয়া। مَنْ يَمْلِكُ هٰذَا الْقَلَمَ - এ কলমের মালিক কে? قَطْعًا (ف) - খণ্ডন করা। اِتِّهَامًا (ب) অপবাদ দেওয়া। بَرَاءَةً নির্দোশিতা।

إِيمَانُ هُودٍ

وَلَمْ تَجِدْ عَادٌ جَوَابًا! وَمَا عَلِمُوا كَيْفَ يُجِيبُونَ هُودًا !.
وَلٰكِنَّهُمْ قَالُوا لَمَّا عَجَزُوا : قَدْ غَضِبَتْ عَلَيْكَ آلِهَتُنَا فَأَصَابَكَ مَرَضٌ فِي عَقْلِكَ! وَقَدْ وَقَعَ عَلَيْكَ وَبَالٌ مِّنَ الآلِهَةِ.
قَالَ هُودٌ : إِنَّ هٰذِهِ الْأَصْنَامَ حِجَارَةٌ لَاتَنْفَعُ أَحَدًا وَلَاتَضُرُّ ! وَإِنَّ هٰذِهِ الْأَصْنَامَ حِجَارَةٌ لَاتَتَكَلَّمُ وَلَاتَسْمَعُ وَلَاتَنْظُرُ! إِنَّ هٰذِهِ الْأَصْنَامَ لَاتَمْلِكُ خَيْرًا وَلَاشَرًّا! وَلَاتَمْلِكُ لِأَحَدٍ نَفْعًا وَلَاضَرًّا!
وَإِنَّكُمْ أَيْضًا لَاتَمْلِكُونَ خَيْرًا وَلَاشَرًّا! وَلَاتَمْلِكُونَ لِي نَفْعًا وَلَاضَرًّا! إِنِّي لَا أُومِنُ بِآلِهَتِكُمْ وَلَا أَخَافُهُمْ. وَإِنِّي بَرِيءٌ

مِمَّا تُشْرِكُوْنَ". وَلَا أَخَافُكُمْ أَيْضًا "فَكِيْدُوْنِىْ جَمِيْعًا". "إِنِّىْ تَوَكَّلْتُ عَلَى اللّٰهِ رَبِّىْ وَرَبِّكُمْ". كُلُّ شَيْءٍ تَحْتَ يَدِهٖ، وَلَا تَسْقُطُ وَرَقَةٌ إِلَّا بِإِذْنِهٖ.

হুদ (আঃ) এর ঈমান

‘আদ জাতি কোন উত্তর খুঁজে পেল না। কিভাবে হুদের কথার জবাব দিবে বুঝতে পারল না। ফলে ব্যর্থ হয়ে বললো, আমাদের উপাস্যরা তোমার প্রতি নারাজ হয়েছে। তাই তোমার মস্তিস্কে বিকৃতি দেখা দিয়েছে এবং উপাস্যদের পক্ষ থেকে তোমার উপর বিপদ নেমে এসেছে । হুদ (আ:) বললেন, এই প্রাণহীন পাথরের মূর্তিগুলো কারও উপকার বা অপকার করতে পারে না এবং কারো সাথে কথা বলতে ও দেখাশুনা করতে পারে না। তাছাড়া মূর্তিগুলো কারো ভালো মন্দ ও লাভ লোকসানের মালিক নয়। তোমরাও কারো ভাল মন্দের মালিক নও এবং আমার মঙ্গল অমঙ্গল তোমাদের হাতে নয়। অতএব আমি তোমাদের উপাস্যদের বিশ্বাস করি না এবং তাদের ভয় করি না। তোমরা যা শরীক কর আমি তা থেকে মুক্ত। আমি তোমাদেরও কোন পরওয়া করি না। সুতরাং তোমরা সকলে মিলে আমার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করতে পার। সকলের প্রতিপালক আল্লাহ্‌র উপর আমি ভরসা রাখি। সবকিছু তার করতলগত। তার হুকুম ছাড়া গাছের একটি পাতাও পড়ে না।

إعراب الكلام
বাক্য বিশ্লেষণ

(إِنِّىْ بَرِيْءٌ مِّمَّا تُشْرِكُوْنَ) الضمير المنصوب হলো إِنَّ এর ইসম, (بَرِيْءٌ) শিবহুল ফেয়েল, (مِمَّا) হলো ما الاسم الموصول - (تُشْرِكُوْنَ) صلة - উভয় মিলে مجرور হয়েছে। জর-মাজরূর মিলে شبه الفعل এর সাথে মিলিত হয়ে إن এর খবর। পরিশেষে إن তার ইসম ও খবরকে নিয়ে জুমলা।

(إِنِّي تَوَكَّلْتُ عَلَى اللّٰهِ رَبِّى وَرَبِّكُمْ) (إِنِّى) الضمير المنصوب হলো ان এর إسم অবশিষ্ট অংশ إن এর خبر হয়েছে। (رَبِّي وَرَبِّكُمْ) শব্দ দুটি معطوف ও معطوف عليه মিলে الله থেকে بدل হয়েছে।

أَجِبْ عَنِ الأَسْئِلَةِ الآتِيَةِ بِالْعَرَبِيَّةِ
নীচের প্রশ্নগুলোর আরবীতে উত্তর দাও

(١)هَلْ دَعَا هُودٌ قَوْمَهُ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ؟
(٢) كَيْفَ كَانَتْ نَصِيحَةُ هُودٍ؟
(٣) أَكَانَتْ نَصِيحَتُهُ جَاذِبَةً؟
(٤) كَيْفَ كَانَتْ أَدِلَّةُ هُودٍ؟
(٥) أَكَانَتْ أَدِلَّتُهُ قَوِيَّةً؟
(٦) أَقَدَرَ الْقَوْمُ أَنْ يُثْبِتَ دَعْوَا هُمْ وَيَقْطَعَ أَدِلَّةَ هُودٍ؟
(٧) مَاذَا أَجَابَ الْقَوْمُ لَمَّا عَجَزُوا عَنِ الْجَوَابِ؟
(٨) وَمَاذَا قَالَ هُودٌ لَمَّا اتَّهَمَهُ الْقَوْمُ بِالْجُنُونِ؟
(٩) مِمَّ أَظْهَرَ هُودٌ بَرَاءَتَهُ؟
(١٠) أَأَظْهَرَ الْبَرَاءَةَ مِمَّا يُشْرِكُونَ؟
(١١) عَلٰى مَنْ تَوَكَّلَ هُودٌ؟
(١٢) عَلٰى مَنْ تَتَوَكَّلُونَ أَنْتُمْ ؟

شَرْحُ الْكَلِمَاتِ

১০. শব্দ বিশ্লেষণ

أَدِلَّةٌ ব-ব دَلِيلٌ - প্রমাণ। (إلى) تَفْوِيضًا সোপর্দ করা। اِسْتَدَلَّ بِآيَةِ الْقُرْآنِ - কোরআনের আয়াত দ্বারা প্রমাণ পেশ কর। (به) اِسْتِدْلَالًا প্রমাণ পেশ করা। جَرِيٌّ ব-ব جرآء - সাহসী। (ن) جَرَاءَةً - সহসী হওয়া। بَيِّنَةٌ ব-ব بَيِّنَاتٌ - স্পষ্ট প্রমাণ। عِنَادًا - হঠকারিতা করা। عَنِيدٌ - হঠকারী, অবাধ্য। أَشْتَاقُ إِلَى الْجَنَّةِ - আমি বেহেশ্তের আকাংখী। (إِلَيْهِ) إِشْتِيَاقًا - আগ্রহী হওয়া। عِلْمٌ ব-ব عُلُوْمٌ - জ্ঞান, বিদ্যা। عَدِيْمُ الْعِلْمِ خَيْرٌ مِنْ قَلِيْلِهِ - অল্প বিদ্যা ভংয়ঙ্কর। إِثْبَاتًا - প্রমাণিত করা। اِنْتِظَارًا অপেক্ষা করা।

عِنَادُ عَادٍ

سَمِعَتْ عَادٌ كُلَّ ذٰلِكَ وَلٰكِنَّهُمْ لَمْ يُؤْمِنُوا! ضَاعَتْ فِيهِمْ نَصِيحَةُ هُودٍ!ضَاعَتْ فِيهِمْ حِكْمَةُ هُودٍ. وَقَالُوا يَاهُودُ مَاعِنْدَكَ دَلِيلٌ وَلَابَيِّنَةٌ!. وَلَانَتْرُكُ يَاهُودُ آلِهَتَنَا الْقَدِيمَةَ لِقَوْلِكَ الْجَدِيدِ. أَنَتْرُكُ الآلِهَةَ الَّتِى كَانَ يَعْبُدُهَا آبَاؤُنَا لِقَوْلِ قَائِلٍ؟

أَبَدًا ، أَبَدًا . وَيَا هُوْدُ إِنَّكَ لَاتُؤْمِنُ بِآلِهَتِنَا وَلَاتَخَافُهُمْ . فَإِنَّا لَانُؤْمِنُ بِإِلٰهِكَ وَلَا نَخَافُ عَذَابَهُ. وإِنَّنَا نَسْمَعُكَ كَثِيْرًا تَذْكُرُ الْعَذَابَ، فَأَيْنَ هُوَ يَاهُوْدُ ؟ وَمَتٰى يَجِيئُ؟.

قَالَ هُوْدٌ : "إِنَّمَا الْعِلْمُ عِنْدَ اللهِ وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيْرٌ مُّبِيْنٌ" . قَالَتْ عَادٌ : فَإِنَّنَا نَنْتَظِرُ ذٰلِكَ الْعَذَابَ وَنَشْتَاقُ أَنْ نَرَاهُ . وَتَعَجَّبَ هُوْدٌ مِنْ جَرَاءَتِهِمْ وَتَأَسَّفَ هُوْدٌ عَلٰى سَفَاهَتِهِمْ .

'আদ জাতির হঠকারিতা

আ'দ জাতি এতো কিছু শুনেও ঈমান আনলো না । হুদ (আ:) এর উপদেশ ও প্রজ্ঞা সব তাদের মাঝে বিফলে গেল। তারা বললো, হে হুদ! তোমার কাছে কোন দলীল প্রমাণ নেই। সুতরাং তোমার নতুন কথায় আমাদের পুরাতন উপাস্যদের ত্যাগ করতে পারি না। আমরা কি একজন সাধারণ লোকের কথায় আমাদের পূর্ব পুরুষদের অনুসৃত উপাস্যদের ছেড়ে দেব? কখনও তা হতে পারে না। হে হুদ! তুমি যেমন আমাদের উপাস্যদের প্রতি ঈমান আননা ও তাদের ভয় কর না, তেমনি আমরাও তোমার মা'বুদের প্রতি ঈমান আনবো না এবং তাকে ভয় করবো না। তোমার মুখে বহুবার 'আযাবের কথা শুনেছি, তা কোথায় এবং কবে আসবে ? হুদ (আ:) বললেন," তার সঠিক জ্ঞান আল্লাহ্‌র নিকট । আমি শুধুমাত্র স্পষ্ট সতর্ককারী । তারা বললো, তাহলে আমরা তা উপভোগ করার জন্য অধীর অপেক্ষায় রইলাম। হুদ (আ:) তাদের স্পর্ধা দেখে অবাক হলেন এবং তাদের নির্বুদ্ধিতা দেখে আক্ষেপ করলেন।.

إِعْرَابُ الْكَلَامِ

বাক্য বিশ্লেষণ

(مَا عِنْدَكَ دَلِيْلٌ وَلَا بَيِّنَةٌ) (مَا) الحرف المشبه بليس (عِنْدَكَ) المركب الإضافى ثَابِتٌ হয়ে এর সাথে মিলিত হয়ে مَا এর খবর (دَلِيْلٌ) মা'তুফুন আলাইহি, (واو) হরফুল 'আত্‌ফ (لَا) الحرف الزائد (بينة) মা'তুফ, উভয় মিলে ما এর ইসম। অবশেষে ما তার ইসমও খবরকে নিয়ে جملة اسمية হয়েছে।

(أَنَتْرُكُ الْآلِهَةَ الَّتِيْ كَانَ يَعْبُدُهَا آبَاؤُنَا لِقَوْلِ قَائِلٍ) (الآلهة) মাওসূফ, অবশিষ্ট অংশ ইসমুল মওছূল ও ছিলা মিলে ছিফাত (لِقَوْلِ قَائِلٍ) জর মাজরূর মিলে نَتْرُكُ ফে'য়েলের সাথে متعلق হয়েছে। (أَبَدًا أَبَدًا) মুলত ছিল لَانَتْرُكُ الْآلِهَةَ أَبَدًا أَبَدًا শব্দদ্বয়ের প্রথমটি مؤكد এবং দ্বিতীয়টি تاكيد তারপর ও

(إِنَّمَا الْعِلْمُ عِنْدَ اللّٰهِ) ফে'য়েলের مفعول فيه হয়েছে লানترك মিলে مؤكد عِنْدَ) মুবতাদা (الْعِلْمُ)- الكافة (مَا) الحرف المشبه بالفعل হলো إن (إِنَّمَا)
(اللّٰهِ - موجود এর সাথে মিলিত হয়ে খবর, মুবতাদা ও খবর মিলে জুমলা।

أَجِبْ عَنِ الْأَسْئِلَةِ الْآتِيَةِ بِالْعَرَبِيَّةِ

নীচের প্রশ্নগুলোর আরবীতে উত্তর দাও

(১) هَلْ أَعْجَبَتْ عَادًا نَصِيحَةُ هُودٍ؟

(২) أَضَاعَتْ فِيهِمْ نَصِيحَةُ هُودٍ؟

(৩) مَاذَا قَالُوا لَمَّا دَعَاهُمْ هُودٌ إِلَى اللّٰهِ؟

(৪) هَلْ طَلَبُوا مِنْ هُودٍ الْعَذَابَ الْمَوْعُودَ؟

(৫) أَلَيْسَ مِنْ جَرَاءَتِهِمْ أَنْ يَطْلُبُوا الْعَذَابَ مِنَ النَّبِيِّ؟

(৬) هَلْ أَخْبَرَهُمْ هُودٌ مِيعَادَ الْعَذَابِ؟

(৭) لِمَاذَا لَمْ يُخْبِرْ هُمْ هُودٌ مِيعَادَهُ؟

(৮) أَيَعْلَمُ النَّبِيُّ الْغَيْبَ؟

(৯) مَا رَأْيُكَ فِيمَنْ يَدْعُونَ مَعْرِفَةَ الْغَيْبِ ؟

(১০) أَلَيْسَ الَّذِينَ يَدَّعُونَ مَعْرِفَةَ الْغَيْبِ كَاذِبِينَ؟

(১১) مَاذَا أَجَابَ هُودٌ لَمَّا طَلَبُوا مِنْهُ الْعَذَابَ؟

(১২) هَلْ فَوَّضَ هُودٌ عِلْمَهُ إِلَى اللّٰهِ؟

(১৩) إِلَى مَنْ تُفَوِّضُ أَمْرَكَ؟

شَرْحُ الْكَلِمَاتِ

১১ . শব্দ বিশ্লেষণ

سَحَابٌ। (س) خَرَابًا বিরান হওয়া, خَرَابٌ বিরান। عَذَابًا - শাস্তি দেওয়া। سُحُبٌ ব-ব মেঘ। اِنْقَشَعَ السَّحَابُ - মেঘ কেটে গেছে। غَيْمٌ ব-ব غُيُومٌ - মেঘ। (ض) غَيْمًا (السَّمَاءُ) মেঘ করেছে। (ن) رَقْصًا - নাচা دَابَّةٌ ব-ব دَوَابُّ - প্রাণী। إِظْلَامًا - অন্ধকার হওয়া। مُظْلِمٌ অন্ধকার, (ف) قَلْعًا -উপড়ে ফেলা। (ض) هَدْمًا - ধ্বসে দেওয়া। اِنْهِدَامًا - ধ্বসে যাওয়া। اِسْتِغَاثَةٌ - সাহায্য প্রার্থনা করা। اِعْتِنَاقًا - গলা জড়িয়ে ধরা। نَخِيلٌ - খেজুর গাছ। بُومٌ - প্যাচা। (ض) صَيْحًا চীৎকার করা। (ج) قِطَعٌ قِطْعَةٌ টুকরা।

العذاب

وَكَانَ عَادُ يَنْتَظِرُوْنَ الْمَطَرَ كُلَّ يَوْمٍ، وَيَنْظُرُوْنَ إِلَى السَّمَاءِ فَلَا يَرَوْنَ قِطْعَةَ سَحَابٍ. وَكَانُوا فِي حَاجَةٍ إِلَى الْمَطَرِ، وَكَانَ لَهُمْ شَوْقٌ عَظِيْمٌ إِلَى الْمَطَرِ. ذَاتَ يَوْمٍ رَأَوا سَحَابَةً تَأْتِي إِلَيْهِمْ، فَفَرِحُوا جِدًّا.

وَصَاحُوا : هٰذِهِ سَحَابَةُ مَطَرٍ! هٰذِهِ سَحَابَةُ مَطَرٍ!. وَرَقَصَ النَّاسُ فَرَحًا، وَنَادٰى بَعْضُهُمْ بَعْضًا وَقَالُوا : سَحَابَةُ مَطَرٍ! سَحَابَةُ مَطَرٍ!. وَلٰكِنَّ هُوْدًا فَهِمَ أَنَّ الْعَذَابَ قَدْ جَاءَ. وَقَالَ لَهُمْ هُوْدٌ : لَيْسَ هٰذَا سَحَابُ رَحْمَةٍ، بَلْ هُوَ رِيْحٌ فِيْهَا عَذَابٌ أَلِيْمٌ. وَكَانَ كَذٰلِكَ، فَقَدْ هَبَّتْ رِيْحٌ شَدِيْدَةٌ مَا رَأَى النَّاسُ مِثْلَهَا، وَمَا سَمِعَ النَّاسُ بِمِثْلِهَا. وَهَبَّتِ الْعَاصِفَةُ تَقْلَعُ الْأَشْجَارَ وَتَهْدِمُ الْبُيُوْتَ وَتَحْمِلُ الدَّوَابَّ وَتَرْمِيْهَا إِلٰى مَكَانٍ بَعِيْدٍ. وَطَارَتْ رِمَالُ الصَّحْرَاءِ وَأَظْلَمَتِ الدُّنْيَا فَلَا يَرَى الْإِنْسَانُ شَيْئًا. وَدَخَلَهُمُ الرُّعْبُ فَدَخَلُوا بُيُوْتَهُمْ وَأَغْلَقُوا أَبْوَابَهَا.

وَاعْتَنَقَ الْأَطْفَالُ بِالْأُمَّهَاتِ، وَاعْتَنَقَ النَّاسُ بِالْجُدْرَانِ

وَدَخَلَ النَّاسُ الْحُجُرَاتِ. اَلْأَطْفَالُ يَبْكُوْنَ، وَالنِّسَاءُ يَصِحْنَ، وَالرِّجَالُ يَدْعُوْنَ وَيَسْتَغِيْثُوْنَ. وَكَأَنَّ قَائِلًا يَقُوْلُ : "لَا عَاصِمَ الْيَوْمَ مِنْ أَمْرِ اللّٰهِ". كَانَ ذٰلِكَ سَبْعَ لَيَالٍ وَثَمَانِيَةَ أَيَّامٍ. وَمَاتَ الْقَوْمُ، فَكَانُوا كَأَشْجَارِ النَّخِيْلِ سَقَطَتْ عَلَى الْأَرْضِ، وَكَانَ مَنْظَرًا غَرِيْبًا جِدًّا، اَلنَّاسُ أَمْوَاتٌ يَأْكُلُهُمُ الطَّيْرُ، وَالْبُيُوْتُ خَرَابٌ يَسْكُنُهَا الْبُوْمُ. وَنَجَا هُوْدٌ وَالْمُؤْمِنُوْنَ بِإِيْمَانِهِمْ وَهَلَكَتْ عَادٌ بِكُفْرِهَا وَعِنَادِهَا. "أَلَا إِنَّ عَادًا كَفَرُوْا رَبَّهُمْ، أَلَا بُعْدًا لِعَادٍ قَوْمِ هُوْدٍ".

আল্লাহ্‌র 'আযাব

'আদ জাতি বৃষ্টির অপেক্ষায় প্রতিদিন আকাশের দিকে তাকিয়ে থাকতো, কিন্তু এক খন্ড মেঘও দেখতে পেত না। তাদের বৃষ্টির খুব প্রয়োজন ছিল এবং বৃষ্টির জন্য তাদের প্রচন্ড আগ্রহ ছিল। একদিন এক খন্ড মেঘ ভেসে আসতে দেখে তারা পরম আনন্দে চীৎকার শুরু করলো। এই যে বৃষ্টির মেঘ! এই যে বৃষ্টির মেঘ। লোকেরা আনন্দে নেচে উঠলো এবং একে অপরকে ডাকাডাকি করে বলতে লাগলো, মেঘ এসেছে, মেঘ এসেছে। কিন্তু হুদ (আ:) বুঝতে পারলেন যে,'আযাব অত্যাসন্ন। তাই তিনি তাদেরকে বললেন, এটা রহমতের মেঘ নয় বরং তা কঠিন আযাববাহী বায়ু। আর তাই হলো । প্রচন্ড ঝড় শুরু হলো। এমন ঝড় ইতিপূর্বে মানুষ কখনও চোখে দেখেনি ও কানে শুনেনি। ঝড়ে গাছ পালা উপড়ে ফেলল, বাড়ী ঘর ধ্বসে দিল এবং পশু পাখিকে উড়িয়ে দূরে নিয়ে গেল। মরুভূমির ধুলাবালি উড়ে সারা দুনিয়া অন্ধকার হয়ে গেল। ফলে লোকেরা কিছুই দেখতে পাচ্ছিল না। তারা ভয়ে বাড়ী ঘরে ঢুকে দরজা জানালা বন্ধ করে দিল। শিশুরা মায়ের বুক জড়িয়ে ধরলো ।

লোকেরা ঘরে ঢুকে দেয়াল আঁকড়ে ধরলো। শিশুরা কান্নাকাটি শুরু করল। আর মহিলারা চীৎকার করতে লাগলো এবং পুরুষেরা সাহায্যের জন্য ডাকাডাকি করতে লাগলো। তখন কোন ঘোষক যেন ঘোষণা দিল "আজ আল্লাহ্‌র 'আযাব থেকে কোন রক্ষাকারী নেই। এ অবস্থা আট দিন ,সাত রাত অব্যাহত ছিল । কওমের লোকেরা মরে গোড়া কাটা খেজুর গাছের ন্যায় যমিনে পড়ে রইলো । তখন এক করুণ দৃশ্যের সৃষ্টি হয়েছিল। মানুষের মৃত দেহ পাখিরা ঠোকরে ঠোকরে খাচ্ছে। বাড়ি ঘর জনশূন্য সেখানে প্যাচা বাসা বেঁধেছে। হুদ (আ:) ও মুমিনগণ তাদের ঈমানের বদৌলতে রক্ষা পেলেন, আর 'আদ সম্প্রদায় তাদের কুফরী ও হঠকারিতার কারণে ধ্বংস হলো। জেনে রাখ, 'আদ সম্প্রদায় তাদের প্রতিপালকের সঙ্গে কুফরী করেছে । হুদ (আ:) এর কওমের 'আদ জাতি ধ্বংস হোক।

إِعْرَابُ الْكَلَامِ

বাক্য বিশ্লেষণ

(سَحَابَةً تَأْتِي إِلَيْهِمْ رَأَوْا سَحَابَةً ذَاتَ يَوْمٍ) (ذَاتَ يَوْمٍ) مفعول فيه অগ্রবর্তী (سَحَابَةً) মওছূফ (تَأْتِي إِلَيْهِمْ) জুমলা হয়ে ছিফাত , মওছূফ-ছিফাত মিলে رَأَى ফে'য়েলের مفعول به হয়েছে। পরিশেষে جملة فعلية হয়েছে।

(رَقَصَ النَّاسُ فَرَحًا) (رَقَصَ) ফে'য়েল (النَّاسُ) ফা'য়েল এবং فَرَحًا - مفعول له কিংবা (النَّاسُ) مميز আর (فَرَحًا) تمييز হয়েছে।

(بَلْ هُوَ رِيحٌ فِيهَا عَذَابٌ أَلِيمٌ) (بَلْ) للإضراب (رِيحٌ) মওছূফ (فِيهَا) موجود এর সাথে মিলিত হয়ে خبر مقدم - (عَذَابٌ أَلِيمٌ) মওছূফ-ছিফাত মিলে مبتدأ مؤخر

হয়েছে। মুবতাদা ও খবর মিলে জুমলা হয়ে খবর। অবশেষে মুবতাদা-খবর মিলে الجملة الإسمية হয়েছে।

(تَقْلَعُ الأَشْجَارَ) - ذوالحال (اَلْعَاصِفَةُ) (هَبَّتِ الْعَاصِفَةُ تَقْلَعُ الأَشْجَارَ) জুমলা হয়ে حال হয়েছে حال ও ذوالحال মিলে ফা'য়েল। পরিশেষে الجملة الفعلية হয়েছে।

أَجِبْ عَنِ الأَسْئِلَةِ الآتِيَةِ بِالْعَرَبِيَّةِ

প্রশ্নগুলোর আরবীতে উত্তর দাও

(١) مَاذَا كَانَ يَنْتَظِرُ عَادٌ كُلَّ يَوْمٍ؟

(٢) لِمَاذَا كَانُوا يَنْظُرُوْنَ إِلَى السَّمَاءِ؟

(٣) ذَاتَ يَوْمٍ رَأَوْ سَحَابَةً تَأْتِي إِلَيْهِمْ فَمَاذَا فَعَلُوْا؟

(٤) أَفَرِحَ النَّاسُ وَصَاحُوْا؟ وَرَقَصَ النَّاسُ وَنَادُوْا؟

(٥) أَظَنَّهَا هُوْدٌ سَحَابَةً مَطَرٍ كَمَا ظَنَّ الْقَوْمُ؟

(٦) مَاذَا قَالَ هُوْدٌ حِيْنَ رَأَى الْعَذَابَ؟

(٧) كَيْفَ أَصْبَحَتِ الْحَالُ لَمَّا جَاءَ الْعَذَابُ أَجِبْ بِعِبَارَةِ صَاحِبِ الْكِتَابِ؟

(٨) أَلَا يَمْتَلِئُ قَلْبُكَ خَوْفًا بَعْدَ أَنْ قَرَأْتَ الصَّفْحَةَ الْمَذْكُوْرَةَ؟

(٩) كَمْ يَوْمًا دَامَ الْعَذَابُ؟

(١٠) كَيْفَ نَجَا هُوْدٌ وَالْمُؤْمِنُوْنَ وَكَيْفَ هَلَكَتْ عَادٌ وَالْمُشْرِكُوْنَ؟

اَلْقِصَّةُ الثَّالِثَةُ- نَاقَةُ ثَمُوْدٍ

তৃতীয় ঘটনা ঃ ছামূদ জাতির উটনী

شَرْحُ الْكَلِمَاتِ

(১) শব্দ বিশ্লেষণ

(س) وَرْثًا উত্তরাধিকারী হওয়া, وَارِثٌ উত্তরাধিকারী। تَوْرِيْثًا উত্তরাধিকারী করা। (عَلَيْهِ) تَفَوُّقًا আবাদ করা। عِمَارَةً ব-ব عَمَائِرُ দালান কোঠা। (ن) عُمْرًا /تَعْمِيْرًا تَفَوَّقْتُ عَلَى زُمَلاَئِىْ فِى ছাড়িয়ে যাওয়া, শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করা। (ن) فَوْقًا - السِّبَاحَةِ সাতারে সাথীদের মাঝে শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করেছি। (ن)نَقْشًا অংকন করা শَمْعَةً ব-ব نُقُوْشٌ ব-ব نَقْشٌ নমুনা, আকৃতি। نَقَّاشٌ - ছবি অঙ্কনকারী। ব-ব شَمْعَةٌ شَمَعَاتٌ মোমবাতি। شَمْعٌ মোম। نَبَاتًا - (ن) - উৎপন্ন হওয়া, إِنْبَاتًا - উৎপন্ন করা। بَدِيْعٌ নয়নোভিরাম। رَبِيْعٌ - বসন্তকাল। شِتَاءٌ - শীতকাল। صَيْفٌ - গ্রীষ্মকাল। خَرِيْفٌ - শরৎকাল। صِنَاعَةٌ - পেশা।। (ض) لِيْنًا -নরম হওয়া। إلانـة নরম করা। لَيِّنٌ - কোমল, নরম। جُوْدًا (ن) - ب - দান করা। (السَّمَاءُ) - বৃষ্টি বর্ষণ করা।

بَعْدَ عَادٍ

وَرِثَتْ ثَمُوْدُ عَادًا كَمَا وَرِثَتْ عَادٌ أُمَّةَ نُوْحٍ. وَكَانَتْ ثَمُوْدُ عَلٰى أَثَرِ عَادٍ كَمَا كَانَتْ عَادٌ عَلٰى أَثَرِ أُمَّةِ نُوْحٍ. وَكَانَتْ أَرْضُ ثَمُوْدٍ أَيْضًا أَرْضًا جَمِيْلَةً خَضْرَاءَ، فِيْهَا بَسَاتِيْنُ وَعُيُوْنٌ وَجَنَّاتٌ تَجْرِىْ مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ. وَكَانَتْ ثَمُوْدُ كَعَادٍ فِى الْعِمَارَةِ وَالزِّرَاعَةِ وَفِى كَثْرَةِ الْبَسَاتِيْنِ.

وَفَاقُوْهُمْ فِى الْعَقْلِ وَالصِّنَاعَةِ، فَكَانُوْا يَنْحِتُوْنَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوْتًا وَاسِعَةً جَمِيْلَةً، وَيَنْقُشُوْنَ فِى الْحِجَارَةِ نُقُوْشًا بَدِيْعَةً.

وَقَدْ لاَنَ لَهُمُ الْحَجَرُ بِعَقْلِهِمْ وَصِنَاعَتِهِمْ فَيَصْنَعُوْنَ بِهٖ مَايَصْنَعُ الإِنْسَانُ بِالشَّمْعِ.

وَإِذَا دَخَلَ الْإِنْسَانُ مَدِيْنَتَهُمْ رَأَى عَجَبًا، رَأَى قُصُوْرًا عَظِيْمَةً

كَالْجِبَالِ كَأَنَّمَا بَنَاهَا الْجِنُّ، وَرَأَى أَزْهَارًا جَمِيلَةً فِي الْجُدْرَانِ كَأَنَّمَا أَنْبَتَهَا الرَّبِيعُ. وَقَدْ فَتَحَ اللّٰهُ عَلٰى ثَمُوْدَ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالأَرْضِ، وَقَدْ فَتَحَ اللّٰهُ عَلٰى ثَمُوْدَ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ. وَجَادَتْ لَهُمُ السَّمَآءُ بِالْأَمْطَارِ، وَجَادَتْ لَهُمُ الْأَرْضُ بِالنَّبَاتِ وَالأَزْهَارِ، وَجَادَتْ لَهُمُ الْبَسَاتِيْنُ بِالْفَوَاكِهِ وَالأَثْمَارِ، وَبَارَكَ اللّٰهُ لَهُمْ فِي الرِّزْقِ وَالأَعْمَارِ.

'আদ সম্প্রদায়ের পর

ছামূদ জাতি 'আদ জাতির উত্তরাধিকারী হয়েছিল। যেমন 'আদ জাতি নূহ (আ:) কওমের উত্তরাধিকারী হয়েছিল। ছামূদ জাতি 'আদ জাতির পদাঙ্ক অনুসরণ করল, যেমন 'আদ জাতি নূহ আ:) এর কওমের পদাঙ্ক অনুসরণ করেছিল। ছামূদ জাতির ভূমি অনুরূপভাবে সুন্দর ও সবুজ শ্যামল ছিল। সেখানে অনেক বাগান ও ঝর্ণা ছিল। আর এমন উদ্যান সমূহ ছিল যার তলদেশে নদ নদী প্রবাহিত হতো। তারা 'আদ জাতির মতই নির্মাণ শিল্পে, এবং বপন ও উদ্যান প্রাচুর্যে ভরপুর ছিল। এমনকি বুদ্ধিমত্তায় তাদেরকে ছাড়িয়ে গিয়েছিল। তারা পাহাড় কেটে সুন্দর সুন্দর প্রশস্থ বাড়ি ঘর তৈরী করতো এবং পাথরে মনোরম ছবি অঙ্গন করতো। তাদের জ্ঞান ও শিল্পের দ্বারা পাথর মোমের মত নরম হয়ে গিয়েছিল। ফলে তারা পাথর দ্বারা মোমের মত বিভিন্ন জিনিস বানাতে পারতো। মানুষ তাদের নগরীতে প্রবেশ করে অবাক হয়ে যেত। পাহাড়ের মতো বিশাল প্রাসাদ দেখে মনে হতো দৈত্যরা তা বানিয়েছে। আল্লাহ্ ছামূদ জাতির জন্য আসমান যমীনের সকল কল্যাণের দ্বার উন্মুক্ত করে দিয়েছিলেন। ফলে আসমান বৃষ্টি বর্ষণ করতো। যমীন তাদের জন্য ফুল ফুটাতো এবং বাগান ফল ফসল উৎপন্ন করতো। আল্লাহ্ তাদের হায়াত ও রিযিকে বরকত দান করেছিলেন।

إِعْرَابُ الْكَلَامِ
বাক্য বিশ্লেষণ

(وَرِثَتْ ثَمُوْدُ عَادًا كَمَا وَرِثَتْ عَادٌ أُمَّةَ نُوْحٍ) (وَرِثَ) ফে'য়েল (التاء) (علامة التانيث) (ثَمُوْد) ফা'য়েল (عَادًا) মাফ'উলুনবিহী (ك) حرف الجر (ما) المصدرية অবশিষ্ট অংশ জুমলা হয়ে ما দ্বারা মাছদার হয়ে মাজরূর। জর-মাজরূর মিলে ورث ফে'য়েলের সাথে মিলিত হয়েছে। পরিশেষে ফে'য়েল-ফা'য়েল,মাফ'উলুনবিহীও মুতা'য়াল্লিক মিলে জুমলায়ে ফে'লিয়া হয়েছে।

(كَأَنَّمَا بَنَاهَا الْجِنُّ)- (كأن) الحرف المشبه بالفعل (ما) হলো الكافة -

الجملة الفعلية ফে'য়েল,ফা'য়েলও মাফ'উলুন বিহী মিলে (بَنَاهَا الْجِنُّ) হয়েছে

(كَالْجِبَالِ) ফে'য়েল قُصُوْرًا মওছূফ (رَأى) (رَأى قُصُوْرًا عَظِيْمَةً كَالْجِبَالِ) عَظِيْمَةً শিবহুল ফে'য়েলের সাথে মিলিত হয়ে ছিফাত। মওছূফও ছিফাত মিলে মাফ'উলুন বিহী। পরিশেষে جملة فعلية হয়েছে।

أَجِبْ عَنِ الْأَسْئِلَةِ الْآتِيَةِ بِالْعَرَبِيَّةِ

নীচের প্রশ্নগুলোর আরবীতে উত্তর দাও

(١) مَنْ وَرِثَ عَادًا وَمَنْ وَرِثَ أُمَّةَ نُوحٍ؟

(٢) هَلْ وَرِثَتْ ثَمُوْدُ عَادًا؟

(٣) عَلَامَ كَانَتْ ثَمُوْدُ وَعَلَامَ كَانَتْ عَادٌ؟

(٤) أَكَانَتْ ثَمُوْدُ عَلَى أَثَرِ عَادٍ ؟

(٥) أَ كَانَتْ عَادٌ عَلَى أَثَرِ أُمَّةِ نُوحٍ؟

(٦) كَيْفَ كَانَتْ أَرْضُ ثَمُوْدَ؟

(٧) فِيْمَ فَاقَتْ ثَمُوْدُ عَادًا؟

(٨) مَاذَا يَنْقُشُوْنَ فِي الْحِجَارَةِ وَمَاذَا يَصْنَعُوْنَ بِهَا؟

(٩) مَاذَا يَرَى الْإِنْسَانُ إِذَا دَخَلَ مَدِيْنَتَهُمْ؟

(١٠) مَنْ أَلَانَ لَهُمُ الْحَجَرَ وَمَنْ وَهَبَهُمْ هٰذِهِ الْقُوَّةَ الْعَجِيْبَةَ؟

(١١) أُذْكُرِ النِّعَمَ الَّتِي أَنْعَمَ اللّٰهُ بِهَا عَلَى ثَمُوْدَ.

شَرْحُ الْكَلِمَاتِ

শব্দ বিশ্লেষণ

حَمْلًا (ض) عَلَيْه প্ররোচিত করা। يَحْمِلُ الشَّيْطَانُ النَّاسَ عَلَى الشَّرِّ শয়তান মানুষকে মন্দ কাজের প্রতি প্ররোচিত করে। سُهُوْلَةً (ك) সহজ হওয়া। سَهْلٌ ব-ব سُهُوْلٌ সহজ। تَسْهِيْلًا (له) সহজ করা। سَهَّلَ اللّٰهُ لَكَ طَرِيْقًا إِلَى الْجَنَّةِ আল্লাহ তোমার জন্য বেহেশ্‌তের পথ সুগম করুন। صَعْبٌ ব-ব صِعَابٌ কঠিন, صُعُوْبَةً (ك) কঠিন হওয়া, تَصْعِيْبًا কঠিন করা। صَعَّبْتَ هٰذَا الْأَمْرَ الْيَسِيْرَ - এ সহজ বিষয়টি কঠিন করে ফেলেছ। هِبَةً (ض) দান করা। اِغْتِرَارًا প্রতারিত হওয়া। تَحْرِيْضًا উদ্বুদ্ধ করা।

كُفْرَانُ ثَمُودَ

وَلٰكِنَّ كُلَّ ذٰلِكَ لَمْ يَحْمِلْ ثَمُودَ عَلَى الشُّكْرِ وَعِبَادَةِ اللّٰهِ تَعَالٰى. بَلْ حَمَلَهُمْ ذٰلِكَ عَلَى الْكُفْرِ وَ الطُّغْيَانِ وَنَسُوا اللّٰهَ وَفَرِحُوا بِمَا أُوتُوا وَقَالُوا : مَنْ أَشَدُّ مِنَّا قُوَّةً. وَظَنُّوا أَنَّهُمْ لَا يَمُوتُونَ وَلَا يُخْرَجُونَ مِنْ قُصُورِهِمْ وَجَنَّاتِهِمْ أَبَدًا.

وَظَنُّوا أَنَّ الْمَوْتَ لَا يَدْخُلُ فِي هٰذِهِ الْجِبَالِ وَلَا يَجِدُ إِلَيْهِمْ سَبِيلًا! لَعَلَّهُمْ كَانُوا يَظُنُّونَ أَنَّ أُمَّةَ نُوحٍ إِنَّمَا غَرِقَتْ لِأَنَّهَا كَانَتْ فِي الْوَادِي. وَأَنَّ عَادًا إِنَّمَا هَلَكُوا لِأَنَّهُمْ كَانُوا فِي السَّهْلِ! وَأَنَّهُمْ مِنَ الْخَوْفِ وَالْمَوْتِ بِمَكَانٍ آمِنٍ.

ছামূদ জাতির অকৃতজ্ঞতা

কিন্তু এতসব নে'য়ামত পেয়েও ছামূদ জাতি আল্লাহ্‌র শোকর ও তার 'ইবাদতে উদ্বুদ্ধ হলো না। বরং এতে তাদের কুফরী ও অবাধ্যতা আরও বেড়ে গেলো । তারা আল্লাহ্‌র দেওয়া নে'য়ামতে সীমাহীন খুশী হয়ে আল্লাহ্‌কে ভুলে গেল। উপরন্তু গর্ব করে বললো, আমাদের চেয়ে অধিক শক্তিশালী কে আছে? তারা মনে করতো, তারা কখনও মরবে না এবং তাদের দালান কোঠা ও বাগ বাগিচা থেকে বের হবে না। তারা আরও মনে করতো, এই পাহাড় পর্বতের মাঝে মৃত্যু তদের কাছে আসার পথ খুঁজে পাবে না। সম্ভবত তারা ভাবতো , নূহ (আ:) এ কওম উপত্যাকায় থাকার কারণে ডুবে মরে ছিল, আর 'আদ জাতি নদীর তীরে থাকায় ধ্বংস হয়েছিল কিন্তু তারাতো এখানে মৃত্যুর ভয় থেকে নিরাপদে আছে।

إِعْرَابُ الْكَلَامِ

বাক্য বিশ্লেষণ

(مَنْ أَشَدُّ مِنَّا قُوَّةً) (مَنْ) মুবতাদা (أَشَدُّ) শিবহুল ফে'য়েলের মাঝে বিদ্যমান যমীর هو مميز (مِنَّا) শبه الفعل এর সাথে متعلق(قُوَّةً) تميز - তামীয ও মুমায়্যায মিলে ফা'য়েল, অতঃপর شبه الجملة হয়ে খবর, মুবতাদা ও খবর মিলে জুমলা হয়েছে।

(لَعَلَّهُمْ كَانُوا يَظُنُّونَ أَنَّ أُمَّةَ نُوحٍ إِنَّمَا غَرِقَتْ لِأَنَّهَا كَانَتْ فِي الْوَادِ)

(لَعَلَّ) الحرف المشبه بالفعل (هُم) তার ইসম (الواو) كان এর ইসম, (يَظُنُّونَ) ফে'য়েল-ফা'য়েল (أن) حرف التاكيد والمصدر - (أمة نوح) (غرقت) الكافة (ما) الحرف المشبه بالفعل (إن) (إنما) إسم أن হয়ে المركب الاضافى ফেয়েল-ফায়েল (لأَنَّهَا كَانَتْ فِي الْوَادِي) জুমলা হয়ে ل এর মাজরূর। জর-মাজরূর মিলে غرفت এর সাথে متعلق হয়ে أن এর খবর হয়েছে। তারপর الجملة الإسمية হয়ে أن দ্বারা মাছদার হয়ে يظن ফে'য়েলের মাফ'উলুন বিহী। অতঃপর জুমলা হয়ে كان এর খবর। كان তার ইসম ও খবরকে নিয়ে জুমলা হয়ে لَعَلَّ এর খবর। পরিশেষে لَعَلَّ তার ইসম ও খবরকে নিয়ে জুমলা।

أَجِبْ عَنِ الْأَسْئِلَةِ الْآتِيَةِ بِالْعَرَبِيَّةِ

নীচের প্রশ্নগুলোর আরবীতে উত্তর দাও

(١) مَاذَا فَعَلَتْ ثَمُودُ بَعْدَ أَنْ فَتَحَ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ النِّعَمِ؟

(٢) أَحَمَلَتْهُمُ النِّعَمُ الْمَذْكُورَةُ عَلَى الشُّكْرِ وَعِبَادَةِ اللّٰهِ تَعَالٰى؟

(٣) عَلٰى أَيِّ شَيْءٍ حَمَلَتِ النِّعْمَةَ ثَمُودَ؟

(٤) أَحَمَلَتْهُمْ عَلَى الْكُفْرِ وَالطُّغْيَانِ؟

(٥) أَحَرَضَتْهُمْ عَلَى الْفُسُوقِ وَالْعِصْيَانِ؟

(٦) مَاذَا فَعَلُوا بَعْدَ أن نَسُوا اللّٰه؟

(٧) أَافْتَخَرُوا بِقُوَّتِهِمْ وَاغْتَرُّوا بِعَقْلِهِمْ؟

(٨) مَنْ أَعْطَاهُمْ هٰذِه الْقُوَّة وَمَن وَهَبَهُم هٰذَ الْعَقْلَ؟

(٩) أمَا أَعْطَاهُم اللّٰه هذه القُوةَ وهذا الْعَقْلَ؟

(١٠) أَلَيْسَ مِنَ السَّفَاهَةِ أن يَفْتَخِر الإنسَانُ بِقُوة اللّٰهِ الْمَوْهُوبَةِ؟

(١١) أَلَيْسَ مِنَ الضَّلَالَةِ أن يَغْتَرَّ الإنسَانُ بِعَقْلِ اللّٰهِ الْمُعْطٰى ؟

(١٢) هَلِ الْقُوَّةُ دَائِمَةٌ؟

(١٣) هَلِ الْعَقْلُ خَالِدٌ؟

(١٤) أَلَيْسَتِ الْقُوَّةُ كَظِلٍّ زَائِلٍ؟

(١٥) أَلَيْسَ الْعَقْلُ كَضَيْفٍ رَاحِلٍ؟

شَرْحُ الْكَلِمَاتِ

(৩) শব্দ বিশ্লেষণ

جَاهِلٌ । ب-ب جُهَلَاء - মুর্খ, অজ্ঞ। مَجْهُوْلٌ - অপরিচিত। قَرْيَةٌ مَجْهُوْلَةٌ অখ্যাত গ্রাম। مَعْرُوْفٌ - খ্যাত, পরিচিত। رَجُلٌ مَعْرُوْفٌ পরিচিত লোক। (ف) إِبَاءٌ। - অস্বীকার করা। عُصَاةٌ ব-ব عَاصٍ - تَكْرِيْمًا - সম্মানিত করা। إِذْلَالًا অপদস্ত করা। - تَشْرِيْقًا। قَرْيَةٌ مِثَالِيَّةٌ - আদর্শ গ্রাম। وَلَدٌ عَاصٍ -অবাধ্য সন্তান। অবাধ্য মর্যাদা দেওয়া। إِهَانَةٌ - অপমানিত করা। خُضُوْعًا (ف) নত হওয়া। كِفَايَةٌ (ض)- যথেষ্ট করা। يَكْفِيْ / كَافٍ -যথেষ্ট। إِكْتِفَاءٌ যথেষ্ট হওয়া।

عِبَادَةُ الْأَصْنَامِ

وَلَمْ يَكْفِهِمْ هٰذَا، بَلْ نَحَتُوا الْحِجَارَةَ وَعَبَدُوا الْأَصْنَامَ. وَصَارُوْا يَعْبُدُوْنَ الْحِجَارَةَ كَمَا كَانَتْ أُمَّةُ نُوحٍ تَعْبُدُهَا، وَكَذٰلِكَ عَادٌ. إِنَّ اللّٰهَ قَدْ جَعَلَهُمْ مُلُوْكَ الْحِجَارَةِ، وَلٰكِنَّهُمْ مِنْ جَهْلِهِمْ صَارُوْا عُبَّادَ الْحِجَارَةِ. إِنَّ اللّٰهَ كَرَّمَهُمْ وَرَزَقَهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ. وَلٰكِنَّهُمْ أَهَانُوا أَنْفُسَهُمْ وَأَهَانُوا الْإِنْسَانَ.

"إِنَّ اللّٰهَ لَايَظْلِمُ النَّاسَ شَيْئًا وَلٰكِنَّ النَّاسَ أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُوْنَ". عَجَبًا ! إِنَّ الْحَجَرَ الَّذِيْ يَنْحَتُوْنَه بِأَيْدِيْهِمْ فَلَا يَأْبٰى وَلَا يَعْصِيْهِمْ. قَدْخَضَعُوْالَهُ وَوَقَعُوْا سَاجِدِيْنَ! أَيَعْبُدُ الْقَوِيُّ الضَّعِيْفَ؟ أَيَسْجُدُ السَّيِّدُ لِعَبْدِهِ؟ وَلٰكِنَّهُمْ نَسُوا اللّٰهَ فَنَسُوْا أَنْفُسَهُمْ، وَأَبَوْا أَنْ يَّعْبُدُوا اللّٰهَ فَأَذَلَّهُمُ اللّٰهُ.

মূর্তি পূজা

এতটুকুতেই তারা ক্ষান্ত হলো না, বরং পাথরের মূর্তি তৈরী করে তার পূজা শুরু করলো । তারা নূহ ও 'আদ সম্প্রদায়ের ন্যায় পাথর পূজা করতে লাগলো। আল্লাহ্ তাদেরকে পাথরের মালিক বানিয়েছেন। কিন্তু তারা নিজেদের নির্বুদ্ধিতার কারণে পাথরের গোলাম বনে গিয়েছে। আল্লাহ্ তাদেরকে পবিত্র রিযিক দ্বারা সম্মানিত করেছেন। কিন্তু তারা নিজেদেরকে ও গোটা মানব সম্প্রদায়কে কলংকিত করেছে। নিশ্চয় আল্লাহ্ কারে প্রতি জুলুম করেন না। কিন্তু মানুষ

নিজেরাই নিজেদের উপর জুলুম করে। আশ্চর্য! যে পাথর তারা নিজ হাতে খোদাই করে এবং সেটা তাদের অবাধ্য হয় না, তারা সেই পাথরের সামনে নত হয় ও সিজদায় লুটিয়ে পড়ে। সবল কি কখনও দুর্বলের পূজা করে? মনিব কি কখনও গোলামকে সিজদা করে? কিন্তু তারা আল্লাহ্‌কে ভুলে গিয়ে বস্তুত নিজেদেরকে অপদস্থ করেছিল।

إِعْرَابُ الْكَلَامِ
বাক্য বিশ্লেষণ

(اللہ) (إِنَّ اللّٰهَ لَا يَظْلِمُ النَّاسَ شَيْئًا وَلٰكِنَّ النَّاسَ أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُوْنَ) হলো إن এর ইসম, (النَّاس) প্রথম মাফ'উলুন বিহী, (شَيْأً) দ্বিতীয় মাফ'উলুন বিহী, অতঃপর জুমলা হয়ে إن এর খবর। পরিশেষে الجملة الإسمية হয়ে (النَّاس) الحرف المشبة بالفعل (لٰكِنَّ) حرف العطف (واو) معطوف عليه তার ইসম,(أَنْفُسَهُمْ) পরবর্তী ফে'য়েলের অগ্রবর্তী مفعول به অতঃপর জুমলা হয়ে لٰكِنَّ এর খবর হয়েছে। لٰكِنَّ তার ইসম ও খবরকে নিয়ে জুমলা হয়ে معطوف হয়েছে।

(عَجَبًا) মূলত ছিল عَجِبْتُ عَجَبًا উহ্য ফে'য়েল থেকে مفعول مطلق হয়েছে।

أَجِبْ عَنِ الْأَسْئِلَةِ الْآتِيَةِ بِالْعَرَبِيَّةِ
নীচের প্রশ্নগুলোর আরবীতে উত্তর দাও

(١) مَاذَا كَانَ يَعْبُدُ قَوْمُ ثَمُوْدَ؟

(٢) هَلْ كَانُوا يَعْبُدُوْنَ الْأَصْنَامَ كَأُمَّةِ نُوحٍ وَهُوْدٍ؟

(٣) هَلْ تَبِعَتْ ثَمُوْدُ عَادًا وَأُمَّةَ نُوحٍ؟

(٤) أَمَا جَعَلَهُمُ اللّٰهُ مُلُوْكَ الْحِجَارَةِ؟

(٥) أَلَيْسَ مِنْ جَهْلِهِمْ أَنَّهُمْ يَعْبُدُوْنَ مَا يَصْنَعُوْنَ بِأَيْدِيْهِمْ؟

(٦) بِمَ كَرَّمَ اللّٰهُ قَوْمَ ثَمُوْدٍ؟

(٧) أَكْرَمَهُمْ بِالنَّبَاتِ وَالْأَزْهَارِ؟

(٨) بِمَ شَرَّفَ اللّٰهُ قَوْمَ ثَمُوْدَ؟

(٩) أَشَرَّفَهُمْ بِالْفَوَاكِهِ وَالْأَثْمَارِ؟

(١٠) أَنَسِيَ اللّٰهُ قَوْمُ ثَمُوْدَ وَأَذَلَّهُمْ؟

(١١) أَيَنْقُصُ اللّٰهُ ثَوَابَ الْمُطِيْعِ؟

(١٢) أَيَزِيْدُ اللّٰهُ عِقَابَ الْعَاصِيْ؟

شَرْحُ الْكَلِمَاتِ

(৪) শব্দ বিশ্লেষণ

ব-ব نَجِيْبٌ - نُجَبَاء ব-ব - সুশীল, ভদ্র, । نَجَابَةٌ (ك) -সুশীল হওয়া। لَئِيْمٌ
لُئَمَاء - অভদ্র, ইতর। رَجَاء (ن) - আশা করা। كَسْبًا (ض) - উপার্জন
করা। بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيْكُمْ - তোমাদের হাতের কামাই إِشَارَةٌ (إليه) -
ইঙ্গিত করা। أَنَا طَوْعُ إِشَارَتِكَ - আমি আপনার ইশারার গোলাম।
مُشَاوَرَةٌ - পরামর্শ করা। إِسْتِشَارَةٌ (فى) পরামর্শ চাওয়া। إِسْتَشَرْتُ الْمُعَلِّمَ
فِيْ أَمْرٍ صَعْبٍ - একটি কঠিন বিষয়ে শিক্ষকের নিকট পরামর্শ চেয়েছি।
أَشَارَ (عَلَيْهِ - بِهِ)-পরামর্শ দেওয়া। تَشْرِيْفًا - সম্মানিত করা। شَرِّفْنِى
بِالْقُبُوْلِ - গ্রহণ করে আমাকে ধন্য করুন। كَرَامَةٌ - মর্যাদা। شَرَافَةٌ -
ভদ্রতা। تَحَقُّقًا বাস্তবায়িত হওয়া।

صَالِح (عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ)

وَأَرَادَ اللّٰهُ أَنْ يُّرْسِلَ إِلَيْهِمْ رَسُوْلًا كَمَا أَرْسَلَ إِلٰى أُمَّةِ نُوحٍ وَأَرْسَلَ إِلٰى عَادٍ رَسُوْلًا. إِنَّ اللّٰهَ لَايَرْضٰى لِعِبَادِهِ الْكُفْرَ.

إِنَّ اللّٰهَ لَايُحِبُّ الْفَسَادَ فِى الْأَرْضِ. وَكَانَ فِيْهِمْ رَجُلٌ اسْمُهُ صَالِحٌ، وُلِدَ فِىْ بَيْتٍ شَرِيْفٍ وَنَشَأَ عَلٰى عَقْلٍ وَصَلَاحٍ.

وَكَانَ وَلَدًا نَجِيْبًا جِدًّا، وَكَانَ وَلَدًا رَشِيْدًا جِدًّا، يُشِيْرُ إِلَيْهِ النَّاسُ. وَيَقُوْلُوْنَ : هٰذَا صَالِحٌ، هٰذَا صَالِحٌ. وَكَانَ لِلنَّاسِ فِيْهِ رَجَاءٌ كَبِيْرٌ، يَقُوْلُوْنَ : سَيَكُوْنُ لَهُ شَأْنٌ سَيَكُوْنُ لَهُ شَأْنٌ. يَرَى النَّاسُ أَنَّ صَالِحًا يَكُوْنُ مِنْ أَشْرَافِهِمْ، وَيَكُوْنُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ. وَيَرَوْنَ أَنَّهُ سَيَكُوْنُ لَهُ قَصْرٌ جَمِيْلٌ، وَبُسْتَانٌ كَبِيْرٌ.

وَيَرَى أَبُوْهُ أَنَّ ابْنَهُ يَكْسِبُ بِعَقْلِهِ مَالًا عَظِيْمًا، وَيَخْرُجُ فِى النَّاسِ. يَخْرُجُ عَلٰى فَرَسٍ وَوَرَاءَهُ الْخَدَمُ فَيُسَلِّمُ عَلَيْهِ النَّاسُ، وَيَقُوْلُوْنَ هٰذَا ابْنُ فُلَانٍ، هٰذَا ابْنُ فُلَانٍ!. وَكَمْ يَكُوْنُ سُرُوْرُهُ إِذَا

سَمِعَ النَّاسَ يَقُوْلُوْنَ إِنَّهُ سَعِيْدٌ جِدًّا ، إِنَّ ابْنَهُ غَنِيٌّ جِدًّا. وَلٰكِنَّ اللّٰهَ أَرَادَ غَيْرَ ذٰلِكَ، إِنَّ اللّٰهَ أَرَادَ أَنْ يُّشَرِّفَهُ بِالنُّبُوَّةِ وَيُرْسِلَهُ إِلٰى قَوْمِهِ، لِيُخْرِجَهُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّوْرِ. وَهَلْ فَوْقَ ذٰلِكَ شَرَفٌ؟ وَهَلْ فَوْقَ ذٰلِكَ كَرَامَةٌ؟

আল্লাহ্‌র নবী ছালেহ (আ:)

আল্লাহ্ তাদের নিকট একজন রাসূল পাঠাতে চাইলেন, যেমন নূহ (আ:) এর কওম ও 'আদ জাতির নিকট রাসূল পাঠিয়েছিলেন। কারণ আল্লাহ্ বান্দাদের কুফরী পছন্দ করেন না এবং পৃথিবীতে বিশৃংখলা ভালোবাসেন না। তাদের মাঝে ছালেহ নামক এক ব্যক্তি ছিলেন। তিনি এক সম্ভ্রান্ত পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন এবং জ্ঞান ও সততার মাঝে প্রতিপালিত হন। তিনি অত্যন্ত সুশীল ও ভদ্র বালক ছিলেন। লোকেরা তাকে দেখিয়ে বলতো, এই যে, ছালেহ ! এই যে ছালেহ। তাকে নিয়ে মানুষের অনেক আশা ভরসা ছিল। তারা পরস্পর বলাবলি করতো, বড় হয়ে এ বিরাট কিছু হবে। লোকেরা ভাবতো , ছালেহ তাদের শ্রেষ্ঠ ও ধনীদের মধ্যে গণ্য হবে এবং সে অনেক সুন্দর সুন্দর প্রাসাদ ও বড় বড় উদ্যানের মালিক হবে। তার পিতারও আশা ছিল , ছেলে তার জ্ঞান বুদ্ধি দ্বারা বিপুল সম্পদ উপার্জন করবে। আর সে ঘোড়ায় চড়ে সেবক বেষ্টিত অবস্থায় লোকালয়ে বের হবে। তখন লোকেরা তাকে সালাম করে বলাবলি করবে, এই তো অমুকের ছেলে যায়। তার কত খুশী লাগবে, যখন লোকদের বলতে শুনবেন, ইনি বড় সুখী। তাঁর ছেলে অনেক ধনী।কিন্তু আল্লাহ্‌র ইচ্ছা ছিল অন্য রকম। তিনি চেয়েছিলেন, তাকে নবুওয়াতের মর্যাদা দান করবেন এবং মানুষকে অন্ধকার থেকে আলোতে বের করে আনার জন্য তাকে তার কওমের নিকট রাসূলরূপে প্রেরণ করবেন। এর চেয়ে বড় সম্মান ও মর্যাদা আর কী হতে পারে?

إِعْرَابُ الْكَلَامِ
বাক্য বিশ্লেষণ

خبر (كَانَ فِيْهِمْ رَجُلٌ اسْمُهُ صَالِحٌ) (فيهم) موجودا এর সাথে মিলিত হয়ে كان - (رَجُلٌ) মওছূফ(اسْمُهُ صَالِحٌ) মুবতাদা- খবর মিলে ছিফাত। মওছূফ ছিফাত মিলে اسم كان - পরিশেষে الجملة الفعلية হয়েছে।

(هَلْ فَوْقَ ذٰلِكَ شَرَفٌ) (هَلْ) حرف الاستفهام (فَوْقَ ذٰلِكَ) মুযাফ-মুযাফুন ইলাইহি মিলে ثابت এর সাথে متعلق হয়ে অগ্রবর্তী خبر (شَرَف) পশ্চাৎবর্তী مبتدأ - উভয় মিলে الجملة الإسمية হয়েছে।

(وَكَمْ يَكُوْنُ سُرُوْرُهُ إِذَا سَمِعَ النَّاسَ يَقُوْلُوْنَ) (كَمْ) مميز (مقدارا) تمييز উভয়

মিলে مضاف (إِذَا) اسم ناقص (سُرُوْرُهُ) فعل ناقص (يَكُوْنُ) خبر ناقص অর্থ (النَّاسُ) ذوالحال (يَقُوْلُوْنَ) জুমলা হয়ে حال হয়েছে । হাল ও যুলহাল মিলে مضاف ও - سَمِعَ - এর مفعول به অতঃপর জুমলা হয়ে মুদাফুন ইলাইহ, حين মিলে مفعول فيه হয়েছে। পরিশেষে ফে'য়েলে নাকেস তার ইসম, مضاف اليه খবর ও মাফউলুন ফীহিকে নিয়ে جملة فعلية হয়েছে।

أَجِبْ عَنِ الأَسْئِلَةِ الآتِيَةِ بِالْعَرَبِيَّةِ

নীচের প্রশ্নগুলোর আরবীতে উত্তর দাও

(١) هَلْ أَرَادَ اللّٰهُ أَنْ يُّرْسِلَ إِلٰى ثَمُوْدَ رَسُوْلًا كَمَا أَرْسَلَ إِلٰى الْأُمَمِ الْمَاضِيَةِ؟

(٢) مَنْ أَرْسَلَهُ اللّٰهُ إِلٰى قَوْمِ ثَمُوْدَ ؟

(٣) كَيْفَ كَانَ صَالِحٌ؟

(٤) أَكَانَ وَلَدًا نَجِيْبًا وَرَشِيْدًا ؟

(٥) فِيْ أَيَّةِ أُسْرَةٍ وُلِدَ صَالِحٌ وَعَلَامَ نَشَأَ ؟

(٦) مَاذَا كَانَ النَّاسُ يَظُنُّوْنَ بِهِ ؟

(٧) أَأَصَابَ ظَنُّهُمْ فِيْهِ؟

(٨) مَاذَا كَانَ النَّاسُ يَرْجُوْنَ لَهُ ؟

(٩) أَتَحَقَّقَ رَجَاؤُهُمْ؟

(١٠) مَاذَا كَانَ النَّاسُ يَتَمَنَّوْنَ لَهُ؟

(١١) أَتَكَمَّلَتْ أُمْنِيَّتُهُمْ؟

(١٢) مَاذَا كَانَ النَّاسُ يَقُوْلُوْنَ عَنْهُ؟

(١٣) مَاذَا كَانَ يَحْلِمُ بِهِ أَبُوْهُ وَمَاذَا أَرَادَ اللّٰهُ بِهِ؟

شَرْحُ الْكَلِمَاتِ

(৫) শব্দ বিশ্লেষণ

(ف) بَعْثًا । পুনর্জীবিত করা। - (ض) جَزَاء - প্রতিদান দেওয়া। أَجْزِيَة ব-ব جَزَاء - প্রতিদান। ফসল। زُرُوْع ব-ব زَرْع - অসহায়। مَسَاكِيْن ব-ব مِسْكِيْن - খুদ্দাম ব-ব خَادِمٌ। ধ্বনি দেওয়া। أَصْوَاتٌ ব-ব صَوْتٌ - ধ্বনি - (ن) صَوْتًا - خُدَّامٌ ব-ব خَادِمٌ

أَمَانِ (ج) أُمْنِيَةٌ। সেবক। سَيِّدُ الْقَوْمِ خَادِمُهُمْ - জাতির নায়ক জাতির সেবক।
আকা জ্ক্ষা। تَمَنِّيًا আকাজ্ক্ষা করা। تَكَمُّلاً পূর্ণ হওয়া। حُلْمًا (ف) স্বপ্ন দেখা।
جُلُمٌ (ح) أَحْلَامٌ স্বপ্ন।

دَعْوَةُ صَالِحٍ

وَقَامَ صَالِحٌ فِىْ قَوْمِهٖ يَقُوْلُ بِأَعْلٰى صَوْتِهٖ :

"يٰقَوْمِ اُعْبُدُوا اللّٰهَ مَالَكُمْ مِنْ إِلٰهٍ غَيْرُهٗ". وَكَانَ الْأَغْنِيَاءُ فِى شُغْلٍ مِنَ الْأَكْلِ وَالشُّرْبِ، وَكَانُوْا فِى لَهْوٍ وَلَعِبٍ.

وَكَانُوْا يَعْبُدُوْنَ الْأَصْنَامَ وَلَايَرَوْنَ إِلٰهًا غَيْرَهَا، فَمَا أَعْجَبَتْهُمْ دَعْوَةُ صَالِحٍ. غَضِبَ أَغْنِيَاءُ ثَمُوْدَ وَقَالُوْا : مَنْ هٰذَا ؟

قَالَ الْخُدَّامُ : هٰذَا صَالِحٌ. قَالُوْا : مَاذَا يَقُوْلُ؟ قَالُوْا : يَقُوْلُ : اُعْبُدُوا اللّٰهَ مَالَكُمْ مِنْ إِلٰهٍ غَيْرُهٗ، وَيَقُوْلُ إِنَّ اللّٰهَ يَبْعَثُكُمْ بَعْدَ مَوْتِكُمْ وَيَجْزِيْكُمْ. وَيَقُوْلُ : أَنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ أَرْسَلَنِىْ إِلٰى قَوْمِىْ. ضَحِكَ الْأَغْنِيَاءُ وَقَالُوْا : مِسْكِيْنٌ!. هَلْ يَكُوْنُ هٰذَا رَسُوْلًا ؟ مَاعِنْدَهٗ قَصْرٌ وَلَا بُسْتَانٌ،وَمَالَهٗ زَرْعٌ وَلَانَخِيْلٌ! فَكَيْفَ يَكُوْنُ هٰذَا رَسُوْلًا ؟

ছালেহ (আঃ) এর দা'ওয়াত

ছালেহ (আঃ) তার কওমের মাঝে দাঁড়িয়ে উদাত্ত কণ্ঠে ঘোষণা করলেন,হে কওম! তোমরা আল্লাহ্‌র 'ইবাদত কর। তিনি ছাড়া তোমাদের কোন মা'বূদ নেই। আর কওমের ধনী লোকেরা উদর পূর্তি ও আনন্দ ফুর্তিতে মত্ত ছিল। তারা মূর্তি পূজা করতো, অন্য কিছুকে ইলাহ মানত না। ফলে ছালেহ (আঃ) এর দা'ওয়াত তাদের মনপুত হলো না। তারা ক্রোদ্ধ হয়ে বললো, সে কী বলতো চায়? সেবকরা উত্তর দিল, সে বলছে, তোমরা আল্লাহ্‌র 'ইবাদত কর। তিনি ছাড়া তোমাদের আর কোন মাবূদ নেই। তিনি তোমাদেরকে মৃত্যুর পর পুনর্জীবিত করবেন এবং তোমাদের কর্মের প্রতিদান দিবেন। সে আরও বলে, আমি আল্লাহ্‌র রাসূল। তিনি আমাকে রাসূল বানিয়ে আমার কওমের নিকট পাঠিয়েছেন। তখন ধনী লোকেরা বিদ্রুপের হাসি হেসে বললো, ভিক্ষুক! সে আবার রাসূল হবে? তার না আছে প্রাসাদ , না আছে বাগান, না আছে ফল ফসল , তাহলে এ কি করে রাসূল হবে?

إِعْرَابُ الْكَلَامِ
বাক্য বিশ্লেষণ

(صَالِحٌ) استئنافية (واو) (وَقَامَ صَالِحٌ فِى قَوْمِهِ يَقُوْلُ بِأَعْلَى صَوْتِهِ) (فِى قَوْمِهِ) ذوالحال জার-মাজরুর মিলে ফে'য়েলের সাথে متعلق হয়েছে, এবং পরবর্তী অংশ জুমলা হয়ে حال হয়েছে। حال ও ذوالحال মিলে ফায়েল, পরিশেষে جملة فعلية হয়েছে।

(قَالُوا) ফে'য়েল-ফা'য়েল মিলে قول (مِسْكِيْنٌ) উহ্য মুবতাদা এর খবর। মূলত هو مسكين -ছিল।

أَجِبْ عَنِ الْأَسْئِلَةِ الْآتِيَةِ بِالْعَرَبِيَّةِ
নীচের প্রশ্নগুলোর আরবীতে উত্তর দাও

(١) بِأَيِّ طَرِيْقٍ دَعَا صَالِحٌ قَوْمَهُ؟
(٢) هَلْ أَجَابَ الأَغْنِيَاءُ دَعْوَةَ صَالِحٍ؟
(٣) هَلْ أَعْجَبَتْ الأَغْنِيَاءَ دَعْوَةُ صَالِحٍ؟
(٤) لِمَاذَا لَمْ تُعْجِبْهُمْ دَعْوَةُ صَالِحٍ؟
(٥) غَضِبَ الأَغْنِيَاءُ وَمَاذَا قَالُوا؟
(٦) مَاذَا قَالَ الْخُدَّامُ؟
(٧) ضَحِكَ الأَغْنِيَاءُ وَمَاذَا قَالُوا؟
(٨) لِمَاذَا ضَحِكَ الأَغْنِيَاءُ عَلَى صَالِحٍ؟
(٩) أَيَنْبَغِى لِلرَّسُوْلِ أَن يَكُوْنَ لَدَيْهِ قَصْرٌ وَبُسْتَانٌ؟
(١٠) أَيَجِبُ عَلَى الدَّاعِى أَن يَكُوْنَ عِنْدَهُ زَرْعٌ وَنَخِيْلٌ؟
(١١) أُذْكُرْ أَضْدَادَ الْكَلِمَاتِ الآتِيَةِ ـ
سَعَادَةٌ ـ شَقِيٌّ ـ أَشْرَافٌ ـ شَرٌّ ـ مُطِيْعٌ ـ

شَرْحُ الْكَلِمَاتِ(৬)
শব্দ বিশ্লেষণ

مَيْلًا (ض) إِلَى - আকৃষ্ট হওয়া, ঝোঁকা। إِمَالَةٌ - ঝোঁকানো, আকৃষ্ট করা। اَلْجِنْسُ يَمِيْلُ إِلَى الْجِنْسِ - কবুতর চলে কবুতরের ঝাঁকে। دِعَايَةٌ - প্রোপাগাণ্ডা, خَسَارَةٌ (س) - ক্ষতিগ্রস্ত হওয়া। خَاسِرٌ - ক্ষতিগ্রস্ত। رِبْحًا (س) -

লাভবান হওয়া। تُرَابٌ ব-ব أَتْرِبَةٌ - মাটি। حَيَاةٌ (س)- জীবন যাপন করা। إِحْيَاءٌ - জীবন দান করা। هَيْهَات (اسم الفعل)- দূর হয়েছে। اِفْتِرَاءٌ (عَلَيْهِ) অপবাদ দেওয়া।

دِعَايَةُ الْأَغْنِيَاءِ

وَرَأى الْأَغْنِيَاءُ أَنَّ بَعْضَ النَّاسِ يَمِيْلُوْنَ إِلٰى صَالِحٍ فَخَافُوْ عَلٰى رِئَاسَتِهِمْ وَقَالُوا ؟"مَا هٰذَآ إِلَّابَشَرٌ مِثْلُكُمْ يَأْكُلُ مِمَّا تَأْكُلُوْنَ مِنْهُ وَيَشْرَبُ مِمَّاتَشْرَبُوْنَ". "وَلَئِنْ أَطَعْتُمْ بَشَرًامِثْلَكُمْ إِنَّكُمْ إِذًا لَخٰسِرُوْنَ"."أَيَعِدُكُمْ أَنَّكُمْ إِذَامُتُّمْ وَكُنْتُمْ تُرَابًا وَعِظَامًا أَنَّكُمْ مُخْرَجُوْنَ". "هَيْهَاتَ هَيْهَاتَ لِمَا تُوْعَدُوْنَ". "إِنْ هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوْتُ وَنَحْيَا وَمَانَحْنُ بِمَبْعُوْثِيْنَ". "إِنْ هُوَ إِلَّا رَجُلُ افْتَرٰى عَلَى اللّٰهِ كَذِبًا وَمَا نَحْنُ لَهُ بِمُؤْمِنِيْنَ".

ধনীদের অপপ্রচার

ধনীরা দেখলো, কিছু লোক ছালেহ (আঃ) এর কথায় আকৃষ্ট হয়ে তার প্রতি ঝুঁকে পড়ছে। তাই নিজেদের নেতৃত্বের ব্যাপারে শংকিত হয়ে তারা বললো, এ তোমাদের মতই সাধারণ মানুষ। তোমরা যা খাও সে তাই খায়। তোমরা যা পান কর সে তাই পান করে। যদি তোমরা তোমাদের মতই সাধারণ মানুষের আনুগত্য কর তাহলে অবশ্যই তোমরা ক্ষতিগ্রস্ত হবে। সে কি তোমাদেরকে এই হুমকি দেয় যে, তোমাদের মৃত্যুর পর অস্থিগুলো যখন মাটিতে পরিণত হবে তখন তোমাদেরকে পুনরুত্থিত করা হবে? তোমাদেরকে যে হুমকি দেওয়া হয় তা অসম্ভব। পার্থিব জীবনই একমাত্র জীবন, মরি বাঁচি এখানেই, আমরা পুনরুত্থিত হবো না। নি:সন্দেহে সে আল্লাহ্ সম্পর্কে মিথ্যা অপবাদ দিয়েছে। সুতরাং আমরা তার প্রতি ঈমান আনবো না।

إِعْرَابُ الْكَلَامِ

বাক্য বিশ্লেষণ

(وَلَئِنْ أَطَعْتُمْ بَشَرًا مِثْلَكُمْ إِنَّكُمْ إِذًا لَخٰسِرُوْنَ)

(واو)-استئنافية (ل)- لتاكيد (إن) حرف الشرط (بَشَرًا) মওছূফ مثلكم ছিফাত। উভয় মিলে পূর্ববর্তী ফে'য়েলের مفعول به হয়ে শর্ত. (كم) الضمير

- خبر إن (خَاسِرُوْنَ) للتاكيد (لَ) حرف الجواب (إِذًا) اسم إن হলো المنصوب অতঃপর إن তার ইসম ও খবরকে নিয়ে جزاء হয়েছে। শর্ত-জাযা মিলে الجملة الشرطية হয়েছে । উল্লেখ্য, এখানে جزاء এর শুরুতে ف উহ্য আছে।

(أَيَعِدُكُمْ أَنَّكُمْ إِذَا مُتُّمْ وَكُنْتُمْ تُرَابًا وَعِظَامًا أَنَّكُمْ مُخْرَجُوْنَ)

(أَنَّكُمْ) পূর্ববর্তী ফে'য়েলের প্রথম মাফ'উলুন বিহী, (كُمْ) حرف الاستفهام (أ) حرف (واؤ) যমীর أن এর ইসম (إذا) اسم الشرط (متم) মা'তূফুন 'আলাইহি (كم) (كُنْتُمْ تُرَابًا وَعِظَامًا) العطف মা'তূফ, অতঃপর মাতুফ-মা'তূফুন 'আলাইহি মিলে শর্ত, (أنكم مخرجون) জুমলা হয়ে জাযা, শর্ত ও জাযা মিলে জুমলা হয়ে পূর্ববর্তী أنএর খবর। أن তার ইসম ও খবরকে নিয়ে الجملة الإسمية হয়ে দ্বিতীয় مفعول به হয়েছে। অবশেষে ফে'য়েল-ফা'য়েল ও উভয় মাফ'উলুন বিহী মিলে الجملة الفعلية হয়েছে।

(هَيْهَاتَ هَيْهَاتَ لِمَا تُوْعَدُوْنَ) (هَيْهَاتَ) اسم الفعل মুয়াক্কাদ, (هَيْهَاتَ) তাকীদ (ل) الحرف الزائد (ما) اسم الموصول - توعدون ফে'য়েল ও নায়েবুল ফা'য়েল মিলে صلة তার পর ইসমুল মাওছূল ও ছিলা মিলে ফা'য়েল। ইসমুল ফে'য়েল ও ফা'য়েল মিলে জুমলা হয়েছে।

أَجِبْ عَنِ الْأَسْئِلَةِ الْآتِيَةِ بِالْعَرَبِيَّةِ
নীচের প্রশ্নগুলোর আরবীতে উত্তর দাও

(١) عَلٰى أَيِّ حَالٍ رَأَى الْأَغْنِيَاءُ النَّاسَ؟
(٢) هَلْ رَآهُمْ يَمِيْلُوْنَ إِلٰى صَالِحٍ؟
(٣) عَلَامَ خَافَ الْأَغْنِيَاءُ؟
(٤) أَخَافُوْا عَلٰى رِئَاسَتِهِمْ؟
(٥) إِلٰى مَنْ مَالَ النَّاسُ؟
(٦) مَاذَا قَالَ الْأَغْنِيَاءُ خَوْفًا عَلٰى رِئَاسَتِهِمْ؟
(٧) بِمَ وَعَدَهُمْ صَالِحٌ؟
(٨) أَوَعَدَهُمْ أَنَّهُمْ مُخْرَجُوْنَ مِنْ قُبُوْرِهِمْ؟
(٩) أَصَدَّقَهُ النَّاسُ أَمْ كَذَّبُوْهُ؟
(١٠) مَاذَا تَقُوْلُ! أَلَيْسَ اللّٰهُ بِقَادِرٍ عَلٰى أَنْ يُّخْرِجَ الْمَوْتٰى مِنْ قُبُوْرِهِمْ؟
(١١) بِمَ يَتَعَلَّقُ الْجَارُ وَالْمَجْرُوْرُ فِىْ قَوْلِهٖ "وَمَا نَحْنُ لَهٗ بِمُؤْمِنِيْنَ" ؟

شَرْحُ الْكَلِمَاتِ (৭)
শব্দ বিশ্লেষণ

الإنسان مركب من الخطأ। ভুল - أَخْطَاءٌ ব-ব خَطَأٌ । ভুল করা - (س) خَطَأٌ / إِخْطَاءٌ - মানুষ মাত্রই ভুল করে। إصابة - সঠিক করা, পৌঁছা। صواب - সঠিক। والنسيان - به (ن)ظنا। ধারণা - ظنون ব-ব ظن। ব্যতীত دون। সঠিক বলেছ - الصواب معك ধারণা করা। لاتظن به سوء - তার সম্পর্কে খারাপ ধারণা করো না। فقر - দারিদ্র। নবী (সা.) বলেছেন– الفقر فخرى -দারিদ্র আমার গৌরব। افتقارا - দরিদ্র হওয়া। عليه (به ـ ن) مرورا অতিক্রম করা। تخييبا ব্যর্থ করা। (ض) خيبا - ব্যর্থ হওয়া।

قَدْأَخْطَأَ ظَنّنَا

وَكَفَرَ النَّاسُ بِصَالِحٍ وَلَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ وَلَمَّا وَعَظَهُمْ صَالِحٌ وَمَنَعَهُمْ مِنْ عِبَادَةِ الأَصْنَامِ قَالُوا : يَاصَالِحُ كُنْتَ وَلَدًا نَجِيبًا جِدًّا، وَكُنْتَ وَلَدًا رَشِيدًا جِدًّا، وَكُنَّا نَظُنُّ أَنَّكَ سَتَكُونُ مِنْ كِبَارِ النَّاسِ وَأَشْرَافِهِمْ. وَكُنَّا نَظُنُّ أَنَّكَ سَتَكُونُ مِثْلَ فُلَانٍ وَفُلَانٍ فَلَمْ تَكُنْ شَيْئًا. وَالَّذِينَ كَانُوا فِى سِنِّكَ وَكَانُوا دُونَكَ فِى الْعَقْلِ أَصْبَحُوا رِجَالًا كِبَارًا. وَأَنْتَ يَا صَالِحُ أَخَذْتَ سَبِيلَ الْفَقْرِ قَدْ أَخْطَأَ ظَنُّنَا فِيكَ› قَدْ خَابَ رَجَاؤُنَا فِيكَ. مِسْكِينٌ أَبُوكَ، مَا نَالَ خَيْرًا مِنْكَ. مِسْكِينَةٌ أُمُّكَ، لَقَدْ ضَاعَ تَعَبُهَا فِيكَ!. سَمِعَ صَالِحُ كُلَّ هٰذَا وَتَأَسَّفَ عَلٰى قَوْمِهِ، وَإِذَا مَرَّصَالِحُ بِقَوْمٍ قَالُوا : رَحِمَ اللّٰهُ أَبَا صَالِحٍ لَقَدْ ضَاعَ ابْنُهُ.

আমাদের ধারণা ভুল প্রমাণিত হয়েছে।

লোকেরা ছালেহ (আঃ) কে অস্বীকার করলো। তার প্রতি ঈমান আনলো না। যখন ছালেহ (আঃ) তাদেরকে মূর্তি পূজা থেকে বিরত থাকার উপদেশ দিলেন তখন তারা বললো, ছালেহ! তুমিতো সভ্য ও ভদ্র ছিলে। আমাদের ধারণা ছিল, তুমি বড় ও অভিজাত লোকদের মত হবে। তুমি অমুক অমুকের মত হবে। কিন্তু কিছুই হতে পারলে না। অথচ যারা তোমার সমবয়সী ছিল এবং জ্ঞান বুদ্ধিতে তোমার চেয়ে কম ছিল তারা বড় লোক হয়ে গিয়েছে। পক্ষান্তরে তুমি দরিদ্রের পথ বেছে নিয়েছ।

তোমার ব্যাপারে আমাদের সমস্ত আশা ভরসা ভুল প্রমাণিত হয়েছে। হতভাগা তোমার পিতা, তোমাকে দিয়ে সে ভালো কিছু লাভ করতে পারেনি। হতভাগিনী তোমার মাতা, তোমার জন্য তার সমস্ত পরিশ্রম নিষ্ফল হয়েছে। ছালেহ (আঃ) এসব শুনে কওমের জন্য আক্ষেপ করতে। ছালেহ (আঃ) যখন কোন কওমের নিকট দিয়ে যেতেন, তখন লোকেরা বলতো, আল্লাহ্ ছালেহের পিতার প্রতি রহম করুন, তার ছেলে একেবারে গোল্লায় গেছে।

إِعْرَابُ الْكَلَامِ
বাক্য বিশ্লেষণ

(قَالُوا رَحِمَ اللّٰهُ أَبَاصَالِحٍ لَقَدْ ضَاعَ ابْنُهُ)

(قالوا) ফে'য়েল-ফা'য়েল মিলে قول (رَحِمَ) ফে'য়েল الله ফা'য়েল (أَبَا صَالِحٍ) - মাফ'উলুন বিহী। সব মিলে الجملة المعترضة الدعائية - হয়েছে।

لقد (ل) للتاكيد (قد) للتاكيد (ضَاعَ ابْنُه) জুমলা হয়ে مقول القول (يا أيها) (المعلم) (يا) حرف النداء (أى) الوصلية মওছূফ বা মুবদাল মিনহু (ها) حرف التنبيه (المعلم) ছিফাত, কিংবা বদল, উভয় মিলে منادى - তার পর ندا ও منادى মিলে الجملة الندائية হয়েছে।

أَجِبْ عَنِ الْأَسْئِلَةِ الْآتِيَةِ بِالْعَرَبِيَّةِ
নীচের প্রশ্নগুলোর আরবীতে উত্তর দাও

(١) هَلْ آمَنَ النَّاسُ بِصَالِحٍ؟

(٢) هَلْ كَفَرَ النَّاسُ بِصَالِحٍ؟

(٣) مَاذَا قَالَ النَّاسُ لَمَّا وَعَظَهُم صَالِحٌ وَمَنَعَهُم مِنْ عِبَادَةِ الأَصْنَامِ؟

(٤) مَاذَا فَعَلَ صَالِحٌ عَقِيبَ مُعَامَلَتِهِمِ السَّيِّئَةَ؟

(٥) أعَامَلَهُم مُعَامَلَةً حَسَنَةً؟

(٦) مَاذَا كَانَ النَّاسُ يَقُولُونَ إِذَا مَرَّ صَالِحٌ بِقَوْمٍ؟

(٧) مَاذَا أَرَادَ النَّاسُ لِصَالِحٍ وَمَاذَا أَرَادَ اللّٰهُ لَهُ؟

(٨) هَلْ أَرَادَ النَّاسُ أَنْ يَكُونَ صَالِحٌ مِنْ كِبَارِ النَّاسِ وَأَشْرَافِهِمْ؟

(٩) هَلْ أَرَادَ اللّٰهُ أن يَكُونَ صَالِحٌ هَادِيًا لِلنَّاسِ وَدَاعِيًا إِلَى اللّٰهِ؟

(١٠) يَا صَالِحُ! اُذْكُرْ إِعْرَابَ الْمُنَادٰى مَعَ بَيَانِ سَبَبِهِ

شَرْحُ الْكَلِمَاتِ (৮)

শব্দ বিশ্লেষণ

تُمُوْرُ الْمَدِيْنَةِ মদিনার খেজুর গাছ। تَمْرٌ ব-ব تمور - খেজুর। نَخْلٌ - খেজুর। عَصِيْرُ النَّخْلِ - খেজুর রস। أَكَلْتُ التمرةَ ولفظتُ النواةَ - খেজুর খেয়ে আঁটি ফেলে দিয়েছি। نعيم - নি'য়ামত।। تجنبا - বিরত থাকা। لاذع - কটু ভাষী। غَلِيْظُ الْقَلْبِ - পাষাণ হৃদয়। عَطُوف - স্নেহশীল। عطفا - স্নেহ করা। وجه جاذب - আকর্ষনীয় চেহারা। (ض) ذرفا - (ض) العين - প্রবাহিত হওয়া। (ف) بعثا - بعث - পুনরুত্থিত করা। التَّمَسّك - আঁকড়ে ধরা। غلاظة - রূঢ়তা, لذاعة - কটুতা।

نصيحة صالح

وَلَمْ يَزَلْ صَالِحٌ يَنْصَحُ لِقَوْمِهِ وَيَدْعُوهُمْ إِلَى اللّٰهِ بِحِكْمَةٍ وَرِفْقٍ. يَقُوْلُ : يَاإِخْوَانِيْ! أَتَظُنُّوْنَ أَنَّكُمْ هُنَا إِلَى الأَبَدِ؟.

أَتَظُنُّوْنَ أَنَّكُمْ تَسْكُنُوْنَ فِي هٰذِه الْقُصُوْرِ دَائِمًا؟.

أَتَظُنُّوْنَ أَنَّكُمْ لَاتَزَالُوْنَ فِي هٰذِه الْبَسَاتِيْنِ وَالأَنْهَارِ؟ وَأَنَّكُمْ لَاتَزَالُوْنَ تَأْكُلُوْنَ مِنْ هٰذِه الزُّرُوْعِ والأَشْجَارِ.

وَأَنَّكُمْ لَاتَزَالُوْنَ تَنْحَتُوْنَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوْتًا؟

أَبَدًا! أَبَدًا! إِنَّ ذٰلِكَ لَايَكُوْنُ! إِنَّ ذٰلِكَ لَا يَكُوْنُ!

فَلِمَاذَا مَاتَ آبَاؤُكُمْ يَا إِخْوَانِيْ؟ كَانَتْ لَهُمْ قُصُوْرٌ، وَكَانَتْ لَهُمْ كَذٰلِكَ بَسَاتِيْنُ وَعُيُوْن. وكَانَتْ لَهُمْ زُرُوْعٌ وَنَخِيْلٌ، وَكَانُوْا يَنْحَتُوْنَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوْتًا يَسْكُنُوْنَ فِيْهَا.

وَلٰكِنْ كُلّ ذٰلِكَ لَمْ يَنْفَعْهُمْ! وَلٰكِنَّ كُلَّ ذٰلِكَ لَمْ يَمْنَعْهُمْ! وَوَصَلَ إِلَيْهِمْ مَلَكُ الْمَوْتِ وَوَجَدَ إِلَيْهِمْ سَبِيْلًا! كَذٰلِكَ تَمُوْتُوْنَ أَنْتُمْ أَيْضًا وَيَبْعَثُكُمُ اللّٰهُ وَيَسْأَلُكُمْ عَنْ هٰذَا النَّعِيْمِ.

ছালেহ (আঃ) এর উপদেশ

ছালেহ (আঃ) অত্যন্ত প্রজ্ঞা ও কোমলতার সাথে তাঁর কওমকে দা'ওয়াত দিতে থাকলেন । তিনি বলেন, ভাইসব! তোমর কি মনে করো চিরকাল পৃথিবীতে থাকবে? তোমরা কি ভেবেছ আজীবন এই দালান কোঠায় বাস করবে? তোমাদের কি ধারণা এই বাগ বাগীচা ও নদ নদী আজীবন উপভোগ করবে? এই ক্ষেত খামার ও গাছপালা থেকে সবসময় ফল ফলাদি খাবে? এবং পাহাড় কেটে ঘর বাড়ী নির্মাণ করবে? কখনও না।এটা হতেই পারে না।তাহলে কেন তোমাদের পূর্ব পুরুষগণ মৃত্যুবরণ করলো। তাদেরতো দালান কোঠা, ঝর্ণা বেষ্টিত বাগ বাগীচা, ক্ষেত খামার ও খেজুরগাছ ছিল। তারা পাহাড় কেটে ঘর বানিয়ে বাস করতো। কিন্তু এসব কিছু তাদের কোন উপকারে আসেনি এবং তাদেরকে মৃত্যুর হাত থেকে বাঁচাতে পারেনি। মৃত্যুর ফিরিশ্তা তাদের কাছে পৌঁছেছে । তদ্রুপ তোমরাও মৃত্যুবরণ করবে এবং মৃত্যুর পর তোমাদেরকে পুর্নজীবিত করে সকল নে'য়ামত সম্পর্কে জিজ্ঞাস করা হবে।

إعراب الكلام
বাক্য বিশ্লেষণ

(أَتَظُنُّونَ أَنَّكُم هُنَا إِلَى الأَبَدِ) (أ) حرف الاستفهام (تظنون) ফে'য়েল-ফা'য়েল (أنكم) أن এর ইসম (هنا) ساكنون শিবহুল ফে'য়েলের مفعول فيه (إلى الأبد) شبه كم যমীর الفعل এর সাথে মুতা'য়াল্লিক। পরিশেষে شبه الجملة হয়ে أن এর খবর। أن তার ইসম ও খবরকে নিয়ে জুমলা হয়ে مفعول به হয়েছে।

(أبدا أبدا) মূলত ছিল لايكون ذلك أبدا أبدا (لا) حرف النفى (يكون) ফে'য়েলে তাম, (ذالك) ফা'য়েল (أبدا أبدا) তাকীদ-মুয়াক্কাদ মিলে মাফ'উলুন ফীহি। পরিশেষে জুমলা হয়েছে।

أَجِبْ عَنِ الأَسْئِلَةِ الآتِيَةِ بِالعَرَبِيَّةِ
নীচের প্রশ্নগুলোর আরবীতে উত্তর দাও

(١) هَلْ كَانَ صَالِحٌ مُسْتَمِرًّا فِى دَعْوَتِهِ؟

(٢) هَلْ تَرَكَ صَالِحٌ دَعْوَةَ رَبِّهِ غَيْظًا عَلَى قَوْمِهِ؟

(٣) أَحَالَتْ سُخْرِيَّةُ القَومِ بينَ صَالِحٍ ودَعْوتِهِ؟

(٤) بِأَيِّ أسلوبٍ دَعَا صالِحٌ قَومَهُ؟

(٥) أ دعَاهُم بحكمةٍ وَرِفقٍ؟

(٦) أيُّ نصيحةٍ قدم صَالِحٌ للدُّعَاةِ إلَى اللّٰهِ؟

(٧) هَلْ أرشَدَهُمْ أن يَتَمَسَّكُوا بالحِكْمَةِ والرِّفْقِ وَيَتَجَنَّبُوا مِنَ الغِلاَظَةِ واللَّذَاعَةِ؟
(٨) أيَقرب النَّاسُ مِن الداعِي اذَا كَان عَطُوفًا ؟
(٩) أيُّ فائدةٍ اذا كَانَ الداعِي حَكِيمًا وعَطُوفًا ؟
(١٠) أيُّ نُقْصَانٍ إذا كَانَ الداعِي غَلِيظَ القَلْبِ وَلاذع اللِّسَانِ؟
(١١) أيَبْعُدُ النَّاسُ عَنِ الدَّاعي إذا كَانَ غَلِيظَ القَلْبِ؟
(١٢) أيقرُبُ النَّاسُ مِنَ الدَّاعِي اذا كَانَ رَقِيقَ الْقَلْبِ؟
(١٣) هَلْ دَعَا صَالِحٌ قَوْمَهُ بِكَلِمَاتٍ تَلِيْنُ الْقُلُوبُ وَتَسِيلُ الْعُيُوْنُ؟
(١٤) أذكُر نَصَائِحَ صَالِحٍ لِقَوْمِهِ عَلَى أسْلُوبِ الْكِتَابِ؟

شَرْحُ الْكَلِمَاتِ (৯)

শব্দ বিশ্লেষণ

أُجَرَاء ب-ব أجِيْرٌ । فُجَّارٌ ب-ব فَاجِرٌ - পাপিষ্ঠ । (ن) فُجُوْرًا - পাপ কাজ করা । حزب الأجراء - মজদুর পার্টি । أيها الأجراء اتحدوا - দুনিয়ার মজদুর এক হও । اِسْتِيْجَارًا - মজদুর রাখা । (ف) سحرا تسحيرا - যাদু করা । ساحر ب-ব سحرة - যাদু কর । مسحور - যাদুগ্রস্ত إن من البيان لسحرا ভাষাতো নয় যেন যাদু । متحف ب-ব متاحف যাদু ঘর । (ن) نُقْصَانًا - কমে যাওয়া, কমানো । (ف) دَفْعًا - اَلْعَيْنُ - অশ্রু ঝরানো ।

مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أجْرٍ

وَيَا إخْوَانِي لِمَاذَا تَفِرُّوْنَ مِنِّي؟ مَاذَا تَخَافُوْنَ؟ أنَا لَا أنْقُصُ مِنْ مَالِكُمْ شَيْئًا، أنَا لَا أطْلُبُ مِنْكُمْ شَيْئًا.أنَا أنْصَحُ لَكُمْ وَأبَلِّغُكُمْ رِسَالاَتِ رَبِّي."وَمَا أسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أجْرٍ إنْ أجْرِى إلاَّ عَلَى اللّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ".وَيَا إخْوَانِي لِمَاذَا لاَ تُطِيْعُوْنَنِي وَأنَا لَكُمْ نَاصِحٌ أمِيْنٌ؟ وَلِمَاذَا تُطِيْعُوْنَ الَّذِيْنَ يَظْلِمُوْنَ النَّاسَ وَيَأكُلُوْنَ أمْوَالَهُمْ؟ وَالَّذِيْنَ يَفْجُرُوْنَ وَيُفْسِدُوْنَ فِي الأرْضِ وَلاَ يُصْلِحُوْنَ! وَعَجَزَ الْقَوْمُ وَلَمْ يَجِدُواعَلٰى ذٰلِكَ جَوَابًا.

فَقَالُوا : "إِنَّمَا أَنْتَ مِنَ الْمُسَحَّرِيْنَ. مَا أَنْتَ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُنَا فَأْتِ بِآيَةٍ إِنْ كُنْتَ مِنَ الصّٰدِقِيْنَ".

আমি তোমাদের নিকট প্রতিদান চাই না

ভায়েরা! তোমরা কেন আমার থেকে পালিয়ে যাচ্ছ? তোরা কিসের আশংকা কর? আমি তোমাদের ধন-সম্পদ কিছুই কমাব না। আমি তোমাদের কাছে কিছুই চাই না। আমি শুধু তোমাদেরকে উপদেশ দান করি এবং তোমাদের নিকট আমার প্রতিপালকের বাণী পৌঁছাই। আমি তোমাদের নিকট কোন প্রতিদান চাই না, আমার প্রতিদান তো বিশ্ব জগতের প্রতিপালক আল্লাহ দিবেন। ভাইসব! তোমরা আমার আনুগত্য করনা কেন, আমিতো তোমাদের বিশ্বস্ত সুভাকাঙ্ক্ষী। যারা মানুষের প্রতি জুলুম করে সম্পদ আত্মসাৎ করে এবং পৃথিবীতে শান্তির পরিবর্তে অশান্তি সৃষ্টি করে তাদের আনুগত্য কর কেন? জাতি উত্তর দানে অপারগ হয়ে বললো, তুমি যাদুকর ছাড়া আর কিছু না। তুমিতো আমাদের মতই মানুষ, অতএব সত্যবাদী হলে কোন প্রমাণ পেশ কর।

إعراب الكلام
বাক্য বিশ্লেষণ

(مَا اَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِىَ إِلَّا عَلَى اللّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ)

الحرف المشبه بليس (إن)। অতিরিক্ত অব্যয় (أجر) মাফ'উলুন বিহী। (إن) - من (من أجر) (الله) حرف الاستثناء - (إلا) উহ্য আছে (على أحد) مستثنى منه তার ইসম (أجرى) মুবদাল মিনহু (رب العالمين) বদল। উভয় মিলে মাজরূর, উভয় মিলে مستثنى তার পর مستثنى منه ও مستثنى মিলে ان এর খবর হয়েছে। পরিশেষে إن তার ইসম ও খবরকে নিয়ে জুমলা ইসমিয়া হয়েছে।

(انما أنت من المسحرين)

(إنما) (إن) - الحرف المشبه بالفعل (ما) الكافة - أنت মুবতাদা, من المسحرين জর-মাজরূর মিলে معدود এর সাথে متعلق হয়ে খবর। মুবতাদা-খবর মিলে স্বতন্ত্র বাক্য।

أجب عن الأسئلة الآتية بالعربية
নীচের প্রশ্নগুলোর আরবীতে উত্তর দাও

(١) هَلْ كَانَ صَالِحٌ ينصحُ لقومِهِ وَيُبَلِّغُ رِسَالَاتِ رَبِّهِ؟
(٢) هَلْ أَطَاعَ النَّاسُ هٰذا النَّاصِحَ الأَمِيْنَ؟

(٣) لِمَاذا لَم يُطِيعُوه؟ أخَافُوا عَلٰى رِئَاسَتِهِمْ؟
(٤) أطَلَبَ صَالِحٌ الأجرَ عَلٰى دَعوتِهِ؟
(٥) مِمَّنْ طَلَبَ صَالِحٌ الأجْرَ؟
(٦) أطَلَبَ الأجْرَ مِنَ اللّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ؟
(٧) مِمَّنْ تَطْلُبُوْنَ أجُوْرَكُمْ؟
(٨) مَاذَا كَانَ يَعْمَلُ الظَالِمُونَ وَالْمُفسِدُوْنَ؟
(٩) أكَانَ الظَّالِمُوْنَ يَظْلِمُونَ النَّاسَ وَيَأكُلُوْنَ أمْوَالَهُمْ بِالبَاطِلِ؟
(١٠) أكَانَ الْمُفسِدُوْنَ يُفسِدُوْنَ فِي الأرْضِ وَلَا يصلحُوْنَ؟
(١١) مَاذَا قَالَ القومُ لِصَالِحٍ بَعْدَ أن عَجَزُوا عَنِ الْجَوابِ؟
(١٢) أيْنَ جَوابُ الشَّرْطِ فِي قولِه "فَأتِ بِأيَةٍ إنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِيْنَ؟"

شرح الكلمات (১৫)

শব্দ বিশ্লেষণ

نَعَامَاتٌ ব-ব نَعَامَةٌ - উট পাখি। نُوْقٌ ব-ব نَاقَةٌ - উট, جِمَالٌ ব-ব جَمَلٌ - উট। مَبَارِكُ ব-ব مَبْرَكٌ - উটশালা। إِيْقَانًا নিশ্চিত হওয়া। (البهيمة) إِنْتَاجًا প্রসব করা। آيات ব-ব آية - নিদর্শন। (ن شكا) فيه - সন্দেহ করা। لاأشك فى كلامك - তোমার কথায় আমার সন্দেহ নেই। تَيَقُّنًا - বিশ্বাস করা। واسطة - মাধ্যম। (على) استحالة - অসম্ভব হওয়া। مُسْتَحِيْلٌ - অসম্ভব। لَاشَئ مُسْتَحِيْلٌ عَلَى القَلْبِ العَازِمِ - দৃঢ় প্রত্যয়শীল হৃদয়ের নিকট অসম্ভব কিছুই নেই। حامل গর্ভবতী।

١٠- نَاقَةُ اللّٰهِ

قَالَ صَالِحٌ : وَأيَّ آيَةٍ تُرِيْدُوْنَ؟

قَالُوْا : إنْ كُنْتَ صَادِقًا فَأخْرِجْ لَنَا مِنْ هٰذَا الْجَبَلِ نَاقَةً حَامِلًا! وَكَانَ النَّاسُ يَعْلَمُوْنَ أنَّ النَّاقَةَ لَاتَلِدُهَا إلَّا النَّاقَةُ . وَأنَّ النَّاقَةَ لَاتُنْبِتُ مِنَ الأرْضِ وَلَاتُنْتَجُ مِنَ الْحَجَرِ. وَأيقَنُوْا أنَّ صَالِحًا سَيَعْجِزُ وأنَّهُمْ سَيَنْجَحُوْنَ!

وَلٰكِنَّ صَالِحًا كَانَ قَوِيَّ الإيْمَانِ بِرَبِّهِ، وَكَانَ يَعْلَمُ أنَّ اللّٰهَ

عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ. فَدَعَا اللّٰهَ صَالِحٌ، وَكَانَ كَمَا طَلَبَ النَّاسُ، خَرَجَتْ مِنَ الْجَبَلِ نَاقَةٌ حَامِلٌ وَوَلَدَتْ . وَتَحَيَّرَ النَّاسُ وَدَهِشُوا، وَلٰكِنْ لَمْ يُؤْمِنْ مِنْهُمْ إِلَّا وَاحِدٌ

আল্লাহ্‌র (কুদরতী) উটনী

ছালেহ (আ:) বললেন, তোমরা কী প্রামাণ চাও? তারা বললো, তুমি সত্যবাদী হলে এই পাহাড় থেকে একটি গর্ভবতী উটনী বের করে দেখাও। লোকেরা জানতো যে,উট শুধুমাত্র উটনী থেকে জন্ম নেয়। তারা আরও জানতো, উট জমি থেকে অংকুরিত হয় না এবং পাথর থেকে উৎপন্ন হয় না। তারা ধরে নিয়েছিল যে, ছালেহ (আঃ) ব্যর্থ হবে, আর তারা সফল হবে। কিন্তু ছালেহ (আঃ) তার প্রতিপালকের প্রতি পূর্ণ আস্থাশীল ছিলেন। তার বিশ্বাস ছিল, আল্লাহ্ সর্ব বিষয়ে ক্ষমতাবান । তখন ছালেহ (আঃ) আল্লাহ্‌র কাছে দু'আ করলেন, ফলে লোকেরা যা চেয়েছিল তাই হলো । পাহাড় থেকে একটি গর্ভবতী উটনী বেরিয়ে এসে গর্ভপাত করলো। লোকেরা খুব হতভম্ব ও হতবাক হলো। কিন্তু এক ব্যক্তি ছাড়া কেউ ঈমান আনলো না।

إعراب الكلام
বাক্য বিশ্লেষণ

(وَكَانَ النَّاسُ يَعْلَمُوْنَ أَنَّ النَّاقَةَ لَا تَلِدُهَا إِلَّا النَّاقَةُ) (الناس) - كان এর ইসম, অবশিষ্ট অংশ كان এর খবর (يعلم) এর مفعول به তার পরবর্তী অংশ। (الناقة) أن এর ইসম, অবশিষ্ট অংশ أن এর খবর (إلا) حرف الإستثناء তার পূর্বে شئ - উহ্য রয়েছে (الناقة) مستثنى উভয় মিলে تلد ফে'য়েলের ফা'য়েল। مستثنى منه

(وكان كما طلب الناس) (واو) حرف العطف -(كان) الفعل التام (كما) ك অর্থ (مثل) মুযাফ (ما) - حرف المصدر (طلب الناس) জুমলা হয়ে ما দ্বারা মাছদার হয়ে مضاف إليه মুদাফ ও মুদাফুন ইলাইহি মিলে فاعل হয়েছে। ফে'য়েল-ফা'য়েল মিলে জুমলা।

أجب عن الأسئلة الآتية بالعربية

নীচের প্রশ্নগুলোর আরবীতে উত্তর দাও

(١) أيَّ آيَةٍ طَلَبَ الْقَوْمُ مِنْ صَالِحٍ؟

(٢) أطَلَبَ مِنْهُ أن يُخْرِجَ مِنَ الجَبَلِ نَاقَةً حَامِلًا؟

(٣) مَاذَا كَانَ النَّاسُ يَعْلَمُوْنَ عَنِ النَّاقَةِ؟

(٤)إنْ كَانُوا عَالِمِيْنَ بِهِ فَمَا سَبَبُ سُؤَالِهِمْ؟

(٦) أكَانَ سَبَبُ سُؤَالِهِمْ أن يَظْهَرَ عَجْزُ صَالِحٍ ؟

(٧) كَيْفَ كَانَ إيمانُ صَالِحٍ بِرَبِّهِ؟

(٨) أ كَانَ صَالِحٌ شَاكًّا فِي قُدْرة رَبِّهِ؟

(٩) أ كَانَ صَالِحٌ مُتَيَقِّنًا بأن اللّٰهَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ؟

(١٠) أيَسْتَحِيْلُ عَلَى اللّٰهِ أن يَخْلُقَ شَيْئًا بِلَا وَاسِطَةٍ؟

(١١) أمَا خَلَقَ اللّٰهُ آدَمَ وحَوَّاء بِلا أبٍ وأمٍّ؟

(١٢) أفَلَا يَسْتَطِيْعُ مَنْ خَلَقَهُمَا بِلَا أبَوَيْنِ أن يَخْلُقَ النَّاقَةَ مِنَ الْحَجَرِ؟

(١٣) هَلْ تَقَبَّلَ اللّٰهُ دُعَاءَ صَالِحٍ ؟

(١٤) مَاذَا فَعَلَ الْقَوْمُ لَمَّا رَأَوْا قُدْرَةَ اللّٰهِ؟

(١٥) كَيْفَ وَقَعَتْ كَلِمَةُ حَامِلٌ صِفَةً مِنْ نَاقَةٍ مَعَ أنَّهَا مُذَكَّرٌ؟

شرح الكلمات (১১)

শব্দ বিশ্লেষণ

نَوْبَةٌ - পালা, تَنَاوُبًا - পালাক্রমে কাজ করা। (ن) مَسًّا - স্পর্শ করা। اِحْتِرَامًا - সম্মান করা। مُحْتَرِمٌ - সম্মানিত। عَلَفٌ ব-ব عَلُوفَةٌ - পশুর খাদ্য। مَاشِيَةٌ ব-ব مَوَاشٍ - গবাদি পশু। غَرِيْبَةٌ ব-ব غَرَائِبُ - অদ্ভুত। نَفْرًا (ض) مِنْهُ পালিয়ে যাওয়া। تَحْذِيْرًا - সতর্ক করা। (س) حَذْرًا - সর্তক হওয়া। اِسْتِينَاسًا - অন্তরঙ্গতা বোধ করা। اِسْتِيحَاشًا - অনন্তরঙ্গতা বোধ করা। آيَةٌ (ج) آيَاتٌ - নিদর্শন। خَلْقٌ - আকৃতি।

اَلنَّوْبَةُ

قَالَ صَالِحٌ : هٰذِهِ نَاقَةُ اللّٰهِ، وَهٰذِهِ آيَةُ اللّٰهِ اسَأَلْتُمْ فَخَلَقَهَا لَكُمْ بِقُدْرَتِهِ . فَاحْتَرِمُوا هٰذِهِ النَّاقَةَ "وَلَاتَمَسُّوْهَا بِسُوْءٍ فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابٌ قَرِيْبٌ" . وَإِنَّ هٰذِهِ النَّاقَةَ تَأْكُلُ فِي أَرْضِ اللّٰهِ وَتَشْرَبُ، وَتَأْتِى وَتَذْهَبُ، وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ عَلَفُهَا وَمَاؤُهَا فَالْعَلَفُ كَثِيْرٌ، وَالْمَاءُ كَثِيْرٌ . وَكَانَتْ هٰذِهِ النَّاقَةُ كَبِيْرَةً جِدًّا وَغَرِيْبَةً فِى الْخَلْقِ؛ فَكَانَتْ مَاشِيَتُهُمْ تَخَافُهَا وَتَنْفِرُ مِنْهَا . وَكَانَتْ كُلَّمَا جَاءَتْ تَشْرَبُ، نَفَرَتِ الْمَاشِيَةُ وَفَرَّتْ.

رَأى صَالِحٌ ذٰلِكَ فَقَالَ : لِلنَّاقَةِ يَوْمٌ وَلِمَاشِيَتِكُمْ يَوْمٌ. فَيَوْمًا تَشْرَبُ هٰذِهِ النَّاقَةُ، وَيَوْمًا تَشْرَبُ مَاشِيَتُكُمْ. وَكَذٰلِكَ كَانَ فَإِذَا كَانَتْ نَوْبَةُ النَّاقَةِ ذَهَبَتْ فَشَرِبَتْ. وَإِذَا كَانَتْ نَوْبَةُ مَاشِيَةِ الْقَوْمِ ذَهَبَتْ فَشَرِبَتْ.

পালাক্রমে পানিপান

ছালেহ (আ:) বললেন, এটা আল্লাহ্র কুদরতী উটনী ও আল্লাহ্র নিদর্শন। তোমাদের দাবী অনুযায়ী আল্লাহ্ নিজ কুদরতে তা সৃষ্টি করেছেন। অতএব তোমরা তার সম্মান কর, কোন ক্ষতি করো না। অন্যথা অত্যাসন্ন 'আযাব তোমাদেরকে পাকড়াও করবে। এই উষ্ট্রী ,আল্লাহ্র যমীনে দানা পানি খাবে ও বিচরণ করে বেড়াবে ।তার খাবার পানীর দায়িত্ব তোমাদের নয়। যমীনে বহু খাবার ও পানি রয়েছে। উটনীটি অনেক বড়ও উদ্ভুদ আকৃতির ছিল। তাই তাদের পশুপাল তাকে দেখে ভয়ে পালিয়ে যেত। যখন উটনীটি পান করতে আসত তখন অন্যান্য পশুরা ভয়ে পালিয়ে যেত। এ অবস্থা দেখে ছালেহ (আঃ) বললেন, আল্লাহ্র উটনী একদিন পান করবে, আর তোমাদের পশুপাল একদিন পান করবে । তাই করা হলো। যখন উটনীর পালা আসতো তখন সে গিয়ে পান করতো। আর যখন কওমের পশুপালের পালা আসতো তখন তারা গিয়ে পান করতো।

إعراب الكلام
বাক্য বিশ্লেষণ

(وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ) (ها) পূর্ববর্তী ফে'য়েলের মাফ'উলুন বিহী, (بسوء) ফে'য়েলের সাথে متعلق হয়ে জুমলা। (فيأخذكم) (ف) হলো السببية (يأخذ) এর পূর্বে أن উহ্য থেকে نصب দিয়েছে। (كم) মাফ'উলুন বিহী (عذاب أليم) মওছুফ-ছিফাত মিলে ফা'য়েল হয়েছে। পরিশেষে জুমলা হয়ে উহ্য শর্ত এর جزاء হয়েছে। শর্ত হল "إِنْ تَمَسُّوهَا بِسُوْءٍ" অবশেষে শর্ত ও জাযা মিলে الجملة الشرطية হয়েছে।

(وَكَانَتْ كُلَّمَا جَاءَتْ تَشْرَبُ نَفَرَتِ الْمَاشِيَةُ وَفَرَّتْ)

(التاء) - للتانيث (هى) যমীর كان এর ইসম (كلما) اسم الشرط - (جاءت تشرب) শর্ত, অবশিষ্ট অংশ জাযা, উভয় মিলে كان এর খবর। كان তার ইসম ও খবরকে নিয়ে الجملة الفعلية হয়েছে।

أَجِبْ عَنِ الْأَسْئِلَةِ الْآتِيَةِ بِالْعَرَبِيَّةِ
নীচের প্রশ্নগুলোর আরবীতে উত্তর দাও

(١) مِمَّ خَلَقَ اللّٰهُ النَّاقَةَ؟ أَ خَلَقَهَا مِنَ الْجَبَلِ؟
(٢) كَيْفَ خَلَقَ اللّٰه النَّاقَةَ مِنَ الْجَبَلِ؟
(٣) مَاذَا قَالَ صَالِحٌ لِقَوْمِهِ بَعْدَ أَنْ خَلَقَهَا اللّٰهُ؟
(٤) أَ أَمَرَ صَالِحٌ قَوْمَهُ بِاحْتِرَامِ النَّاقَةِ؟
(٥) أَحَذَّرَ صَالِحٌ قَوْمَهُ مِنْ إِهَانَةِ النَّاقَةِ؟
(٦) مَا يَضُرُّ النَّاسَ إِذَا مَسُّوهَا بِسُوْءٍ؟
(٧) أَيْنَ تَأْتِي النَّاقَةُ وَتَذْهَبُ وَمَنْ يُطْعِمُهَا؟
(٨) كَيْفَ كَانَتْ صُوْرَةُ النَّاقَةِ؟
(٩) أَتَسْتَأْنِسُ بِهَا كُلُّ مَاشِيَةٍ أَمْ تَسْتَوْحِشُ؟
(١٠) لِمَاذَا تَخَافُهَا الْمَاشِيَةُ وَتَنْفِرُ مِنْهَا؟
(١١) مَاذَا فَعَلَ صَالِحٌ لَمَّا رَأَى هٰذِهِ الْحَالَةَ؟
(١٢) أَ قَسَّمَ صَالِحٌ مِيْعَادَ الشُّرْبِ بَيْنَ نَاقَةِ اللّٰهِ وَمَا شِيَةِ الْقَوْمِ؟

شرح الكلمات (১২)
শব্দ বিশ্লেষণ

ضَجْرًا (س) (مِنْه) - অতিষ্ঠ হওয়া। ضَجِرْتُ مِنَ الْحَيَاةِ - জীবন থেকে অতিষ্ঠ হয়ে পড়েছি। اِسْتِكْبَارًا অহংকার করা। مُسْتَكْبِرٌ অহংকারী। سَعِيْدٌ ب-ب سُعَدَاء - ভাগ্যবান। شَقِيٌّ ب-ب أَشْقِيَاء - হতভাগা। سَعَادَةٌ (س) -ভাগ্যবান হওয়া। شَقَاوَةٌ (س) - ভাগ্যাহত হওয়া। سَهْمٌ ب-ب سِهَامٌ -তীর। نَحْرًا (ف) - যবেহ করা। يوم النحر কুরবানীর দিন, যবেহের দিন। طُغْيَانًا (ف) -অবাধ্য হওয়া। مُشَاهَدَةٌ - অবলোকন করা। مُؤَلِّفٌ ج مُؤَلِّفُوْنَ - গ্রন্থকার।

طُغْيَانُ ثَمُوْدَ

وَلٰكِنْ اِسْتَكْبَرَ الْقَوْمُ وَطَغَوْا، وَقَالُوْا لِمَاذَا لَاتَشْرَبُ مَاشِيَتُنَا كُلَّ يَوْمٍ. وَضَجِرَ النَّاسُ مِنْ هٰذِهِ النَّاقَةِ الَّتِىْ تَنْفُرُ مِنْهَا مَاشِيَتُهُمْ. وَكَانَ صَالِحٌ قَدْ حَذَّرَهُمْ مِنْ أَنْ يُّهِيْنُوا هٰذِهِ النَّاقَةَ، وَلٰكِنَّهُمْ لَمْ يَحْذَرُوْا. قَالُوْا: مَنْ يَقْتُلُ هٰذِهِ النَّاقَةَ ؟. قَامَ رَجُلٌ وَقَالَ : أَنَا ! وَقَامَ الآخَرُ وَقَال : أَنَا ! وَذَهَبَ الشَّقِيَّانِ وَجَلَسَا يَنْتَظِرَانِ خُرُوْجَ النَّاقَةِ حَتّٰى إِذَا خَرَجَتِ النَّاقَةُ رَمَاهَا الأَوَّلُ بِسَهْمٍ، وَنَحَرَهَا الثَّانِى فَقَتَلَهَا.

ছামূদ জাতির অবাধ্যতা

কিন্তু ছামূদ জাতি অহংকারের কারণে অস্বীকার করে বললো, আমাদের পশুপাল কেন প্রতিদিন পান করবে না? উটনীর জালায় মানুষ অতিষ্ঠ হয়ে উঠলো। আল্লাহর উটনীকে অপমান করার ব্যাপারে ছালেহ (আঃ) তাদেরকে সতর্ক করে দিয়েছিলেন। কিন্তু তারা সতর্ক না হয়ে বললো, কে এই উটনীকে হত্যা করতে পাবে? তখন একজন দাঁড়িয়ে বললো, আমি পারবো, আর একজন দাঁড়িয়ে বললো, আমি পারবো। দুই হতভাগা গিয়ে উটনী বের হওয়ার অপেক্ষায় ওঁৎ পেতে রইলো। যখন উটনী বের হলো তখন প্রথম জন তাকে লক্ষ্য করে তীর ছুঁড়লো এবং অপর জন তাকে নহর করে হত্যা করে ফেললো।

إعراب الكلام

বাক্য বিশ্লেষণ

(ضَجِر النَّاسُ مِنْ هٰذِهِ النَّاقَةِ الَّتِى تَنْفِرُ مِنْهَا مَاشِيَتُهُم)

(الناس) পূর্ববর্তী ফে'য়েলের ফা'য়েল (من) - حرف الجر (هذه الناقة) মুবদাল মিনহু ও বদল মিলে মওছূফ, (التى) ইসমুল মওছূল, অবশিষ্ট অংশ ছিলা। উভয় মিলে ছিফাত, موصوف ও صفت মিলে مجرور হয়েছে। পরিশেষে ফে'য়েলের সাথে মিলিত হয়ে الجملة الفعلية হয়েছে।

أَجِبْ عَنِ الأَسْئِلَة الآتِيَةِ بِالعَرَبِيَّة

নীচের প্রশ্নগুলোর আরবীতে উত্তর দাও

(١) مَاذَا فَعَلَ الْقَوْمُ بَعْدَ أَنْ شَاهَدُوا نَاقَةَ اللّٰهِ وَقُدْرَتَهُ؟

(٢) هَل آمَنُوا بِاللّٰهِ وَأَطَاعُوا نَبِيَّهُ صَالِحًا؟

(٣) لِمَ اسْتَكْبَرَ الْقَوْمُ وَطَغَوا؟

(٤) مَاذَا قَالَ النَّاسُ بَعْدَ أَنْ اسْتَكْبَرُوا وَطَغَوا؟

(٥) أَضَجِرَ النَّاسُ مِنْ نَاقَةِ اللّٰهِ؟

(٦) أَحَذَّرَ صَالِحٌ قَوْمَهُ مِنْ أَن يُهِينُوا نَاقَةَ اللّٰهِ؟

(٧) أَحَذَرَ النَّاسُ بَعْدَ أَنْ حَذَّرَهُمْ صَالِحٌ؟

(٨) مَاذَا أَرَادَ النَّاسُ بَعْدَ أَن ضَجِرُوا مِنْهَا؟

(٩) مَنْ قَتَلَ نَاقَةَ اللّٰهِ وَكَيْفَ؟

(١٠) مَا إِعْرَابُ قَوْلِ الْمُؤَلِّفِ "خُرُوج النَّاقَة" وَمَا عَلَامَةُ إِعْرَابِهِمَا؟

شرح الكلمات (১৩)

শব্দ বিশ্লেষণ

تَمَتُّعًا - উপভোগ করা। صَيْحَةً (ض) - চীৎকার করা। حَلْفًا (ض) - শপথ করা। تَعْطِيلًا - হিজরত করা। تَفْطِيرًا বিদীর্ণ করা। تَفَطُّرًا - বিদীর্ণ হওয়া। مُهَاجَرَةٌ - অকেজো করে দেওয়া। (اَلْمَدْرَسَةَ) ছুটি দেওয়া। اَلْمَدْرَسَةُ مُعَطَّلَةٌ - মাদ্রাসা বন্ধ। بِئْرٌ مُعَطَّلَةٌ - অকেজো কূপ। إِصَابَةٌ - আক্রান্ত হওয়া। إِبْلَاغًا - পৌছানো। زِلْزَالًا (الأَرْض) –ভূমিকম্প হওয়া। زَلَازِلُ ب-ব زَلْزَلَةٌ - ভূমিকম্প। إِيْحَاشًا - নির্জন হওয়া। مُوحَشٌ -নির্জন।

اَلْـعَـذَابُ

وَلَـمَّا عَـلِمَ صَـالِحٌ أَنَّ الـنَّـاقَـةَ قَـدْ نُـحِرَتْ، تَـأَسَّفَ وَحَـزِنَ جِدًّا؛ وَقَـالَ لِـلـنَّـاسِ : تَـمَـتَّـعُـوا فِـىْ دَارِكُـمْ ثَلٰـثَـةَ أَيَّـامٍ ذٰلِـكَ وَعْـدٌ غَـيْـرُ مَـكْـذُوْبٍ". وَكَانَ فِى الْـمَدِيْـنَـةِ تِـسْعَـةُ رِجَالٍ يُـفْـسِدُوْنَ فِـى الأَرْضِ وَلَايُـصْـلِـحُـوْنَ. فَـحَـلَـفُـوا وَقَـالُـوْا : نَـقْـتُـلُ صَـالِحًـا وَأَهْـلَـهُ فِـى اللَّـيْـلِ، وَإِذَا سُئِلْـنَـا نَـقُـوْلُ مَا عِـنْدَنَا عِـلْـمٌ.

وَلَـمَّا كَانَ الْـيَـوْمُ الـثَّـالِثُ جَاءَهُـمُ الْـعَـذَابُ؛ أَصْـبَـحُـوْا كَـعَـادَتِـهِـمْ فَـإِذَا بِـصَـيْـحَـةٍ مَعَ زِلْـزَالٍ شَدِيْـدٍ. صَـيْـحَـةٍ تَـفَـطَّـرَتْ مِـنْـهَـا الْـقُـلُـوْبُ، وَ زِلْـزَالٍ تَـهَـدَّمَـتْ مِـنْـهُ الْـبُـيُـوْتُ، وَكَانَ يَـوْمًا عَـلٰى ثَـمُـوْدَ شَـدِيْـدًا.

وَمَاتَ الـنَّـاسُ كُـلُّـهُـمْ وَخَـرِبَـتِ الْـمَـدِيْـنَـةُ. وَهَـاجَـرَ صَـالِحٌ وَالْـمُـؤْمِـنُـوْنَ مِـنْ تِـلْـكَ الْـمَـدِيْـنَـةِ الـشَّـقِـيَّـةِ. وَمَـا يَـصْـنَـعُـوْنَ فِـيْـهَـا ؟ . وَخَـرَجَ صَـالِحٌ وَهُـوَ يَـنْـظُـرُ إِلٰى قَـوْمِـهِ وَهُـمْ أَمْـوَاتٌ، فَـقَـالَ بِـصَـوْتٍ حَـزِيْـنٍ : "يٰـقَـوْمِ لَـقَـدْ أَبْـلَـغْـتُـكُـمْ رِسَـالَـةَ رَبِّـى وَنَـصَـحْـتُ لَـكُـمْ وَلٰـكِـنْ لَّاتُـحِـبُّـوْنَ الـنّٰـصِـحِـيْـنَ" . وَلَايَـرٰى الْإِنْـسَـانُ الْـيَـوْمَ هُـنَـالِـكَ إِلَّاً قُـصُـوْرًا خَـالِـيَـةً وَبِـئْـرًا مُـعَـطَّـلَـةً. وَلَا يَـرٰى إِلَّا قُـرٰى مُـوْحَـشَـةً،لَـيْـسَ فِـيْـهَـا دَاعٍ وَلَا مُـجِـيْـبٌ.وَلَـمَّـا مَـرَّ رَسُـوْلُ الـلّٰـهِ صَـلَّـى الـلّٰـهُ عَـلَـيْـهِ وَسَـلَّـمَ عَـلٰى دِيَـارِ ثَـمُـوْدَ فِـى طَـرِيْـقِـهِ إِلَـى الـشَّـامِ قَـالَ لأَصْـحَـابِـهِ :

لَاتَـدْخُـلُـوا مَـسَـاكِـنَ الَّـذِيْـنَ ظَـلَـمُـوا أَنْـفُـسَـهُـمْ إِلَّاَ أَنْ تَـكُـوْنُـوْا بَـاكِـيْـنَ حَـذَرًا مِـنْ أَنْ يُّـصِـيْـبَـكُـمْ مِـثْـلُ مَـا أَصَـابَـهُـمْ" "أَلَآ إِنَّ ثَـمُـوْدًا كَـفَـرُوْا رَبَّـهُـمْ أَلَابُـعْـدًا لِـثَـمُـوْدَ".

আল্লাহ্‌র 'আযাব

যখন ছালেহ (আঃ) জানতে পারলেন, উটনীকে নহর করা হয়েছে, তখন তিনি খুব দুঃখ ও আক্ষেপ করলেন। তিনি লোকদের বলে দিলেন, তোমরা তিন দিন বাড়ী ঘরে ভোগ বিলাস কর। সেটা মিথ্যা প্রতিশ্রুতি নয়। শহরে নয়জন লোক ছিল, তারা যমীনে শান্তি স্থাপনের পরিবর্তে অশান্তি সৃষ্টি করতো। তারা শপথ করে বললো, ছালেহকে স্ব- পরিবারে রাতের অন্ধকারে হত্যা করব। আর যখন আমাদের জিজ্ঞাসা করা হবে, তখন বলবো, এ সম্পর্কে আমরা কিছুই জানিনা। তৃতীয় দিন 'আযাব এসে গেল। তারা তাদের অভ্যাস মত প্রতিদিনের ন্যায় সকাল করলো। হঠাৎ প্রচন্ড আওয়াজের সাথে ভূমিকম্প শুরু হলো। আওয়াজে হৃৎপিন্ড ফেটে গেল এবং ভূমিকম্পে বাড়ী ঘর ধ্বসে গেল। সেই দিনটি ছামূদ জাতির জীবনে মর্মান্তিক দিন ছিল। মানুষ মরে শহর বিরান হয়ে গেল। ছালেহ (আঃ) ও মু'মিনগণ সেই হতভাগাদের শহর থেকে অন্যত্র চলে গেলেন। আর সেখানে থেকেই বা কি করবেন? ছালেহ (আঃ) বের হওয়ার সময় কওমের মৃতদের প্রতি তাকিয়ে বেদনা বিধুর কণ্ঠে বললেন, হে আমার কওম ! আমি তোমাদের কাছে আমার প্রতি পালকের বাণী পৌঁছে দিয়েছিলাম ও তোমাদের মঙ্গল কামনা করেছিলাম। কিন্তু তোমরা তোমাদের মঙ্গলকামীকে পছন্দ করো না। আজ মানুষ সেখানে বিরান ঘর ও পরিত্যক্ত জলাশয় ছাড়া কিছুই দেখতে পায় না এবং সাড়া শব্দহীন বিজন গ্রাম ছাড়া আর কিছুই নজরে পড়ে না। নবী করীম সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম সিরিয়া যাওয়ার পথে ছামূদ জাতির বস্তি অতিক্রম করার সময় সাহাবাদের বলেছিলেন, যারা নিজেদের প্রতি অবিচার করেছে তোমরা ক্রন্দনরত অবস্থায় তাদের বস্তি অতিক্রম করবে, যেন তোমরা তাদের অনুরূপ বিপদে আক্রান্ত না হও। খবরদার ! ছামূদ জাতি তাদের' প্রতিপালক কে অস্বীকার করেছে। ছামূদ জাতি ধ্বংস হোক।

إعراب الكلام

বাক্য বিশ্লেষণ

وَكَانَ فِى الْمَدِيْنَةِ تِسْعَةُ رِجَالٍ يُفْسِدُوْنَ فِى الأَرْضِ وَلَا يُصْلِحُوْنَ

(كان) الفعل الناقص (فى المدينة) ساكنين শিবহুল ফে'য়েলের সাথে মিলিত হয়ে كان এর খবর, (تسعة رجال) عدد ও معدود মিলে ذوالحال অবশিষ্টাংশ حال হয়েছে। হাল ও জুলহাল মিলে كان এর ইসম, অবশেষে كان তার ইসম ও খবরকে নিয়ে الجملة الفعلية হয়েছে।

(وَكَانَ يَوْمًا عَلَى ثَمُوْدَ شَدِيْدًا) (كان) ফে'য়েলে নাকেস, هو যমীর তার ইসম। যমীরের مرجع হলো ذلك اليوم (يوما) মওছূফ (شديدا) شبه الفعل)

(عَلٰى ثَمُود) তার সাথে متعلق হয়ে ছিফাত। মওছূফ-ছিফাত মিলে كَانَ এর খবর হয়েছে। كان তার ইসম ও খবরকে নিয়ে জুমলা।

اسم (ثَمُود) - حرف التنبيه (ألا) (ألاَ إنَّ ثَمُوْدَ كَفَرُوا رَبَّهُمْ ألاَ بُعْدًا لِثَمُوْدَ) إن বাকী অংশ خبر إن - (ألا) - حرف التنبيه (بعدا) মাফউলুন মুতলাক উহ্য يبعد - ফেয়েল থেকে (لثمود) بعدا মাসদারের সাথে متعلق হয়েছে।

أَجِبْ عَنِ الأَسْئِلَةِ الآتِيَةِ بِالْعَرَبِيَّةِ

নীচের প্রশ্নগুলোর আরবীতে উত্তর দাও

(١) مَاذَا فَعَلَ صَالِحٌ لَمَّا عَلِمَ أَنَّ النَّاقَةَ قَدْ نُحِرَتْ؟

(٢) كَمْ رَجُلًا كَانُوا يُفْسِدُوْنَ فِى الْمَدِيْنَةِ وَلَا يُصْلِحُوْنَ؟

(٣) مَاذَا قَالَ النَّاسُ خَائِفِيْنَ؟

(٤) كَيْفَ أَصْبَحَتِ الْحَالَةُ لَمَّا جَاءَ الْعَذَابُ؟

(٥) مَاذَا فَعَلَ صَالِحٌ وَالْمُؤْمِنُوْنَ؟

(٦) مَاذَا قَالَ صَالِحٌ يَنْظُرُ إِلَى الأَمْوَاتِ؟

(٧) أَيَّ حَالٍ يَرَى النَّاسُ الْيَوْمَ هُنَالِكَ؟

(٨) مَاذَا قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صلى الله عليه وسلم لأَصْحَابِهِ حِيْنَ مَرَّ عَلٰى دِيَارِ ثَمُوْدَ؟

(٩) أَظَلَمَ اللّٰهُ ثَمُوْدَ أَمْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ؟

(١٠) أَيَنْفَعُ اللّٰهَ تَعْذِيبُ الشَّاكِرِيْنَ وَتَوْهِيْنُ الْمُؤْمِنِيْنَ؟

(١١) اذكُرْ تَعَلُّقَ هٰذِهِ الْجُمْلَةِ "مِثْلُ مَا أَصَابَهُمْ" بِمَاقَبْلَهَا

أحمد الله العظيم وأشكر ربى الرحيم الذى بتوفيقه تم شرح الجزء الثانى من قصص النبين وأسأله أن يديم توفيقه لإتمام الأجزاء الباقية وهو ولى التوفيق ومجيب السائلين اللهم اغفر للشارح ولوالديه ولمن ساهم فيه۔

সমাপ্ত